
লিনয়ে
ব্রাহাম লিঙ্কন
এমেট শেরউড

প্রকাশক :
অরুণকুমার পুরকায়স্থ
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

মুদ্রক :
সমীরকুমার বসু
হরিহর প্রেস
৯৩।২, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রিট
কলিকাতা-৯

মূল্য ১·৫০ ন. প.

চরিত্র লিপি

(আবির্ভাবের ক্রমানুসারে)

মেন্টর গ্রেহাম	স্কুল শিক্ষক
এব লিঙ্কন	দোকানদার থেকে প্রেসিডেন্ট
বেন ম্যাটলিং	একজন প্রাক্তন সৈন্ত
বিচারপতি বাওলিং গ্রীণ	একটি মফস্বল শহরের বিচারক ; এব-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু
নিনিয়ান এডওয়ার্ডস্	ইলিনয়ের রাজ্যপালের ছেলে
জোসুয়া স্পীড	এব-এর বন্ধু
অ্যান রাটলেজ	এব-এর প্রথম প্রেমপাত্রী
ট্রুম কগ্ড্যাল	নিউ সালেমের জনৈক বৃদ্ধ
জ্যাক আর্মস্ট্রং, ব্যাব, ফিয়ার্গাস, জ্যাস্প	নিউ সালেমের চারজন কাঠখোট্টা ধরণের যুবক
সেথ গেল্	নিউ সালেমের জনৈক চিন্তাশীল যুবক
ন্যান্সি গ্রীণ	বিচারক বাওলিং গ্রীণের স্ত্রী
উইলিয়ম হার্ণডন	এব-এর কেরানী, আইন অফিসের অংশীদার এবং শ্রেষ্ঠ গুণগ্রাহী
এলিজাবেথ এডওয়ার্ডস্	নিনিয়ান এডওয়ার্ডসের স্ত্রী
মেরী টড	এব-এর বিবাহিতা নারী
এডওয়ার্ডস্দের পরিচারিকা	
জিমি গেল্	সেথ গেল-এর ছেলে
অ্যাগী গেল্	সেথ গেল-এর স্ত্রী
গোবি	একজন স্বাধীন নিগ্রো—গেল-এদের কাজ করত
স্টিফেন, এ, ডগলাস	প্রেসিডেন্ট পদের জন্তে লিঙ্কনের প্রতিদ্বন্দ্বী
উইলি লিঙ্কন, ট্যাড লিঙ্কন, রবার্ট লিঙ্কন	এব ও মেরী লিঙ্কনের তিন ছেলে
লিঙ্কনদের পরিচারিকা	
ক্রিমিন	ধূর্ত রাজনীতিজ্ঞ
ব্যারিক	রাজনীতিতে অনুরক্ত ধর্মযাজক
স্টার্জেসন	রাজনীতিতে অনুরক্ত ব্যবসায়ী
জেড	টেলিগ্রাফ কর্মী
ক্যাভানাগ	ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের সৈন্তাধ্যক্ষ
অফিসার	যুক্তরাষ্ট্রের জনৈক সৈন্তাধ্যক্ষ

সৈন্তগণ, রেলকর্মচারীগণ, শহরের লোকজন

ঃ প্রথম অঙ্ক ঃ

১৮৩০ দশকে ইলিনয়ের নিউসালেমে এবং তার আশেপাশে

প্রথম দৃশ্য :—ইলিনয়, নিউ সালেমের কাছে মেন্টর গ্রেহামের ঘর

দ্বিতীয় দৃশ্য :—নিউ সালেমের রাটলেজ সরাইখানা

তৃতীয় দৃশ্য :—নিউ সালেমের কাছে বাওলিং গ্রীণের বাড়ী

ঃ দ্বিতীয় অঙ্ক ঃ

১৮৪০ দশকে ইলিনয়ের স্প্রীংফিল্ডে এবং তার আশেপাশে

চতুর্থ দৃশ্য :—ইলিনয়ের স্প্রীংফিল্ডে কোর্ট হাউসের ত্রিতলে স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড লিঙ্কনের ল'অফিস

পঞ্চম দৃশ্য :—স্প্রীংফিল্ডে এডওয়ার্ডস্‌দের বাড়ীর বসবার ঘর

ষষ্ঠ দৃশ্য :—ল' অফিস

সপ্তম দৃশ্য :—নিউ সালেমের কাছে খোলা জায়গা

অষ্টম দৃশ্য :—এডওয়ার্ডস্‌দের বাড়ীর বসবার ঘর

ঃ তৃতীয় অঙ্ক ঃ

১৮৫৮-৬১, স্প্রীংফিল্ডে

নবম দৃশ্য :—ইলিনয়ের একটি শহরের উন্মুক্ত স্থান

দশম দৃশ্য :—লিঙ্কনদের বাড়ীর বসবার ঘর

একাদশ দৃশ্য :—ইলিনয় স্টেট হাউসে লিঙ্কনের নির্বাচনী প্রচার ক

দ্বাদশ দৃশ্য :—স্প্রীংফিল্ডে রেলস্টেশনের চত্বর

ইলিনয়ে এব্রাহাম লিঙ্কন

প্রথম অঙ্ক—১ম দৃশ্য

[ইলিনয়—নিউ সালেমের কাছে মেণ্টর গ্রেহামের ঘর। নিশুতি রাত। মেণ্টর গ্রেহাম একটা এবড়ো-খেবড়ো টেবিলের একধারে বসে আছেন। গ্রেহাম একজন স্কুল-শিক্ষক,—তীক্ষ বুদ্ধিসম্পন্ন, অথচ ধৈর্যশীল। টেবিলের অপর পাশে বসে আছেন এব্‌ লিঙ্কন—ছেঁড়াখোঁড়া পোশাকপরা ক্লান্ত অবসন্ন যুবক। টেবিলের মাথার ওপর ঝোলানো রয়েছে একটি তেলের আলো। মেণ্টর একখানি ইংরাজী বইয়ের পাতা ওণ্টাচ্ছেন। পরে সেটিকে বন্ধ করে এবের দিকে তাকালেন।]

মেণ্টর : মুড্‌! আমাদের প্রত্যেকেরই অনেক রকম মুড্‌ অর্থাৎ কিনা মেজাজ আছে। দেখনা, এব, তোমার নিজেরই কতো রকমই না মেজাজ! এই মুড্‌ বা মেজাজের মারফতই মানুষের চরিত্র প্রকাশ পায়। ইংরেজী ভাষাও হচ্ছে মানুষের মতোই জীবন্ত—কখনো সে দারুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি, আবার কোনো সময় বা পরিষ্কার, সাদাসিধে। এখন বলত'—ইণ্ডিকেটিভ্‌ মুড্‌ কাকে বলে?

এব : খুব সহজ। এই মুডে কোনো কিছু প্রকাশ করে: যেমন—"সে ভালোবাসে", কিংবা প্রশ্নের আকারে—"সে কি ভালোবাসে?"

মেণ্টর : আচ্ছা, ইম্প্যারেটিভ মুড্‌?

এব : এতে আদেশ বোঝায়, যেমন—"বিদেয় হও, জাহান্নমে যাও"।

মেণ্টর : (হেসে) এইটেই বুঝি সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হোলো?

এব : আচ্ছা বেশ, তাহ'লে বাইবেলের ভাষায় বলতে পারা যায়, —"শান্তিতে থাক।"—এটাও ইম্প্যারেটিভ মুড্।

মেন্টর : হ্যাঁ, এটাও আদেশ। কিন্তু এটাকে বিনীত প্রার্থনা হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।

এব : যেমন, "আমাদের রোজকার রুটি আমাদের দাও।"

মেন্টর : (একটা খবরের কাগজের জন্যে হাত বাড়াতে বাড়াতে) এই লেখাটা তোমাকে পড়তে বলি। যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটে মিস্টার ওয়েবস্টার এই সুন্দর বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন। তিনি ইম্প্যারেটিভ (অনুজ্ঞাসূচক) মুড্ নিখুঁতভাবে ব্যবহার করেছিলেন।—এইখান থেকে পড়।

এব : (কাগজখানি নিয়ে আলোর দিকে ঝুঁকে পড়তে লাগল) "স্যার," সদস্যমশাই তাঁর গুরুগম্ভীর গলায় বলতে লাগলেন, "স্যার— যুক্তরাষ্ট্রকে পেরিয়ে আমি আমার দৃষ্টিকে প্রসারিত করিনি। যতক্ষণ যুক্তরাষ্ট্র টিঁকে আছে—"

মেন্টর : (বিরক্তভাবে) বাজারের ফর্দর মত ক'রে পড়না। ভাব যে, তুমি নিজেই বক্তৃতা দিচ্ছ—একটু প্রাণ দিয়ে পড়।

এব : (ধীরে ধীরে ভাব প্রকাশ করে পড়তে লাগল) "যতদিন যুক্তরাষ্ট্র থাকবে, ততদিন আমরা এবং আমাদের ছেলেপুলেরা সুখের মুখ দেখব। ঈশ্বর করুন, যেদিন আমি শেষবারের মত আকাশের সূর্য দেখব, সেদিন যেন আমাদের ভাইয়েদের রক্তে-ভেজা ছিন্নবিচ্ছিন্ন যুক্তরাষ্ট্রের ভাঙা টুকরোর ওপর তা না দেখতে হয়। আমার চোখ যেন আমার দেশের পতাকার বুক থেকে একটিও তারাকে হারিয়ে যেতে না দেখে। "স্বাধীনতা প্রথমে, পরে সংযুক্তি", এই বোকামির কথা যেন ওর ওপর লেখা না থাকে; যেন লেখা থাকে—"স্বাধীনতা এবং সংযুক্তি"......

মেন্টর : "এবং" কথাটা একটু জোর দিয়ে পড়।

এব : "স্বাধীনতা এবং সংযুক্তি"—এখন এবং সব সময়ে, এক এবং অবিভাজ্য!" (সে টেবিলের ওপর খবরের কাগজখানি রাখল) এ-কথা শুনে নিশ্চয় সকলে খুব হর্ষধ্বনি করেছিল!

মেণ্টর : কেউ কেউ আনন্দ প্রকাশ করেছিল, আবার কেউ বা গালমন্দ দিয়েছিল—যে যে-দলের লোক।

এব : কি সম্পর্কে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন?

মেণ্টর : যুক্তরাষ্ট্র থেকে কোনো রাজ্যের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকার নিয়ে আলোচনা চলছিল। হেইনী বলেছিলেন, ব্যক্তি হিসেবে যেমন আমাদের যা-ইচ্ছে করবার স্বাধীনতা আছে, রাজ্য হিসেবেও তেমনি আমাদের সমান স্বাধীনতা আছে। এর মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে, যুক্তরাষ্ট্রকে যদি আমরা পছন্দ না করি, তাহ'লে আমরা একে ত্যাগ ক'রে একটি নতুন জাতি গড়তে পারি—এর ফলে এই মহাদেশ একদিন ইওরোপের মতই ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু ওয়েবস্টার প্রমাণ করেছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র যদি না থাকে, তাহ'লে আমাদের স্বাধীনতাই থাকবেনা। এখন বল—পোটেন্‌শ্যাল মুড্‌ কাকে বলে?

এব : এটা হচ্ছে সম্ভাবনাসূচক।—বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অপ্রীতিকর ভাবের। যেমন, "যদি কখনও দেনা শোধ করতে পারি, বোধ হয় আবার তখনি—তাতেই জড়িয়ে পড়ব।"

মেণ্টর : (হেসে) ঐ উদাহরণটি কেন বেছে নিলে, এব?

এব : দেখুন, দোকানে আবার গোলমাল সুরু হয়েছে।—যে-কোনোদিন বন্ধ ক'রে দিতে হ'তে পারে। মনে হচ্ছে, আমি আমার বাবার ধাত্‌ পেয়েছি। একটা সোজা কাজ দিলেও আমি পারব না।

মেণ্টর : কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তো তুমি ব্যর্থ হওনি, এব। এখানকার সমাজের সকলেই তোমাকে পছন্দ করে—তুমি যাতে সফল হও, তার জন্যে সাহায্য করতে সকলেই প্রস্তুত।

এব : (কিছু তিক্ততার সঙ্গে) তা আমি জানি। এই ধরুন না, আপনি

হৃদয়বান ব'লেই না এত রাত পর্যন্ত বসে থেকে আমাকে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন। বিচারপতি গ্রীণ এবং আরও কয়েকজন, যাঁদের কাছে টাকা ধারি, তাঁরাই চাইছেন আমি যাতে পোস্ট মাস্টারের কাজটা নিই। অনেকেই আমার বন্ধু বটে, কিন্তু তাঁরা তো আমার ভাগ্যটাকে বদলে দিতে পারেন না। কিংবা এও হ'তে পারে যে, সবই আমার স্বভাবের দোষ।

মেন্টর: তোমার কি দরকার জান?—এই ছোট্ট শহর থেকে তোমার বেরিয়ে পড়া দরকার।

এব: আমিও যাব বলেই ভেবেছি। আমাদের বংশটাই যাযাবরের বংশ। আমার মনে পড়ে, আমি যখন ছোট্ট ছেলে ছিলুম, মাল-গাড়ীতে জিনিষপত্র তুলতুম, আবার নামাতুম, আবার কিছুদিন বাদে তুলতুম।

মেন্টর: তাহ'লে আর একবার মালপত্তর তোলো, এব। নতুন জগতে তোমার জন্যে একটা নতুন জায়গা খুঁজে নাও।

এব: দেখুন, সেথ্-গেল্ আর আমি—দু'জনে মিলে কোথাও—ধরুন ক্যানজাস্ কি নেব্রাস্কাতে—চ'লে যাবার জন্যে অনেক পরামর্শ করেছি। কিন্তু যেখানেই যাই না কেন,—সেই একই জিনিষের পুনরাবৃত্তি হবে—আরও বন্ধু, আরও দেনা!

মেন্টর: দেখ, এব, আমি একটা কথা মনে করিয়ে দি'—যারা আর কিছুই পারেনা, তাদের বেছে নেবার মতো দুটি রাস্তা আছে: এক স্কুল-মাস্টারী, আর দুই হচ্ছে রাজনীতি।

এব: তাহ'লে আমি স্কুল-মাস্টারীই বেছে নেব। রাজনীতিতে গেলে কোনো দিন হয়ত নির্বাচিত হ'তে পারা যায়। আর নির্বাচিত হ'লেই কোনো বড় শহরে যেতে হবে। আমি চাই না ওর কোনোটাই না।

মেন্টর: ভুল বললে। আমি তোমায় কি শিখিয়েছি?

এব: আমি বলতে চেয়েছিলুম, "আমি ওর কোনোটাই চাই না"।

মেন্টর : কিন্তু নগরে তোমার আপত্তি কেন, এব ? নগর কখনও দেখেছ ?

এব : নিশ্চয়। আমি নিউ অর্লিন্সে দু'বার গেছি। জানেন, সেখানে যতক্ষণ ছিলুম, তার প্রতি মিনিট আমার ভয়ে ভয়ে কেটেছে ? লোকজনকে আমার ভয় করত'।

মেন্টর : (হেসে) কেন ? তুমি কি ভাবতে, লোকেরা তোমার সোনা-দানা চুরি ক'রে নেবে ?

এব : (গম্ভীরভাবে) না, আমার মনে হ'ত, তারা আমায় মেরে ফেলবে।

মেন্টর : (সমান গম্ভীরভাবে) কেন ? তারা তোমাকে মেরে ফেলতে চাইবে কেন ?

এব : তা আমি বলতে পারি না।

মেন্টর : (একটু বাদে) তুমি মৃত্যু সম্বন্ধে খুব বেশী ভাব, তাই না ?

এব : আমাকে ভাবতে হয়েছে ; কারণ, সব সময়েই সে আমার খুব কাছাকাছি থাকে ব'লে মনে হয়। যখন আমি এই এতটুকু ছিলুম, তখন মা গেলেন মারা। মাকে যে-কফিনে ক'রে আমরা কবরস্থ করেছিলুম, সেটা তৈরী করতে আমার বাবাকে আমি সাহায্য করেছিলুম। আমার মাকে যেখানে কবর দেওয়া হয়েছিল, সেখানে আমি প্রায়ই যেতুম, আর দেখতুম, ছোট ছোট বুনো জন্তুরা তার ওপরে ছুটোছুটি করছে। এর পর আমি কখনও কোনো প্রাণী হত্যা করতে পারিনি। আমি সব সময়েই ঐ জন্তুগুলোর চাউনির সঙ্গে মানুষের চাউনির—ঐ নিউ অর্লিন্সের লোকেদের চাউনির মিল খুঁজেছি। দেখতে পেয়েছি, মানুষের হৃদয়ের মধ্যে খুন করবার প্রবৃত্তি লুকিয়ে আছে।

মেন্টর : (একটু থেমে) আশ্চর্য ! মানুষের প্রতি এতখানি বন্ধু ভাবাপন্ন, আবার সঙ্গে সঙ্গে এমন মানব দ্বেষী আমি আর কখনো দেখিনি।

এব : সে আবার কি ?

মেন্টর : মানব দ্বেষী হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে মানুষকে বিশ্বাস করে না এবং তার সঙ্গ থেকে দূরে থাকে।

এব : হয়ত আমি তাই।—দেখুন, আমি লোক ভালোবাসি, যখন তাদের ব্যক্তি হিসাবে দেখি। কিন্তু যেই তারা জনতায় পরিণত হয় কিংবা একটা সৈন্যদল, অমনি তাদের চেহারা আলাদা। কিন্তু —আপনাকে কাল স্কুলে পড়াতে হবে। আমি এখন যাই।......

মেন্টর : এক মিনিট দাঁড়াও। তোমাকে আর একটা জিনিষ দেখাব—একটা কবিতা। (একটা ইংরাজী সাময়িকপত্রে তিনি জায়গাটা খুঁজে বার করলেন) এই যে। এব, পড় এটা।

এব : (টেবিলের একটা কোনে বসে পড়তে লাগল) পরলোকগত জন কীট্‌সের লেখা, "মৃত্যুর প্রতি" :

"মৃত্যুরে বলিব নিদ্রা? স্বপ্নসম জীবন যখন?"

(বাকীটুকু সে নীরবে পড়ল ; তারপর মেন্টরের দিকে তাকাল) খুবই ভালো, মেন্টর। কবি বলছেন, আমাদের সুখের দিনগুলি উগ্র সুরাসারের মতই উবে যায়, তবু আমরা মৃত্যুকে চরম যন্ত্রণাদায়ক মনে করি। মানুষ পৃথিবীতে এত অসুখী, তবু আসলে যখন মৃত্যুই হচ্ছে জাগরণের নামান্তর, তখন মৃত্যুর চিন্তাতে পর্যন্ত মানুষ ভয় পায়, এটা কবির কাছে খুবই আশ্চর্য মনে হয়েছে। (একটু থেমে) সুন্দর!

(সে আবার মনে মনে কবিতাটি পড়তে লাগল।
পর্দা নেমে এল।)

[প্রথম দৃশ্য শেষ

প্রথম অঙ্ক—দ্বিতীয় দৃশ্য

[নিউ সালেম শহরে রাট্‌লেজ সরাইখানা। ৪ঠা জুলাইয়ের দুপুর।

সুন্দর একখানি বড় ঘর। ওয়াশিংটন থেকে সুরু ক'রে জ্যাকসন পর্যন্ত সমস্ত প্রেসিডেন্টের ছবি টাঙানো। পেছনের ডানদিকে সদর দরজাটি খোলা রয়েছে। বাঁ দিকের দরজা দিয়ে রান্নাঘরে যাওয়া যায়। আকাশে সূর্য জ্বলজ্বল্ করছে। ঘরের মধ্যে দু'টি টেবিল ও অনেকগুলি চেয়ার। ঘরের পেছন দিকে বসে আছে বৃদ্ধ বেন ম্যাট্‌লিং তার ছেঁড়া ইউনিফর্ম প'রে—ইংলণ্ডের সঙ্গে যে লড়াই হয়েছিল, তাতে সে ছিল একজন যোদ্ধা। বিচারপতি বাওলিং গ্রীণ এবং নিনিয়ান এডওয়ার্ডস ঘরে ঢুকলেন এবং তাঁদের পেছনেই এলেন জোশুয়া স্পীড। বাওলিং হচ্ছেন বৃদ্ধ, মোটাসোটা ও শান্ত প্রকৃতির ; নিনিয়ন অল্পবয়সী, লম্বা, সুপুরুষ এবং ধনী। জস্ খানিকটা চুপচাপ ধরণের, ভাবুক—তাঁর পরণে বেশ ভাল পোশাক।]

বাওলিং : (ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে) মিঃ এডওয়ার্ড, এই হচ্ছে রাট্‌লেজ সরাইখানা—একে ঠিক রাজপ্রাসাদ বলা চলে না।

নিনিয়ান : তা হোক, বিচারপতি গ্রীণ, এতেই চলবে—বিশেষ ক'রে যতক্ষণ পর্যন্ত হুইস্কি আছে।

জস্ : আমি যাই—এব্‌কে খুঁজে নিয়ে আসি।

নিনিয়ান : মনে থাকে যেন, জস্, সন্ধ্যের আগেই আমাদের স্প্রীংফিল্ডে ফিরে যেতে হবে।

[জস্ ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে।]

বাওলিং : (ম্যাটলিংকে লক্ষ্য ক'রে) বেন খুড়ো, নমস্কার।
নিনিয়ানকে) মিঃ এডওয়ার্ড, বসুন।

বেন : নমস্কার, বাওলিং।

(রান্নাঘর থেকে অ্যান বেরিয়ে এল)

অ্যান : কেমন আছেন, বিচারপতি গ্রীণ ?

বাওলিং : সুপ্রভাত, অ্যান। তোমার বাবার ভাঁড়ারের সেরা হুইস্কির একটি বোতল পেলে খুশী হব।

অ্যান : এখুনি আনছি। (বলেই চলে যাবার জন্য সে পা বাড়াল)

বেন : (তাকে থামিয়ে) আমাকেও আর এক পাত্র।

অ্যান : মিঃ ম্যাটলিং, আমাকে মাপ করবেন ; বাবা বলেছেন, আগেকার দাম না দিলে—

বেন : হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি জানি, তোমার বাবা কি বলেছেন—। কিন্তু যারা এই দেশটাকে গড়ল, সেই বুড়ো সৈনিকদের প্রতি দেশবাসীর কি একটু কৃতজ্ঞতাবোধও নেই ?

বাওলিং : অ্যান, ওঁকেও এক পাত্র মদ এনে দাও—আমিই দাম দেব।
(ট্রুম কগ্ড্যালের প্রবেশ। বয়েস হয়েছে, কড়া ধাতের লোক।)

বেন : (অনিচ্ছার সঙ্গে) একটা ধন্যবাদ দিতেই হ'ল, বিচারপতি।

ট্রুম : অ্যান, আমার জন্যে এক পাত্র পাতলা চা।

অ্যান : আনছি, মিঃ কগ্ড্যাল।

(অ্যান বেরিয়ে গেল। ট্রুম টেবিলের ধারে বসলেন।)

ট্রুম : মিঃ, এডওয়ার্ড, আমাদের শহর কেমন দেখলেন ?

নিনিয়ান : বেশ ভালোই দেখলুম, মিঃ কগ্ড্যাল। পাহাড়ের ওপরে বেশ সুন্দর পরিবেশ।

ট্রুম : পশ্চিমে যাবার পথের উপরেই আমাদের শহর,—কতকগুলো বদলোককে তাড়াতে পারলে আমরাও উন্নতি করব। —হ্যাঁ, নিশ্চয়ই উন্নতি করব।

লিলিয়ান : এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

(হুইস্কি ও চা নিয়ে অ্যানের প্রবেশ)

বাওলিং : ধন্যবাদ, অ্যান।

অ্যান : আজকের ডাক এসেছে ?

টুম : না ; আমিত' ওরই জন্যে অপেক্ষা করছি।

বাওলিং : তুমিও একখানা চিঠির অপেক্ষায় রয়েছ—না, অ্যান ?

অ্যান : না, না—আমাকে আবার কে চিঠি লিখতে যাবে ?

বাওলিং : চৌঠো জুলাই যে কি হবে, তা কেউই বলতে পারেনা।

(অ্যান হেসে রান্নাঘরে চলে গেল)

লিলিয়ান : ভারী সুশ্রী দেখতে মেয়েটাকে—ভাবতেও অবাক লাগে যে, কেউ ওকে বিয়ে করতে চায়নি।

বাওলিং : চেয়েছে। ম্যাক্‌নীল নামে একটি ছেলের কাছে বেচারা বাগ্‌দত্তা। ছেলেটি শীগ্‌গির ফিরে আসবে কথা দিয়ে শহর ছেড়ে চ'লে গেছে। সেই থেকে মেয়েটি তারই অপেক্ষায় রয়েছে। যাক সে-কথা। মিঃ এডওয়ার্ড, আপনার সময় অল্প ; তাই আপনি নিউ সালেম থেকে ঠিক কি চান, জানতে পারলে আমরা চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি—

লিলিয়ান : আমি কি চাই, তা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন—

টুম : বলা বাহুল্য, আপনি ভোট চান। প্রথমেই বলি, আপনি আমার ভোট পাবেন—অ্যাণ্ডি জ্যাক্‌সনকে হারাবার জন্যে আমি সব করতে পারি। (দেওয়ালে টাঙানো অ্যাণ্ড্র জ্যাক্‌সনের ছবির দিকে সে তার আঙুল উঁচোলো)

লিলিয়ান : আমি জোর গলায় বলতে পারি যে, আমি আমাদের প্রেসিডেন্টের একজন ভক্ত। কিন্তু যখন দেখি, তিনি আমাদের ব্যাঙ্কিং প্রথাকে ধ্বংস করতে চলছেন, আমাদের মুদ্রার ওপর থেকে আমাদের

আস্থা টলাতে চাইছেন, এমন কি আমাদের রাজ্যগুলিকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অবস্থায় এনে ফেলেছেন, তখন নিশ্চয়ই আমাদের তাঁকে আটকান উচিত।

বাওলিং : আরও দুটি বছর ভদ্রলোককে সহ্য করতে হবে—অবশ্য ততদিন যদি উনি বাঁচেন।

নিনিয়ান : কিন্তু এখনই আমরা ওঁর বন্ধুবর্গকে ইলিনয় রাজ্যের শাসন-পরিষদ থেকে হটিয়ে দিতে পারি। "রাজা অ্যাণ্ড জ্যাক্‌সনের" শেষ আমাদের দেখতেই হবে।
(জ্যাক আর্মস্ট্রং, ব্যাব, ফিয়ার্গাস এবং জ্যাম্প-এর প্রবেশ। এরা সকলেই সৎ প্রকৃতির, কিন্তু একটু কাঠখোট্টা ধরণের ; তাই শহরের লোকেরা এদের সম্বন্ধে তটস্থ—ভয় পায়।)

জ্যাক : (রান্নাঘরের দরজার কাছে যেয়ে) মিস্ রাট্‌লেজ !

অ্যান : (দরজার সামনে এসে) কি চাই, জ্যাক আর্মস্ট্রং ?

জ্যাক : মাপ করবেন, মিস্ রাট্‌লেজ,—আমাদের এক পিপে মদ দিতে হবে।

অ্যান : এখনি এখান থেকে চলে যাও—যাও—যাও বলছি—

জ্যাক : নেকড়ে বাঘের চেয়েও খারাপ আমরা, মদের জন্যে মরে যাচ্ছি। মিস্ অ্যানি, তোমার বুড়ো বাপকে যদি লোকসানের হাত থেকে বাঁচাতে চাও, তাহ'লে আমাদের হুইস্কি দিয়ে ধন্য কর। আমরা বুড়োর সম্পত্তি একটুও নষ্ট করবনা।
(অ্যান ভেতরে গেল)

ট্রুম : (নিনিয়নকে নিম্নস্বরে) এই খারাপ লোকগুলির কথাই আমি...

জ্যাক : বুড়ো ট্রুম কগ্‌ড্যাল, ফিসির ফিসির ক'রে কি বলা হচ্ছে— চৌঠো জুলাই তারিখে হাতে চায়ের কাপ নিয়ে ?

ব্যাব : জ্যাক, বুড়োকে ধ'রে বেশ ক'রে রগড়ে দিয়ে ওর পেটের ভেতর থেকে চা বার করে দেওয়া যাক।

জ্যাম্প: (চীৎকার ক'রে) লে আও মদ, অ্যানি

জ্যাক: আর তুমি বুড়ো ভুঁড়িদাস, বিচারপতি বাওলিং গ্রীণ—ধ'রে ধ'রে নিরীহ ভালো লোকদের জেলে পাঠাও—আর ঐ অচেনা ভদ্রলোকটি কে?—নিউ সালেমে তো এমন পরিপাটি পোশাকটি কেউ পরে না।

বাওলিং: জ্যাক, ইনি হচ্ছেন স্প্রীংফিল্ডের মিস্টার নিনিয়ান এডওয়ার্ডস্—দোহাই তোমার, একটু ঠাণ্ডা হও, আর গোলমালটা একটু কম কর।

জ্যাক: নিনিয়ান এড্ওয়ার্ডস্! ও বুঝেছি, গভর্ণরের ছেলে! ভালো, ভালো!

(নিনিয়ান ওকে অভিবাদন করলেন)

তাহ'লে আর অমন সাজগোজ হবেনা কেন? আমার তো মনে হয়, জনসাধারণের কাছ থেকে আদায়-করা টেক্সর টাকা থেকে আপনার বাবা যে-টাকা চুরি করেছেন, তা দিয়ে আপনি যে-কোনো সেরা জিনিষ কিনতে পারেন।—ঠিক কিনা, মিঃ এডওয়ার্ডস?

ব্যাব: ছিনিয়ে নি ওর কাছ থেকে, জ্যাক?

কিয়ার্গাস: হ্যাঁ জ্যাক, নি ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে। (একটু বাদে) দিই ধ'রে চাবকে ওকে, কি বল জ্যাক!

অ্যান: (চারটি গেলাস নিয়ে ঢুকে) জ্যাক আর্মস্ট্রং, এই নাও তোমাদের মদ—খেয়ে নিয়ে স'রে পড়।

জ্যাম্প: ও তোমাকে একটি পিপে আনতে বলেছিল।

কিয়ার্গাস: আহা, বেচারা অত ভারী বইবে কি ক'রে! আমি আনছি।

(এই বলে সে রান্নাঘরের ভেতরে চ'লে গেল)

অ্যান: (হতাশ ভাবে) গরীবকে বাঁচাতে পারে, এমন মানুষ কি এখানে একজনও নেই?

নিনিয়ান : (দাঁড়াতে চেষ্টা ক'রে) আমি আনক্লের সঙ্গে আমার যতদূর ক্ষমতা—

বাওলিং : (ওকে বাধা দিয়ে) আমি হলে সাবধান হতাম, মিঃ এডওয়ার্ডস্।

জ্যাক : হ্যাঁ, সেই ভালো, মিঃ এডওয়ার্ডস্। আপনিও সাবধান হন। বুড়োটার কথা শুনুন। ও আমাদের অনেক মারামারি করতে দেখেছে ; তাই ও বলতে পারবে যে, আপনার চোট লাগতে পারে। আমরা ওকে দেখিয়ে দেব, যে-লোক জনসাধারণের বন্ধু অ্যাণ্ডি জ্যাকসনের বিরুদ্ধে কথা কয়, তার আমরা কি করি।

(ফিয়ার্গাস মদের পিপে নিয়ে ফিরে এল)

বেন : হাঁ ভাই, ওঁকে মেরেই ফেল—আমাদের মধ্যে তোমরা ক'জনেইত' যথার্থ আমেরিকান।

নিনিয়ান : (উঠে দাঁড়িয়ে) আপনারা যদি অনুগ্রহ ক'রে বাইরে আসেন, আমি আপনাদের সঙ্গে লড়তে রাজী আছি।

জ্যাক : বহুত আচ্ছা ! আমরা আপনাকে একেবারে মেরে ফেলব না, মাত্র আপনার হাড় ক'খানা গুঁড়িয়ে দেব। মাস কয়েক বাদে আপনি একেবারে নতুন লোক বনে যাবেন। ফিয়ার্গাস, পিপেটা নিয়ে চল।

(ওরা বেরিয়ে যাবে, এমন সময়ে এব-কে দরজার মুখে দেখা গেল। ওর সাজগোজ আগেকার থেকে একটু ভালো। ওর হাতে চিঠিপত্তর। ও পোস্টপিওনের কাজ করছে। ওর পেছনেই ঢুকল জস্ স্পীড।)

এব : চিঠি এসেছে। এই যে, জ্যাক ! তোমরাও রয়েছ যে ! মিস্ অ্যান, আপনার একখানি চিঠি। (অ্যানের প্রতি তার আচরণ অত্যন্ত সম্ভ্রমপূর্ণ)

অ্যান : ধন্যবাদ, এব। (চিঠিটি নিয়েই সে দৌড়ে ভেতরে চলে গেল)

বেন : এব, এখুনি লড়াই হবে।

নিনিয়ান : (জ্যাককে) আসতে হয় ত' আসুন।

জ্যাক : এস, ভাই সব, ঠিক আছে।

এব : মারামারি ? কারা—কেন ?

জ্যাক : এব, ইনি হচ্ছেন নিনিয়ান এড্‌ওয়ার্ডসের ছেলে—অ্যাণ্ডি জ্যাক্‌সনের শত্রু—স্প্রীংফিল্ড থেকে এসেছেন মারামারি করবার জন্তে—কাজেই ওঁর বাসনা চরিতার্থ ক'রে আমি ধন্ত হব। (এব নিনিয়ানের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল)

এব : ভাই সব, একটু ধৈর্য ধর। জ্যাক, তুমি নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি আজকের দিনটা কি ?

জ্যাক : না, আমি ভুলিনি। কিন্তু আমার বিবেচনায়, অন্ত যে-কোন দিনের মত আজকেও রাজনীতিকদের ধোলাই দেওয়া যায়।

এব : (উল্লসিতভাবে) ভালো ; মারামারিই যদি করতে চাও, জ্যাক, আমার সঙ্গে মারামারি করতে পার। এই শহরের পোস্টমাস্টার হিসেবে আমি নিজেও একজন রাজনীতিক।
(সে জ্যাককে ধাক্কা মেরে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে নিনিয়ানের দিকে ফিরল)
আর আপনার সম্বন্ধে আমি—আমি আপনার মতো সাহসী লোকের সঙ্গে করমর্দন করতে চাই।—আমার নাম লিঙ্কন।

নিনিয়ান : (এবের সঙ্গে করমর্দন ক'রে) মিঃ লিঙ্কন, আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে আমি খুবই খুশী হয়েছি।

এব : হওয়াই উচিত, কেননা খুব সময়ে আমি এখানে হাজির হয়েছি। ওহো, বাওলিং, তোমার খানকয়েক চিঠি আছে ; আর টুম, এই নাও তোমার খবরের কাগজ।

জ্যাক : দেখ, এব, এখানে নাক গলাতে এসনা।—এটা আমাদের ব্যক্তিগত বিষয়......

এব : এই শহরের সব জিনিষেই আমি নাক গলাতে পারি, জ্যাক। আর সত্যি কথা বলতে কি, এইটাই আমার এখন একমাত্র কাজ।

(টুমের দিকে ফিরে)

টুম, কাগজটায় তোমার যদি খুব দরকার না থাকে, আমায় একটু পড়তে দাও।

টুম : নিশ্চয়, নিশ্চয়! এই নাও, এব।

(কাগজটা এব-কে দিল)

এব : ধন্যবাদ!

(একটি চেয়ারের দিকে যেতে যেতে কাগজখানিকে সে খুলতে লাগল। জ্যাক প্রথমটা তাকে লক্ষ্য করল, পরে হেসে উঠল)

জ্যাক : (নিনিয়ানকে) ভালো, ভালো, এব লিঙ্কন তোমাকে বাঁচিয়ে দিল। ও হচ্ছে আমার বন্ধু; কাজেই ওর পরামর্শ আমায় শুনতেই হবে।

এব : (বসতে বসতে) এবং এও একটা কারণ যে, আমিই এখানে এক মাত্র লোক, যাকে ধোলাই দেবার ক্ষমতা তোমার নেই।

জ্যাক : (এবের কাছে গিয়ে) এব, আমি চললুম। কিন্তু আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি—তুমি আর বোকার মত পড়বে না—দিন নেই, দুপুর নেই, রাত নেই—খালি পড়া, পড়া, আর পড়া!—এতে তুমি নরম হয়ে যাবে। তোমায় আমি ধোলাই লাগাতে চাই না।

(সে হেসে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল)

মিঃ এড্ওয়ার্ডস্, আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমি খুশী হয়েছি। কিন্তু বিষ ছড়াবার জন্যে এ-এলাকায় আর আসবেন না।

(সে বেরিয়ে গেল। ব্যাব এবং জ্যাম্প তাকে অনুসরণ করল। ফিয়ার্গাস পিপেটাকে তুলে নিয়ে ওদের পেছু পেছু চলতে সুরু করল)

নিনিয়ান : (জ্যাককে) আমিও খুব খুশী হলুম।

এব : ফিয়ার্গাস, এ পিপেটি কোথা থেকে পেয়েছ ?

ফিয়ার্গাস : (ইতস্তত ক'রে) জ্যাক আমাকে নিতে বলেছিল, সেইজন্যে আমি......

এব : বেশ করেছ—এখন নামিয়ে রাখ। সেথ্-গেলের সঙ্গে দেখা হ'লে তাকে বোলো, তার নামে একখানা চিঠি আছে।

ফিয়ার্গাস : আচ্ছা, বলব, এব।

(সে পিপেটি নামিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল)

নিনিয়ান : মিঃ লিঙ্কন, আমি আপনার কাছে অত্যন্ত ঋণী।

এব : ও কিছু নয়, মিঃ এডওয়ার্ডস্।

নিনিয়ান : আমাদের সঙ্গে এক পাত্র খাবেন না ?

এব : আজ্ঞে না, মাপ করবেন।

(এব খবরের কাগজ পড়তে লাগল। বাওলিং গেলাসে মদ ঢালতে সুরু করল)

বাওলিং : আমি আর এক পাত্র খাব। এখন আর বলতে দোষ নেই, আমি এখনও কাঁপছি।

(সে নিনিয়ানকে একটা পাত্র দিয়ে নিজে খেতে সুরু করল)

টুম : বুঝলেন, মিঃ এডওয়ার্ডস, ঐ ধরণের লোকই আমাদের শহরকে এগুতে দিচ্ছে না।

নিনিয়ান : এ ধরণের জীব আজকাল সব জায়গাতেই আছে।

জস্ : এব, কাগজখানাকে রাখ ; তোমার সঙ্গে আমাদের কথা আছে।

এব : আমার সঙ্গে ? কি সম্পর্কে ?

(সে কৌতূহলী দৃষ্টিতে জস্, বাওলিং এবং নিনিয়ানের দিকে তাকাল)

জস্ : এব, রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে দাঁড়াতে চাও ?

এব : কবে ?

জস্ : এইবারই—আগামী শরৎকালের নির্বাচনে।

এব : কেন ?

লিলিয়ান : মিঃ লিঙ্কন, আমি আপনাকে কয়েক মিনিটমাত্র জেনেছি। কিন্তু তাতেই আমি জস্ স্পীডের সঙ্গে একমত যে, আপনার মত লোককেই আমাদের দরকার।

এব : জস্, মতলবটা বুঝি তোমার ?

জস্ : (হেসে) দেখ এব, জনসাধারণ তোমাকে চায়।

ট্রুম : বাওলিং, এ সম্বন্ধে তোমার মত কি ?

বাওলিং : আমার তো মনে হয়, মতলবটা খুবই ভালো। কেন, এব—যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া, টেক্সাস, জাতীয় ব্যাঙ্কের গোলমাল, দাস-প্রথা——এই সব বিষয়ের ওপর তোমার বক্তৃতা শুনতে পাওয়া যাবে—সে যে কি মজাই না হবে; জীবনে আমরা কখনও এমন মজা উপভোগ করতে পাইনি।

এব : (উঠে দাঁড়িয়ে) আচ্ছা, এ বিষয়ে আমার মতামত কি, তাতো তোমরা কেউ জানতে চাইছ না।

জস্ : (হেসে) বেশ,—আমিই জিজ্ঞেস করছি।

এব : (একটু থেমে) ব্যাপারটা খুব মজারই লাগছে—আর, প্রথম চিন্তাতে আমার মনে হচ্ছে—এটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারই নয়।

বাওলিং : এব, ভুলে যেওনা, নির্বাচিত হ'লে তোমার মাইনে হবে রোজ পুরো তিনটি ডলার।

এব : টাকাটা মন্দ নয়। বাওলিং, তোমার কাছে আমি অনেক ধারি। ধর, আমি যদি বিশ বছর তোমাদের প্রতিনিধি থাকতে পাই, তাহলে আমি তোমাকে—দাঁড়াও, হিসেব ক'রে নিই—হ্যাঁ, তোমাকে আমি রোজ আড়াই ডলার করে শোধ দিতে পারব।

(আঙুলে ক'রে হিসেব করতে করতে বলছে)

বাওলিং : এব, আমি কিন্তু তোমার দেনার কথা ভাবছি না।

এব : তা আমি জানি, বাওলিং। কিন্তু দেনা তো আমাকে শুধতেই হবে। হুইগ্ পার্টির যথেষ্ট টাকার জোর আছে, আর ঈশ্বর ন্যাশনাল ব্যাঙ্ককে টিঁকিয়ে রাখুন—কি বলেন, মিঃ এড্ওয়ার্ডস্?

নিনিয়ান : আজ্ঞে, হ্যাঁ, তা আর বলতে!

এব : তাই যদি হয়, তাহ'লে যে-লোকের পনেরো শো ডলার দেনা আছে, তাঁকে নির্বাচনে প্রার্থী দাঁড় করানো খুব শোভন হবে কি?

বাওলিং : (নিনিয়ানকে) এখানে এই দেনা সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। এব-এর ব্যবসাটি কেন ফেল পড়ে জানেন?—ওর অংশীদার ওর দোকানের তামাম পানীয়—অর্থাৎ সমস্ত হুইস্কি সাবাড় করেছিল ব'লে দোকানের সমস্ত দেনাটিই এব নিজের ঘাড়ে নিয়েছে। আর সেই জন্যেই আমাদের এখানকার সকলেরই এবের সম্বন্ধে এত উঁচু ধারণা।

নিনিয়ান : আপনাদের সঙ্গে আমিও একমত।

এব : আমার সম্বন্ধে এত ভালো ভালো কথা বলবার জন্যে আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ। কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি, খুব উচ্ছ্বসিত হবেন না আমার ব্যাপারে; তাহ'লে আমি হয়ত' মনে করতে পারি, দৈনিক তিন ডলারের চেয়ে আমার দাম বেশী।

জস্ : নির্বাচনে জিততে পারলে তুমি একটা ভালো লাইব্রেরীতে পড়বার সুযোগ পাবে; আর তা' ছাড়া আমাদের রাজ্যের সেরা আইনজ্ঞদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারবে।

এব : কিন্তু সেরা আইনজ্ঞরা আমার সঙ্গে মেলামেশা পছন্দ নাও করতে পারেন।

নিনিয়ান : ও নিয়ে শুধু শুধু মাথা ঘামাবেন না। আমি আপনাকে কাজের মধ্যে দেখেছি। কি ক'রে লোকেদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়, তা আপনি ভালো ভাবেই জানেন।

এব : তা' জানি বটে—যখন তাদের চাবুক মারতে হয়। কিন্তু তাই ব'লে তো ভোটদাতাদের সঙ্গে মারামারি ক'রে বেড়াতে পারব না। তা' ছাড়া—আমার রাজনৈতিক মতামত আপনাদের সঙ্গে যে মিলবেই সেটা জানলেন কেমন ক'রে ?

নিনিয়ান : মিঃ লিঙ্কন, জানিনা আপনার রাজনৈতিক মতামত কি ? আমরা চাইছি রক্ষণশীল লোক, যাঁরা এই দেশটাকে প্রাথমিক আইনকানুনের মধ্যে ফিরিয়ে আনবেন।

এব : অবশ্য আমাকে আপনি রক্ষণশীলই বলতে পারেন। প্রগতির জন্যে কোনো রকম আন্দোলন স্বরু করা আমার দ্বারা হবে না। মুখ খুলতে আমি ভয়ই পাই।

জস্ : (হেসে) নিনিয়ান, আমি তোমাকে বলেছিলুম, আমরা যেমনটি খুঁজছি, ও হচ্ছে একেবারে সেই ধরণের লোক।

(নিনিয়ানও হেসে দাঁড়িয়ে উঠল এবং এবের দিকে এগিয়ে গেল)

নিনিয়ান : মিঃ লিঙ্কন, দেখুন, একটা গল্প রটেছে যে, বিশেষ সুবিধাভোগী লোকদের নিয়েই আমাদের দলটা গ'ড়ে উঠেছে। সেইজন্যে আমরা সাধারণ লোকের ভেতর থেকে প্রতিনিধি দাঁড় করাতে চাইছি। পোস্টমাস্টার হিসেবে চিঠি বিলি করবার সময় আপনি অনায়াসেই বক্তৃতা দিতে পারেন, কিংবা আমরা আপনাকে যে-সব প্রচার-পুস্তিকা দেব, তাও বিলোতে পারেন।

এব : এক প্রস্থ ভাল স্যুটও কিনে দেবেন ত' ? দুদিন বাদে নির্বাচনে দাঁড়াতে যাচ্ছি, আমার একেবারে সাদামাটা দেখানো ভালো নয়।

নিনিয়ান : (হেসে) মনে হয়, ওটাও দিতে পারা যাবে,—কি বলেন জজ সাহেব ?

বাওলিং : আমারও তাই মনে হয়।

নিনিয়ান : (তাৎপর্যপূর্ণভাবে জোরের সঙ্গে) কাজেই, এ সম্বন্ধে একটু চিন্তা করবেন, মিঃ লিঙ্কন, এবং যে-জাত দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকে

ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে, তার মধ্যে এক ধাপ উঁচুতে ওঠার মানে কি, তাও বিবেচনা করে দেখতে বলি। —আমরা একটি মহাদেশে পরিণত হতে চলেছি, মিঃ লিঙ্কন—এবং আমরা যা চাই, তা হচ্ছে মানুষ। (নিজের হাতঘড়ি দেখে) কিন্তু এইবার আমাকে মাপ করতে হবে—আজই সন্ধ্যের সময় আমাকে স্প্রীংফিল্ডে পৌঁছুতে হবে। কাজেই আমি চলি, মিঃ লিঙ্কন—নমস্কার।

এব : নমস্কার, মিঃ এডওয়ার্ডস্। —আপনার প্রচার জয়যুক্ত হোক।

নিনিয়ান : ঠিক ওই কথাই আমি আপনাকেও বলি।

(জস্ এবং বেন ম্যাটলিং ছাড়া আর সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত)

বাওলিং : (যেতে যেতে) আমি তোমার সঙ্গে পরে দেখা করব, এব। অ্যান্‌কে বোলো, আমি ফিরে এসে মদের দাম চুকিয়ে দেব।

। : বলব, বাওলিং।

(বাওলিং বেরিয়ে গেল। একটু বাদে এব জসের দিকে ফিরল)

এব : জস্, তুমি আমায় অবাক করলে। আমি ভাবতুম, তুমি আমার বন্ধু।

জস্ : আমি জানি, এব, তুমি এসব পছন্দ কর না। কিন্তু—পছন্দ কর আর নাই কর—তোমাকে বড় হ'তেই হবে ; আর এই হচ্ছে একটু গণ্যমান্য হবার একটা সুযোগ।

এব : কিন্তু আমি কি গণ্যমান্য হতে চাই ?

জস্ : তুমি হয়ত' অস্বীকার করবে, কিন্তু এব, তোমার ভেতর একটু অহমিকা আছে ; আর এই অহমিকার জন্যে একটু খোরাক দরকার। কাজেই, আমাদের প্রস্তাব যদি স্বীকার কর, তাহ'লে আমার ত' মনে হয় না, এই ব্যাপার কোনোদিন তোমার দুঃখের কারণ হবে, বা তুমি কোনো দিন মনে করবে, আমি তোমার কোনো অনিষ্ট করেছি।

এব : (হেসে) না, না আমি তোমার ওপর রাগ করবনা, জস্।

(সে এগিয়ে গেল এবং দরজার বাইরে তাকাল)

কিন্তু ঐ নিনিয়ান এডওয়ার্ডস্—সে হচ্ছে বড়লোক, শিক্ষিত। রাজনীতি তার কাছে একটা খেলার সামিল। তার মত খেলা খেলতে পারলে আমিও হয়ত' ঐ জিনিষই পছন্দ করতুম। কিন্তু আইন পড়বার পর এবং—বাইবেলকে সামনে রেখে—এই কথাই কি মনে হয় না যে, আমাদের গভর্ণমেণ্ট চালানোর ব্যাপারে হুইগ্-পার্টিকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করার চেয়েও বেশী দরকারী কিছু কাজ আছে?

(অল্পবয়সী এবং শক্তিশালী সেথ্-গেলের প্রবেশ)

সেথ : এব, ফিয়ার্গাস বলছিল, আমার নামে নাকি একখানা চিঠি আছে?

এব : (চিঠির থলি থেকে খুঁজতে খুঁজতে) হ্যাঁ আছে—

সেথ : এই যে, মিস্টার স্পীড!

জস্ : কেমন আছেন, মিস্টার গেল্?

এব : এই নাও, সেথ।

(সেথ ব'সে প'ড়ে চিঠি পড়তে সুরু করে দিল)

জস্ : হপ্তাখানেকের মধ্যেই আমি আবার এখানে আসব।

এব : তখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে, জস্

(জস্ বেরিয়ে গেল। এব ব'সে খবরের কাগজটি তুলে নিল। বেন দাঁড়িয়ে উঠে স্খলিত পদে এব-এর দিকে এগিয়ে এল)

বেন : (রাগত ভাবে) এব, তুমি কি ওদের হয়ে নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছ?

এব : এ সম্বন্ধে আমি এখনও চিন্তা করবার অবসর পাইনি।

বেন : এখনি ওরা যেন তোমাকে দলে না পায়। দোহাই, ওরা যেন তোমাকে ভাল স্যুট পরাতে না পারে—এদেশে ওটা তো শয়তানের পোশাক! এব লিঙ্কন, তুমি একজন সাচ্চা লোক—ওরা তোমাকে জাহান্নামে দেবে, যেমন সারা যুক্তরাষ্ট্রকে ওরা রসাতলে পাঠিয়েছে!!

তাকিয়ে দেখ, ওয়াশিংটনের দিকে, জেফারসনের পানে, জন অ্যাডামসের দিকে (সে দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলোর দিকে আঙুল তুলে দেখাল)—আজ এঁরা কোথায়? আজ এঁরা নেই —এবং এঁরা যা-কিছুর জন্যে লড়েছিলেন এবং যা কিছু পেয়েছিলেন, তাও আজ নেই—এঁদের সঙ্গে সঙ্গেই সে-সব চ'লে গেছে।
(অ্যান টেবিল পরিষ্কার করবার জন্যে এল—এব তার দিকে তাকাল)

সত্যি বলতে কি—আমরা সবাই যদি ক্রীতদাস হতুম, তাহ'লে এর থেকে ভালো থাকতুম। তারা অসুখে পড়লে কিংবা বুড়ো হলে যত্নআত্যি পায়।

(অ্যান ভেতরে চলে গেল)

কিন্তু তুমি এসব ব্যাপার গ্রাহ্যের মধ্যেই আনোনা,—তুমি আমার কথা শুনছই না—

(সে আস্তে আস্তে দরজার দিকে চলতে সুরু করল)

এব: বেন, আমি তোমার কথা নিশ্চয়ই শুনছি।

বেন: না, তুমি শুনছনা। আমি জানি, স্বাধীনতার মৃতদেহকে যে-সব নেকড়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খাচ্ছে, তুমি তাদেরই দলে যোগ দিতে যাচ্ছ।

(সে বেরিয়ে গেল)

এব: এ নিয়ে মাথা ঘামিও না। আমি যাচ্ছি না।
(অ্যান ভেতরে ঢুকে আবার টেবিলের দিকে গেল। তাকে দেখে অত্যন্ত চুপচাপ মনে হচ্ছে)

এব: বাওলিং গ্রীণ বলেছেন যে, তিনি ফিরে এসে তোমার যা পাওনা, তা দিয়ে দেবেন।

অ্যান: (সংক্ষেপে) ঠিক আছে।
(সে গেলাসগুলিকে বাইরে নিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়াল। এব লাফিয়ে উঠে তাকে সাহায্য করতে গেল)

এব : অ্যান, দাও—আমি ওগুলো নিয়ে যাচ্ছি।

অ্যান : (বিরক্তভাবে) না, ছাড়—আমিই নিয়ে যেতে পারব।

(সে চলে যেতে পা বাড়াল)

এব : অ্যান, যদি কিছু মনে না কর—

অ্যান : কি ?

এব : আমি—আমি তোমার সঙ্গে দুটো কথা কইতে চাই।

অ্যান : বেশ, আমি ফিরে আসছি।

(সে চলে গেল। সেথ তার চিঠি পড়া শেষ করেছে। সে এবের দিকে এগিয়ে এল। এব পরবর্তী কথাবার্তার সময় সারাক্ষণ রান্নাঘরের দিকে চোখ রাখল)

সেথ : এব...এব—মেরীল্যাণ্ড থেকে আমার বাড়ীর লোকেরা আমাকে চিঠি দিয়েছে। তার মানে—আমার মনে হচ্ছে, নেব্রাস্কা প্রদেশে যাবার যে স্বপ্ন দেখছিলুম, তা ভুলে যেতে হবে। আমার বাবার অসুখ করেছে।

এব : শুনে দুঃখিত হলুম।

সেথ : আমারও খুব দুঃখ হচ্ছে। ওরা আমাকে ফিরে গিয়ে চাষ-আবাদ করতে বলছে। অথচ আমার পশ্চিমাঞ্চলে যাবার খুবই ইচ্ছে ছিল। তার ওপর যেটা সবচেয়ে দুঃখের কথা—তুমিও আমারই ওপর ভরসা করছিলে।

এব : (তখনও রান্নাঘরের দিকে চেয়ে) ও সম্বন্ধে কিছু ভেবনা, সেথ।

(অ্যান ফিরে এল)

সেথ : হ্যাঁ, গতস্য শোচনা নাস্তি। যাবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে যাব, এব।

(সে চলে গেল। এব অ্যানের দিকে তাকাল; অ্যানও এবের দিকে)

অ্যান : কি বলবে বলছিলে, এব ?

এব : (দাঁড়িয়ে উঠে) আমার কেমন যেন মনে হ'ল, নিউইয়র্ক স্টেট থেকে তুমি যে-চিঠিখানা পেয়েছ, সেই সম্পর্কে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও ।

অ্যান : (তীক্ষ্ণস্বরে) সে চিঠি সম্বন্ধে তুমি কি জান ?

এব : আমি হচ্ছি পোস্টমাস্টার। লোকের ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমার যতটুকু জানা উচিত, তার থেকে হয়ত কিছু বেশীই জানি আমি। আমি মিস্টার ম্যাক্‌নীলের হাতের লেখা চিনি। এবং তোমার মুখের ভাব দেখে বুঝলুম, তুমি যে খারাপ খবরের ভয় করছিলে, তাই এসে গেছে।

অ্যান : (রাগতভাবে) এব, চিঠিতে যাই থাকুক না কেন, তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার দেখিনা।

এব : তা আমি জানি, অ্যান। কিন্তু তুমি কাঁদছিলে—ও আমি সইতে পারি না। তোমার সম্বন্ধে আমি অনেক চিন্তা করি, কিন্তু সে সব কথা তোমার শোনার দরকার নেই। খালি, তুমি যখন কোনো বিষয়ে অসুখী, তখন কারুকে তোমার দুঃখের কথা শোনাতে পারলে খানিকটা সান্ত্বনা পাবে,—আর ঈশ্বরের দিব্যি, আমার কানে কথা ঢোকবার পর তা আর বেরুবে না, এটা তুমি জেন।

অ্যান : (তার মনটা নরম হয়ে এল) তুমি খুব ভালো লোক, এব লিঙ্কন। (সে বসল!)

এব : আমি সাদাসিধে লোক। আমার সার্টের ঝুল খাট, বসতে পর্যন্ত পারা যায় না।

অ্যান : (হেসে) যা হোক এব, এইখানে আমার পাশে বস।

এব : সানন্দে।

(সে তার দিকে এগিয়ে এল এবং তার কাছে বসল)

অ্যান : লোককে হাসাবার জন্যে তোমার মুখে কথা জুগিয়েই আছে, তাই না ?

এব : দেখ, আমার কিছু বলবারও দরকার নেই। হাসতে হ'লে আমার দিকে একবার তাকানোই যথেষ্ট।

অ্যান : চিঠি সম্বন্ধে যা বলেছ তা ঠিকই, এব। মিস্টার ম্যাক্‌লীন কবে যে আবার নিউ সালেমে ফিরে আসতে পারবেন, তা তিনি নিজেই জানেন না। এই কথায় হয়ত তিনি বোঝাতে চাইছেন যে, আর কখনই ফিরবেন না। হয়ত ভাবছ, তাঁর বাগ্‌দত্তা হয়ে আমি বোকামিই করেছি।

এব : না, আমি তা মনে করি না। ভদ্রলোক খুবই কেতাদুরস্ত এবং দেখতেও সুপুরুষ—আমি—আমি কোনো মেয়েকেই দোষ দেব না, যদি সে তাঁর প্রেমে পড়ে।

অ্যান : (তাড়াতাড়ি) কিন্তু আমি তাঁকে ভালোবাসিনি, এব।

এব : ওঃ, তাই যদি হয়, তাহলে আর দুঃখ করবার কি আছে ?

অ্যান : এব, মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার কোনো অভিজ্ঞতা আছে ব'লে আমি মনে করি না। তোমার শক্তি আছে ব'লেই দুর্বল প্রকৃতির লোকের মনোভাব তোমার জানবার কথা নয়। সারা শহরের লোক বলবে, তিনি আমাকে ত্যাগ করেছেন। সামনে তারা আমার প্রতি খুবই সহানুভূতি দেখাবে, কিন্তু পেছনে তারা আমায় উপহাস করবে।

(সে উঠে দাঁড়াল এবং এবকে অতিক্রম ক'রে ডান দিকে গেল)

আমি জানি, এটা আমার নিছক দুর্বলতা। কিন্তু এ এমনই জিনিষ, যা তুমি বুঝতে পারবে না।

এব : এমনও ত' হতে পারে যে, আমি এটা বুঝতে পারি, অ্যান ? জস্‌ স্পীড ব'লে গেল, আমি নাকি দেমাকে—কথাটা ঠিক—এই দেমাকই আমাকে তোমার কাছে আমার মনের কথা বলতে দেয়নি।

(অ্যান সবিস্ময়ে ফিরে দাঁড়াল এবং তার দিকে তাকাল)

তুমি জান, আমিও চাই না যে, কেউ আমাকে পরিহাস করে। আমি জানি, আমি কেমন দেখতে—এবং এও আমি জানি, কোনো মেয়েকে ভালোবাসলে তাকে দেবার মত আমার কিচ্ছু নেই।

অ্যান: এব, তুমি কি বলতে চাইছ যে, তুমি আমাকে ভালোবাস?

এব: (গম্ভীরভাবে) হ্যাঁ—তাইই আমি বলছি।
(সে দাঁড়িয়ে উঠে তার মুখোমুখি দাঁড়াল—অ্যান তার চোখের পানে তাকাল)
বহুদিন থেকেই আমি তোমাকে ভালোবাসি—সমস্ত হৃদয় দিয়েই। দেখ অ্যান, তুমি সত্যিই একটি চমৎকার মেয়ে। তোমার বুদ্ধি আছে, সাহস আছে। দেখতেও তুমি খুব সুন্দর। কিন্তু, এ নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই, অ্যান। আমি কথাটার উল্লেখ করলুম শুধু এই কারণে যে, তুমি যদি আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়ে আমাকে ধন্য কর, তাহ'লে লোকের মুখ বন্ধ হবে। তারা ভাববে, আর কারুর জন্যে তুমিই বুঝি ম্যাক্‌নীলকে ত্যাগ করেছ—হয়ত' আমারই জন্যে।

অ্যান: (সমান গম্ভীরভাবে) তোমাকে আমি যে রকম জানতাম, এব, তাতে তোমার সম্বন্ধে আমার উচ্চ ধারণাই ছিল। কিন্তু—তোমার আমার মধ্যে প্রেম—!—আমি এখুনি বলতে পারছিনা, সেটা কেমন হবে—মনে হচ্ছে, তুমি যেন আমার কাছে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক; তোমাকে যেন আমি এই প্রথম দেখছি।

এব: (শান্তভাবে) আমার সম্বন্ধে তোমার মনে কোন রকম অনুভূতি জাগবে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবি না।

অ্যান: আমি জানি, এব। তোমার যথাসর্বস্ব তুমি দিতে প্রস্তুত, কিন্তু বিনিময়ে কিছু চাওনা। যদি কখনও তোমায় ভালোবাসতে পারি, আমি অত্যন্ত খুশীই হব; এ-রকম একজন সরল ও সৎ লোককে ভালোবেসে নিজেকে ভাগ্যবতীই মনে করব।...তুমি—তুমি শুধু আমায় একটু ভাবতে সময় দাও।

এব : (নিজের চোখকানকে বিশ্বাস করতে না পেরে) তার মানে, তুমি বলতে চাও—কিছুটা সময় পেলে—তোমার প্রতি আমার যে মনোভাব, সেই রকম একটা কিছু তোমার মনেও উদয় হ'তে পারে ?

অ্যান : (সস্নেহে) আমি জানিনা, এব। (তার বাহু স্পর্শ করে) কিন্তু এইটুকু আমি জানি, তুমি যে-কোনো লোকের মন ভরিয়ে দিতে পার।

(এব অ্যানের হাত নিজের মুঠোর মধ্যে নিল)

এব : অ্যান, ওরা যে-কথা বলে—যে এ-দেশে সকলের জন্যে সমান সুযোগ—সে-কথা আমি সব সময়েই মনে প্রাণে বিশ্বাস করবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু পারিনি ; যেমন পারিনি, সকল লোককেই ভগবান তাঁর নিজের মতো করে গড়েছেন, এ-কথা মেনে নিতে। কিন্তু অ্যান, যদি কোনো দিন তুমি আমার হও, তাহ'লে ভালো ভালো পড়া বইয়ে এতদিন ধ'রে যে সব আশ্চর্য আশ্চর্য কথা পড়েছি, তার প্রত্যেকটা জিনিষেই আমি বিশ্বাস করব—প্রত্যেকটা জিনিষেই।

(দু'জনেই কিছুক্ষণ নীরব। তারপর অ্যান তার কাছ থেকে স'রে গেল)

অবশ্য যতদিন না আমি বুঝতে পারছি, তোমাকে পাবার অধিকার আমার জন্মেছে, ততদিন আমি তোমার কাছ থেকে জবাব চাইনা।

(চিঠির থলি তুলে নিয়ে সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল)

অ্যান : কোথায় যাচ্ছ, এব ?

এব : আমি বাওলিং গ্রীণকে খুঁজতে যাচ্ছি—তাকে একটা চমৎকার তামাশার কথা বলতে হবে। (সে হাসল)

অ্যান : তামাশা ? কি নিয়ে ?

এব : আমি তাকে বলতে যাচ্ছি যে, ইলিনয়ের রাজ্যসভায় আমি নির্বাচনপ্রার্থী।

(সে চলে গেল)

[**দ্বিতীয় দৃশ্য শেষ।**]

প্রথম অঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্য

[নিউ সালেমের কাছে বাওলিং গ্রাণের বাড়ী। সময় দ্বিতীয় দৃশ্যের বছর খানেক পরে,—সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। বাইরে ঝড় বইছে।

ঘরটি ছোট, কিন্তু বেশ স্বাচ্ছন্দপূর্ণ; দেওয়ালগুলি ঘেঁষে রয়েছে বইয়ের সারি, আর পারিবারিক চিত্র। ঘরের মধ্যস্থলে একটি টেবিলের ওপর একটি আলো জ্বলছে; টেবিলের দু'ধারে চেয়ার, আর বাঁদিকে একটি কোচ রয়েছে। সামনের দরজার গায়ে একটি বন্দুক দাঁড় করানো আছে।

বাওলিং তাঁর স্ত্রী ন্যান্সিকে কি একটা জিনিষ চেঁচিয়ে প'ড়ে শোনাচ্ছেন—ন্যান্সি সেলাই করতে করতে তাই শুনছেন।]

ন্যান্সি : (হেসে)

থামলে কেন? পড়ে যাও, বাওলিং। নায়ককে ঠিক তোমার মতোই লাগছে।

(দরজায় করাঘাত শোনা গেল)

ন্যান্সি : (চমকে উঠে) এ নিশ্চয়ই এব নয়। তাহ'লে কে হ'তে পারে?

বাওলিং : (উঠতে উঠতে) দেখাই যাক।

ন্যান্সি : এমন অদ্ভুত সময়ে কে এল! তুমি বরং বন্দুকটা তৈরী রাখ।

(বাওলিং তালা খুলে দরজাটি খুললেন। দেখা গেল, জস্ স্পীড)

বাওলিং : জস্ স্পীড! তুমি!—আরে, এস, এস। কোটটা খুলে ফেল।

জস্ : গুড ইভনিং, বাওলিং! মিসেস গ্রীণ, গুড ইভনিং। আমি

এইমাত্র স্প্রীংফিল্ড থেকে আসছি। শুনলুম, এব লিঙ্কন এই শহরেই আছে এবং তাকে এখানেই পাওয়া যাবে।

বাওলিং : হাঁ, সে এখানে রাত্রে ঘুমোয়।

স্যালি : কিন্তু সে এখন বেচারা অ্যানের শুশ্রূষার জন্যে রাটলেজ ফার্মে গেছে।

জস্ : মিস্ রাটলেজ ?—কেন, কি হয়েছে তাঁর ?

স্যালি : তার মাথার অসুখ করেছে। কতলোকই না এই অসুখে মারা গেল।

বাওলিং : কিন্তু অ্যানের বয়স কম। ও নিশ্চয়ই ভালো হয়ে উঠবে। বোসো, জস্।

জস্ : ধন্যবাদ।

(সে বসল। বাওলিং তাঁর পাইপ ভর্তি করতে লাগলেন)

স্যালি : আপনি বোধ হয় জানেন যে, অ্যানের অসুখ করেছে শোনামাত্র এব এখানে ছুটে এসেছিল। সে অ্যানকে ভীষণ ভালোবাসে।

জস্ : ওঃ, এব তাহ'লে প্রেমে পড়েছে! তাই গেল বার আমি যখন তার সঙ্গে দেখা করেছিলুম, সে কেমন যেন একটু অদ্ভুত রকম আচরণ করেছিল। কিন্তু, ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করতে বললে ওর পেটের গোলমাল।

বাওলিং : (হেসে) ওইটেই বোধ হয় ঠিক কথা। স্যালি একটু কল্পনাপ্রবণ। রাজ্য বিধান-সভাতে এব বেশ ভালোই চালাচ্ছে তো ?

জস্ : উঁহু। সে স্রেফ চুপ ক'রে বসে থাকে, আর রোজ তিনটি ক'রে ডলার পকেটস্থ করে। কিন্তু বিধান-সভায় যে-সব জিনিষ নিয়ে আলোচনা হয়, তা নিয়ে ওর কোনো মাথাব্যথা নেই। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, মিস রাটলেজও ওর প্রতি অনুরক্ত ?

স্যালি : নিশ্চয়ই। এবের জন্যেই তো ও ম্যাক্‌নীলের সঙ্গে বিয়েটা ভেঙে দিল।

জস্‌ঃ ও কি মিস্‌ রাটলেজকে বিয়ে করতে চায় ?

ন্যান্সি। পৃথিবীতে ঐ একটি জিনিষই সে এখন চায়। আর যত শিগ্‌গির ওদের দু'হাত এক হয়, ততই ওদের দু'জনের পক্ষেই মঙ্গল।

বাওলিং : (আসন গ্রহণ ক'রে) মেয়েটির পক্ষে অবশ্য মঙ্গলই, কিন্তু এবের পক্ষে ঠিক উল্টো। এবের চলার পথ নিজস্ব, অ্যান ওকে শুধু পিছু টানবে।

জস্‌ : আমার মনে হয়, যদি অ্যান এবকে সামান্যও একটু সুখী করতে পারে, তাহলে বিশেষ কিছু যাবে আসবে না—এবের জীবনে ঐ জিনিসটারই অভাব থেকে গেছে।

ন্যান্সি। ঠিক তাই। বাওলিং, তোমার চেয়ে এব সম্বন্ধে আমি কম ভাবিনা। কিন্তু আজ অবধি সে যা-কিছু চেষ্টা করেছে, তার কোনোটাতেই সে সফল হয়নি, এ-কথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। বিধান-সভায় সে এক বছর ধ'রে রয়েছে, কিন্তু একটি কোনো কাজ করেনি।

(সেলাইয়ের বাক্সটি রাখবার জন্যে বুককেশের দিকে এগিয়ে গেল)

বাওলিং : ও বরং স্প্রীংফিল্ডে গিয়ে ওকালতী করতে পারে—গোড়ায় গোড়ায় নিনিয়ান এডওয়ার্ডস্‌ ওকে সাহায্য করবেন। তাহলেই ও শিগ্‌গিরই অ্যান্‌কে ভুলে যেতে পারবে। অ্যান্‌ হচ্ছে ওর স্বপ্নের রাণী—কিন্তু তাকে পাওয়ামাত্র ওর স্বপ্ন যাবে ভেঙে, আর অ্যান্‌ ওর হৃদয়কে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে।

ন্যান্সি : (বসে) মিস্টার স্পীড, আপনি কি বাওলিং-এর সঙ্গে এ-বিষয়ে এক মত ?

জস্‌ : (দুঃখিতভাবে) ঠিক বলতে পারিছ না, মিসেস গ্রীণ। এব লিঙ্কন সম্বন্ধে কোনো কিছু অনুমান করার চেষ্টাই আমি ছেড়ে দিয়েছি। তার সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা, তখন সে আমার একটা স্টিম-বোটকে রক্ষা করে—তাতে ক'রে আমি বহু মালপত্তর নিয়ে

যাচ্ছিলুম। তখন ভেবেছিলুম, "এই একটি নির্ভরযোগ্য লোক"। আমি বিশ্বাস করেছিলুম, আমি তাকে ধনে-মানে বড়ো হতে সাহায্য করতে পারি। কিন্তু শিগ্‌গিরই আমার ধারণা বদলে গেল। আমি দেখলুম যে, শরীরে তার যথেষ্ট শক্তি ও সাহস আছে, কিন্তু মনের দিক দিয়ে সে পীড়িত। সারা দিন সে হাড়-ভাঙা খাটুনি খাটতে পারে হাসি-তামাশা করতে করতে, তারপর সারা রাত জেগে "হ্যামলেট" প'ড়ে মনে মনে নিজেকেই ডেনমার্কের সেই হতভাগ্য যুবরাজ কল্পনা করে। হয়ত' ও একজন খুব বড় দার্শনিক, নয়ত' একটি প্রকাণ্ড মূর্খ। বলতে পারিনা, কোনটা সে।

বাওলিং : (হেসে উঠল) দেখ জস্, তুমি এবের মধ্যে যে-সব জিনিস দেখেছ, তা দেখার মত বুদ্ধি যদি অ্যানের থাকত, তাহ'লে সে এমনি ভয় পেত যে, নিউ ইয়র্ক স্টেট পর্যন্ত সারাটা পথ দৌড়ে গিয়ে ম্যাক্‌নীলকে খুঁজে বার করত—অন্ততঃ ম্যাক্‌নীন লোকটাকে বোঝা শক্ত নয়।

স্‌্যাল্লি : (আবেগভরে) হ'তে পারে, এব লিঙ্কন হচ্ছে একটি সমস্যা ; তাকে বুঝতে হয়ত' সময় লাগবে। কিন্তু তাহ'লেও সে মানুষ, আর খুবই অসুখী।—তোমরা তার জন্যে কি করেছ? তার ঠাট্টা-তামাশা শুনে হাস, নির্বাচনের দিনে তাকে ভোট দাও, আর তার দরকার পড়লে তাকে খেতে শুতে দাও। কিন্তু এবের অন্তর কি এতেই তুষ্ট হবে?—কখনো না। তার দরকার এমন একজন নারী, যে তার জন্যে জীবনের মুখোমুখী দাঁড়াতে পারে।

বাওলিং : তুমি কি ভাব, সে নিজে জীবনের মুখোমুখী দাঁড়াতে ভয় পায়?

স্‌্যাল্লি : হ্যাঁ, সে ভয় পায়। ছোটবেলায় সে বনের মধ্যে যে মর্মর ধ্বনি শুনেছে, তা সে এখনও খুব বেশীই শুনতে পায়—যখনই সে একা থাকতে চায়, তখনই সে আজও ঐ বনের মধ্যেই চলে যায়। ঐ মর্মর ধ্বনি তার কাছে নারীকণ্ঠের চাপা আওয়াজ—যাঁরা ওকে ছেড়ে গেছেন—একজন ওর মৃত মা—আর একজন অ্যানের মৃত

মা। কিন্তু সে জানে না, ঐ চাপা আওয়াজের মানে কি, তারা ওকে কোন্ পথে নিয়ে যেতে চায়, আর তাতেই সে ভয় পায়। একজন মাত্র নারী ওকে এর থেকে মুক্তি দিতে পারে—যে-নারী ওকে যথার্থ ভালোবাসে এবং বিশ্বাস করে।...

(দরজায় আঘাত শুনতে পাওয়া গেল)

বাওলিং : এ আওয়াজ এবের।

(তিনি উঠে গিয়ে দরজা খুললেন। দরজার ওধারে এবকে দেখতে পাওয়া গেল—তার মাথায় টুপি নেই, ঝড়বৃষ্টিতে সে ভিজে গেছে। তার পরণে একটি মোটামুটি-ভালোই-দেখতে কালো স্যুট। তার বয়সটা বেশী দেখাচ্ছে এবং সে আরও গম্ভীর)

বাওলিং : এই যে এব! তোমার জন্যে আমরা বসে আছি। বৃষ্টিতে না দাঁড়িয়ে ভেতরে এস।

(এব ভেতরে এল। বাওলিং দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলেন)

এব : হ্যালো, জস্—খুশী হলুম তোমাকে দেখে।

জস্ : হ্যালো, এব।

এব : (ভ্যালির দিকে ফিরে) ভ্যালি......

ভ্যালি : বলো

এব : সে মারা গেছে।

বাওলিং : অ্যান ? অ্যান মারা গেছে ?

এব : হ্যাঁ। আজ রাত্রে হঠাৎ জ্বরটা বেড়ে উঠল। ওরা কিছুই করতে পারল না।

(ভ্যালি দ্রুত এবের কাছে গিয়ে তার হাত ধরল)

ভ্যালি : এব, আমি খুবই দুঃখিত। বড় চমৎকার মেয়ে ছিল অ্যান।—তাকে যারা জানত, তারা সকলেই তোমার দুঃখে শোক করবে।

এব : সে আমি জানি। কিন্তু তাতে লাভ কি ? সে তো মারা গেছে

বাওলিং : বোসো, এব—একটু জিরোও।

এব : না—আমার সঙ্গ কারুরই ভাল লাগে না—আমি বরং যাই।
(সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল)

জস্ : (তাকে থামিয়ে) না, এব। এখানেই তুমি থাকবে।

বাওলিং : জস্-এর কথা শোনাই ভালো।

ন্যান্সি : এব, এইখানে এসে বোসো।
(এব পর পর সকলের মুখের পানে তাকাল ; তারপর বসল)
ওপরে তোমার বিছানা তৈরীই আছে।

এব : জগতে তোমরাই হচ্ছ আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। তোমরা এতকাল ধ'রে অনেক উপকার করেছ। আর আমি একটা শূন্যগর্ভ কুম্ভের মত। তাই এইভাবে তোমাদের কাছে আসা আমার খুবই অন্যায়।

বাওলিং : এটা তোমার বাড়ী, এব। এখানে সবাই তোমায় ভালোবাসে।

এব : তা ঠিক। বাওলিং, ন্যান্সি, আমিও তোমাদের ভালোবাসি। কিন্তু সকলের চেয়ে আমি ভালোবাসতুম তাকে।

ন্যান্সি : তা আমি জানি, এব—আমি জানি।

এব : গোড়ায় গোড়ায় একা থাকতে পেলেই আমি সবচেয়ে খুশী থাকতুম। আমার কেমন একটা অদ্ভুত ধারণা ছিল যে, যদি লোকের খুব কাছাকাছি যাওয়া যায়, তাহ'লে তাদের ভেতরের আসল বস্তুটা দেখতে পাওয়া যাবে। তখন দেখা যাবে, চামড়ার নীচে তারা সকলেই উৎকেন্দ্রিক ; আর তারাও আমাকে ঠিক ঐভাবেই দেখতে পাবে। তারপর যখন আমি ওকে দেখলুম, তখন আমি আবিষ্কার করলুম, মানুষের মধ্যেও সৌন্দর্য এবং পবিত্রতা থাকতে পারে। যখন আমি তার হাত ধরলুম, তখন আমার ভেতর থেকে সমস্ত ভয়, সমস্ত সংশয় দূর হয়ে গেল। ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস জন্মাল। তার জন্যে আমি আমরণ কাজ ক'রে আনন্দ পেতে পারতুম। সে যদি মনে করত, আমি কোনো কাজ করতে সক্ষম, তাহ'লেই আমি সে-

কাজ করতে পারতুম। এই ছিল আমার বিশ্বাস। তারপর? তারপর আমার চোখের সামনে সে মারা গেল—ঝড়ের মুখে একটা কুটোর যেমন কোনো ক্ষমতা নেই, ঠিক সেই রকম অক্ষমভাবেই আমি দাঁড়িয়ে রইলুম। তার বাপ মাও সেখানে ছিল—তাঁরা তার আত্মার জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছিলেন। "ভগবানই দেন, আবার ভগবানই ফিরিয়ে নেন, তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক"—এই কথাই তাঁরা বারংবার আওড়াচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে প্রার্থনায় আমি যোগ দিতে পারিনি। যে মৃত্যুর ক্ষমতা ধারণ করে এবং তাকে ব্যবহার করে, তার ওপর আমার কোনো ভক্তি নেই।

(সে দাঁড়িয়ে উঠে আরও উত্তেজিতভাবে বলতে লাগল)

আমি হয়ত' খুবই বোকার মতো কথা বলছি—এর জন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু এ আমি সইতে পারছি না, একা একা থাকা আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমাকে মরতেই হবে তার সঙ্গে মেলবার জন্যে; নইলে আমি পাগল হয়ে যাব।

(সে দরজার কাছে গিয়ে দরজাটাকে খুলে ফেলল। ঝড় তখনও চলছে)

ওই ঝড়ে সে একা বাইরে রয়েছে—এ আমি ভাবতেও পারি না।

(ন্যান্সি মিনতিপূর্ণভাবে বাওলিংয়ের দিকে তাকাল। বাওলিং এবের কাছে গেলেন)

বাওলিং : (সস্নেহে) এব...আমার অনুরোধ, তুমি ওপরে যাও—একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর—দোহাই তোমায়—ন্যান্সি আর আমার একটা কথা রাখ।

এব : (এক মুহূর্ত পরে) আচ্ছা বাওলিং, তাই হবে।

(সে ফিরে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল)

ন্যান্সি : এব, আলোটা নিয়ে যাও।

(সে একটি আলো জ্বালিয়ে তার হাতে দিল)

এব : ধন্যবাদ, ন্যান্সি...শুভরাত্রি

(সে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল)

ন্যান্সি : (সজল নয়নে) বেচারা,……

(বাওলিং তাকে চুপ করতে ইঙ্গিত করলেন)

জস্ : মিসেস গ্রীণ, ওকে আপনাদের কাছেই রাখুন। আপনাদের চোখের আড়াল করবেন না।

বাওলিং : না, তা করব না, জস্।

জস্ : গুড-নাইট

(নিজের জিনিষপত্তর তুলে নিয়ে জস্ চলে গেল)

বাওলিং : গুড-নাইট, জস্।

(দরজা বন্ধ ক'রে তাতে তালা-চাবি লাগিয়ে দিলেন এবং পরে টেবিল থেকে বাতিটা তুলে নিলেন। ন্যান্সি আর একবার ওপর দিকে তাকিয়ে দেখল এবং পরে বেরিয়ে গেল। বাওলিং আলো হাতে তার পশ্চাদনুসরণ করলেন। তিনি ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজাটি বন্ধ করে দিলেন। এখন শুধু সিঁড়ির ওপর থেকে ক্ষীণভাবে একটি আলো মঞ্চটিকে আলোকিত করছে)

পর্দা পড়ল।

[প্রথম অঙ্ক শেষ]

দ্বিতীয় অঙ্ক—চতুর্থ দৃশ্য

[পাঁচ বছর পরে, গ্রীষ্মের একটি রৌদ্রোজ্জ্বল অপরাহ্ণ। ইলিনয়েস স্প্রীংফিল্ডে কোর্ট-হাউসের তৃতীয় তলে ষ্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড লিঙ্কনের ল'অফিস। ঘরখানি ছোট ; একখানি টেবিল ও চেয়ার এবং কাগজপত্রে ভর্তি একটি ডেস্ক। পিছন দিকে একটি পুরোনো খাট। খোলা বুককেসে আইনের বই ঠাসা। কাঠের আগুন জ্বালাবার জন্যে একটি পুরোনো ষ্টোভ। ২৬-টি তারকাসম্বলিত একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় পতাকা ডেস্কের ওপরে ঝুলছে। দুটি জানলার মাঝখানে হ্যারিসন এবং টাইলারের অনুকূলে নির্বাচনের ঘোষণাপত্র টাঙানো রয়েছে। নির্বাচকদের একটা তালিকাও এতে রয়েছে—যার শেষ ব্যক্তি হচ্ছেন **এব্রাহাম লিঙ্কন**।

টেবিলে বসে বিলি হার্ণডন কাজ করছে। লোকটি অল্পবয়সী, পাতলা চেহারা, গম্ভীর। এব ভেতরে আসতে সে চোখ তুলে দেখল। এব-এর মাথায় একটি সিল্কের পুরোনো টুপী, হাতে একটি জীর্ণ কার্পেটব্যাগ। এব আপাততঃ চুপ করে থাকার পক্ষপাতী। তার জুতাজোড়া কাদামাখা। এবের বয়েস এখন মাত্র একত্রিশ বছর ; কিন্তু অ্যান রাটলেজের সঙ্গে সঙ্গেই তার যৌবনও কবরস্থ হয়েছে।

এব ঢোকার পর অফিসের দরজাটি খোলাই রইল এবং তারই ওপরে লেখা রয়েছে নম্বর ৩, ষ্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড লিঙ্কন, আইন-ব্যবসায়ী]

বিলি : কেমন আছেন, মিস্টার লিঙ্কন ? আপনি ফিরে এসেছেন দেখে আমি আনন্দিত।

এব : গুড-ডে, বিলি।
(এব কার্পেটব্যাগটি নামিয়ে রেখে টুপিটি খুলে ডেস্কের ওপর রাখল)

বিলি : আপনার ভ্রমণ কেমন হ'ল, মিষ্টার লিঙ্কন ?

এব : বরাবরের মতোই।

বিলি : ভালো ছিলেন তো ?

এব : না। তবে ডাক্তার হেনরী যথেষ্ট ওষুধপত্তর দিয়ে আমায় খাড়া রেখেছিলেন।

(ডেস্কের সামনে বসে তার অনুপস্থিতিতে যে-সব চিঠি এবং কাগজ-পত্র জমেছে, তা দেখতে সুরু করল ; কিন্তু তাতে বিশেষ কোনো উৎসাহ দেখা গেল না)

বিলি : কোন রাজনৈতিক বক্তৃতা দেবার সুযোগ হয়েছিল কি ?

এব : হ্যাঁ—বার কয়েক। ষ্টিফেন ডগ্‌লাসের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল—সে ভোট পাবার জন্যে ঘুরছিল ; জনসাধারণের সামনেই আমাদের কিছু বাদানুবাদ হয়ে গেল।

বিলি : (খুব আগ্রহভরে) খুব ভালো। তা' আপনি আর মিস্টার ডগলাস কি নিয়ে আলোচনা করলেন ?

এব : শুধু শুধু কেন উত্তেজিত হচ্ছ, বিলি ? আমরা এমন কিছু গুরুতর তর্কও করিনি—আর কোনো রক্তারক্তি কাণ্ডও হয়নি। তা এখানকার খবর কি ?

বিলি : জজ ষ্টুয়ার্ট লিখেছেন যে, তিনি নিরাপদে ওয়াশিংটনে পৌঁছেছেন এবং সেখানকার নির্বাচনী-প্রচার গরম আবহাওয়ার মতোই তেতে উঠেছে।

(বিলি এব-এর হাতে একখানি চিঠি দিল এবং এব যখন তা পড়তে লাগল, সে তখন খুব ভাল ক'রে তাকে নিরীক্ষণ করতে লাগল)

আমি এই চিঠিখানার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করব ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম। চিঠিখানা **লীগ অব ফ্রিমেনের ইলাইজা, পি, লাভজয়ের** কাছ থেকে এসেছে। ওরা আপনাকে আসছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় দাসপ্রথা উচ্ছেদ সম্পর্কিত জনসভায় বক্তৃতা দেবার জন্যে অনুরোধ করেছে। এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হবে।

এব : (চিন্তাগ্রস্ত ভাবে) বড় মজার ব্যাপার, বিলি। এই সেদিন আমি লাভজয়ের কথা চিন্তা করছিলুম—ভাবতে চেষ্টা করছিলুম, মানুষের মধ্যে এমন কি বস্তু থাকতে পারে, যার দ্বারা চালিত হয়ে সে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে হাসতে হাসতে নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারে।—আমি সেদিন স্টিমারে ক'রে কুইন্সি থেকে অ্যাল্টনে আসছিলুম; সেই স্টিমারেই এক ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন বারোজন নিগ্রোকে নিয়ে—লোকে অনেকগুলো মাছ যেমন একটা সুতোয় পর পর গেঁথে রেখে দেয়, এই নিগ্রোগুলিও ঠিক তেমনিভাবে একটি চেনের সঙ্গে বাঁধা। তারা হয়ত' চিরজন্মের মত তাদের ঘরছাড়া হয়ে যাচ্ছে—তাদের বাপ-মা, স্ত্রী-পুত্র থেকে বিচ্যুত হয়ে ক্রীতদাস হবার জন্যে। —কি করুণ দৃশ্য!

বিলি : (উত্তেজিত ভাবে) তাহ'লে আপনি লাভজয় মিটিংয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন?

এব : (ক্লান্তভাবে) সন্দেহ আছে। ক্রীম্যানস্ লীগ এমন একদল লোক নিয়ে তৈরী, যাদের যুক্তির কোনো বালাই নেই। তুমি যদি যুক্তি দিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বল, তাহ'লে তারা তোমার কথা তেমন জোরালো হচ্ছেনা ব'লে তোমার দিক থেকে কান ফিরিয়ে নেবে। ওদের ঢাক ওদেরই বাজাতে দাও।

(এব একখানি চিঠি খুলে পড়তে সুরু ক'রে দিলে। বিলি মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়ে তার দিকে তাকাল; কিন্তু সে বিলক্ষণ জানে, এব-এর সঙ্গে তর্ক করে কিছু সুবিধে হবেনা। সে নিজের কাজ ক'রে যেতে লাগল। একটু পরে বাওলিং গ্রীণ ঢুকলেন, এবং তাঁর পিছনে পিছনে জস্ স্পীড)

বাওলিং : আমরা এসে কি আইনের কাজে বাধা দিচ্ছি?

এব : (উল্লসিতভাবে) বাওলিং!

(লাফিয়ে উঠে সে বাওলিংয়ের হাত চেপে ধরলে)

কেমন আছ, বাওলিং?

বাওলিং : ভালই আছি, এব—তোমায় দেখে খুব আনন্দ হচ্ছে।

এব : এ হচ্ছে বিলি হার্ণডন—আর ইনি নিউ সালেমের মিস্টার গ্রীণ। হ্যালো, জস্।

জস্ : হ্যালো, এব।

বিলি : (বাওলিংয়ের সঙ্গে করমর্দন ক'রে) আপনার সঙ্গে পরিচিত হ'তে পেয়ে আমি ধন্য। মিস্টার লিঙ্কন প্রায়ই আপনার কথা বলেন।

বাওলিং : ধন্যবাদ, মিস্টার হার্ণডন—আপনিও কি একজন আইনজীবি ?

বিলি : (গম্ভীরভাবে) একদিন হব ব'লে আশা রাখি, স্যার। জন্ স্টুয়ার্ট-এর অনুপস্থিতিতে আমি এখানে কেরাণীর কাজ করছি।

বাওলিং : তার মানে তুমি অপরদের শিক্ষা দিচ্ছ, এব ?

এব : একটি খারাপ দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছি আর কি।

বাওলিং : এটা বিশ্বাস হয়। ডেস্কের ওপর কি পরিমাণ কাগজ জমে উঠেছে, একবার চেয়ে দেখ। লজ্জা করা উচিত।

এব : যদি আর এক বচ্ছর আইনের ব্যবসা করি, তাহ'লে আমার আর-একটি আপিসের দরকার হবে—স্রেফ কাগজ রাখার জন্যে। কিন্তু ও-কথা থাক। এখন বস, আর বল', স্প্রীংফিল্ডে আসবার কারণটা কি ?

(বাওলিং বসলেন। জস্ বিছানার ওপর ব'সে পাইপ টানছিল। বিলি আবার তার টেবিলে কাজ করতে লাগল)

বাওলিং : আমি লেক মিশিগানে গিয়েছিলুম মাছ ধরতে।—কিন্তু তোমার কি রকম চলছে, এব ? জস্ আমাকে বলেছে, এখনো পর্যন্ত তুমি টাকাকড়ি রোজগার করতে পারনি ; কিন্তু সামাজিক দিক দিয়ে তুমি খুব সাফল্যলাভ করেছ।

এব : জস্ ঠিকই বলেছে। নিনিয়ান্ এডওয়ার্ডস্‌কে তোমার মনে আছে ?

জস্ : নিশ্চয়।

এব : তাহ'লে শোনো—আমি তাঁর বাড়ীতে আজকাল নিয়মিত অতিথি। তাঁর বাড়ীটা এত বড় যে, ঘরের মধ্যে ঘোড়দৌড় হ'তে পারে। ওঁর স্ত্রী হচ্ছেন কেন্টাকির টড-পরিবারের মেয়ে—অত্যন্ত বনেদী বংশ। বংশের নাম বলতে গেলে দু'টো "ডি"-এর দরকার হয়—তাতেই তো ওরা আমার মনে দাগ কাটতে পেরেছে। দেখনা, 'গড' (ভগবান) বানান করতে একটি মাত্র "ডি" লাগে।

জস্ : রচেস্টারে কার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল, সে-কথা বাওলিংকে বল।

এব : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে। এই হাতটা দেখতে পাচ্ছ ?
(নিজের ডান হাত তুলে ধরল)

বাওলিং : তা দেখছি বৈকি।

এব : এই হাত মার্টিন ভ্যান বুরেনের করমর্দন করেছে।

বাওলিং : (হেসে) প্রেসিডেন্ট কি যথারীতি তোমাকে সম্মান দেখিয়েছিলেন, এব ?

এব : নিশ্চয়ই। তিনি আমাকে বলেছিলেন, "আমরা ওয়াশিংটনে আপনার সম্বন্ধে খুব ভালো ভালো কথা শুনছি।" পরে অবশ্য আমি জেনেছি যে, প্রত্যেকটি ছোট ছোট শহরেই যে-কোনো রাজনৈতিকের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে, তাকেই তিনি ঐ একই কথা বলেছেন। (সে হাসল) কিন্তু আমি রাজ্যের বাজে লোকের সঙ্গে মিশি ব'লে বিলি হার্ণডনের মনে বড় দুঃখু। বিলি দাসপ্রথার উচ্ছেদ চায়; সেইজন্যে যে-লোক মুখ বুজে দেশের সংবিধানকে মেনে নেয়, তাকে ও আদপেই পছন্দ করেনা। ও যদি নিজের ইচ্ছামত কাজ করতে পারত, তাহ'লে ও সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রে আগুন লাগিয়ে দিত, আর আমরা সকলেই তাতে পুড়ে ছাই হয়ে যেতুম। কেমন, ঠিক বলিনি বিলি ?

বিলি : (কঠিনভাবে) হ্যাঁ, মিস্টার লিঙ্কন। যদি কিছু মনে না করেন তো বলি, আপনিও যদি স্বাধীনতার আগুনে ইন্ধন জোগান, তাহ'লে আপনি আপনার সঙ্গীদের ঢের বেশী উপকার করবেন।

এব : দেখেছ, বাওলিং ? ও চায় যে, আমি সোজা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নামি, আর অবিচারের সিংহগুলোর সঙ্গে লড়াই করি।

বাওলিং : মিস্টার হার্নডন, আপনার প্রতি আমার গভীর সহানুভূতি জানাচ্ছি।

বিলি : (উঠে দাঁড়িয়ে টুপিটা হাতে নিয়ে) আপনাকে ধন্যবাদ। (বাওলিংয়ের সঙ্গে করমর্দন করল ; পরে এব-এর দিকে ফিরল) উইলকক্স মামলাটা সম্পর্কে কিছু কাজ করতে যেতে হচ্ছে।

এব : আচ্ছা, বিলি।

বিলি : (বাওলিংকে) মিস্টার গ্রীণ, মিস্টার লিঙ্কন আপনাকে আর মিস্টার স্পীডকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় বন্ধু বলে মনে করেন ; তাই ওঁরই সামনে আমি আপনাদের ভগবানের দোহাই দিয়ে অনুরোধ করব যে, এই যে **"মরা সাগরে"** উনি তাড়াতাড়ি ডুবে মরছেন, এর থেকে ওঁকে টেনে তুলে নিয়ে যান।—নমস্কার স্যার, নমস্কার মিঃ স্পীড।

জস্। নমস্কার, বিলি।

(বিলি ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে)

বাওলিং : ছেলেটি খুব তুখোড়, এব।

এব : (বিলির গমনপথের দিকে চেয়ে) নীচের তলার একটা অফিসে যাচ্ছে, তবু টুপিটা নিয়ে গেল। তার মানে, আবার ওপরে কাজ করতে আসবার আগে ও পাশের দরজায় গিয়ে একপাত্র মদ্যপান করবে। ছেলেটার ভেতরে জোরালো আগুন আছে, কিন্তু তাড়াতাড়ি ও নিভিয়ে ফেলছে।···যাক, বলত'—তোমার স্ত্রী কেমন আছেন ?

(জানলার কাছে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল)

বাওলিং : ভ্যালি আগেকার চেয়েও বেশী ব্যস্ত—আর তোমার সম্বন্ধে তার ভাবনা আরো বেড়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, সে তোমাকে জিজ্ঞেস করতে বলেছে, তোমার ব্যাপারখানা কি ?

এব : (হেসে) তুমি তাকে বলতে পার, ব্যাপার বলতে কিছুই নেই। আমি ভাল আছি এবং প্রতি ডলার থেকে অন্ততঃ সাত সেন্ট ক'রে দেনাশোধ করতে পারছি।

বাওলিং : কিন্তু তোমার কাছ থেকে বা তোমার সম্বন্ধে আর কিছু শোনা যায় না কেন ?

এব : জস্ তোমাদের খবর দিতে পারে। আমি এখন ব্যস্ত।

বাওলিং : কি ব্যাপারে ?

এব : আমি নির্বাচনে নামছি।

জস্ : (ঘোষণাপত্রের দিকে আঙুল দেখিয়ে) ওর নাম দেখতে পাওনি ? —ঐ যে *হুইগ্* দলভুক্ত নির্বাচকদের নামের তালিকাতে সবশেষ নাম।

বাওলিং : নির্বাচক ! এই পর্যন্ত দৌড় !

এব : যতটুকু অবসর পাই, তার মধ্যে এর বেশী কি আশা কর ? আমি সেথ্ গেলের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছিলুম—মনে আছে ত' তাকে ?—সেই যে নিউ সালেমে বাড়ী ছিল। সে এখন মেরীল্যাণ্ডে আছে। সে লিখেছে যে, পূর্বাঞ্চলের লোকেরা টেক্সাসকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

বাওলিং : তাদের হওয়া স্বাভাবিক। সম্ভবতঃ এর অর্থ হচ্ছে, দাসপ্রথাকে ক্যানসাস এবং নেব্রাস্কা থেকে সোজা অরেগন এবং ক্যালিফোর্ণিয়া পর্যন্ত সারা রাজ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। এবং তার মানে হবে, দক্ষিণ অঞ্চলই সারা দেশকে শাসন করবে। ঈশ্বর স্বাধীন রাজ্যের আমাদের মত বাকী ক'জনকে সাহায্য করুন !

জস্ : বড়ই গোলমেলে অবস্থা। এর মধ্যে রয়েছে গৃহযুদ্ধের বীজ।

এব : তাই যদি থাকে, তাহ'লে যারা দাসপ্রথা নিবারণ করতে চায়, তাদেরই সমস্ত দোষ। গোলমাল কোন্ পথে নিয়ে যেতে পারে, তা জেনেও ওরাই গোলমাল পাকিয়ে তুলছে। ওদের সকলকে তালাচাবি দিয়ে বন্ধ রাখা উচিত—সব্বাইকে।

বাওলিং : এব, আমার মনে হয়েছিল, তুমি দাসপ্রথার বিরোধী। তুমি কি ইতিমধ্যে মত পরিবর্তন করেছ ?

এব : (কোচের ওপর বসে) না—আমি **দাসপ্রথার বিরোধী**। কিন্তু আমি তার থেকেও বেশী বিরোধী—যুদ্ধের। তবে সব থেকে বড় কথা হচ্ছে, আমি জানি তোমরা দু'জনেই কি করছ। (যেন বুঝতে পেরেছে, এই ভাবে হেসে) তোমরা বিলি হার্ণডনের পরামর্শ মত আমার সম্বন্ধে অযথা চিন্তান্বিত হচ্ছ। আমার জীবনটাকে নিয়ে আমি কিছু করি, সেই চেষ্টাতেই তোমরা রয়েছ। তাই নয় কি ?

বাওলিং : না, এব। তুমি তোমার জীবনকে কেমন ভাবে চালাবে, সে-সম্বন্ধে আমি তোমাকে কোনো পরামর্শ দিতে চাই না।

জস্ : আমিও চাইনা। যদি আমাদের মনে হয় যে, তুমি সমস্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করনি, তাহ'লে নিশ্চয়ই সে-কথা আমরা প্রকাশ করব না।

এব : (হেসে) দেখ, আমার মনে হয় কি, আমি যা, সেইটুকু নিয়েই তোমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আমি লড়ুইয়ে লোক নই। অনেককে জানি, যারা লড়াই-ই পছন্দ করে। তারা মানুষ খুন করতে চায়, আর নিজেরাও খুন হ'তে ভয় পায়না। ভালো কথা ! যে-লড়াই তারা করতে চায়, সে-লড়াই তারা করুক।

বাওলিং : শান্তিপ্রিয় লোকেরাও কখনোসখনো দেশের কাজ ক'রে থাকে।

এব : যখন তারা জীবন সুরু করে, তখন তারা শান্তিপ্রিয় ; কিন্তু রাজনীতির সংস্পর্শে আসার পর বেশীদিন আর তারা শান্তিপ্রিয় থাকতে পায় না। (সে সোজা হয়ে বসল) ধর, আমি কংগ্রেসে

নির্বাচিত হলুম। যে-বিশ্রী পরিস্থিতির কথা বলছিলে, তার একেবারে মাঝখানটিতে গিয়ে পড়ব। একদিন হয়ত, যুদ্ধ কিংবা শান্তি—এই বিপজ্জনক প্রশ্নের ওপরেই আমাকে ভোট দিতে হতে পারে। টেক্সাসের ব্যাপার নিয়ে হয়ত' মেক্সিকোর সঙ্গে যুদ্ধ, কিংবা অরেগনের জন্যে ইংলণ্ডের সঙ্গে, এমন কি ওহিয়ো নদীর অপর পারের বাসিন্দা আমাদের নিজেদের লোকের সঙ্গেই যুদ্ধ করতে হতে পারে। —এমন অবস্থায় কোন্ পক্ষে ভোট দেব, সেটা ঠিক করতে আমার কি মনোভাব হওয়া উচিত? আমার দলেরই বা এ-সব বিষয়ে কি মনোভাব হবে? এক টুকরো জমির জন্যে বা কোনো নৈতিক মতবাদের জন্যে যুদ্ধ করাই সঙ্গত হবে? না, যে কোনো উপায়ে যুদ্ধ পরিহার করাই উচিত হবে? —না, না, এত হাঙ্গামা আমি পোয়াতে পারবনা। ইলেক্টোর‍্যাল কলেজই (নির্বাচকমণ্ডলীই) হচ্ছে আমার উপযুক্ত জায়গা—যাকে অন্য সবাই চার মাস আগেই নির্বাচিত করেছে, সেই লোককে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্যে ভোট দিয়েই খালাস।

বাওলিং : দেখ এব, যে-কোনো বিষয়েই তুমি তোমার মতকে সমর্থন ক'রে যুক্তি খাড়া করতে পার। তোমার মনের নিভৃতে যে-ক্ষীণ কণ্ঠ তোমার কি করা উচিত, তা অনবরত বলছে, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত হয়ত' তাকে এমনি করেই উপেক্ষা ক'রে যাবে।

(নিনিয়ান এডওয়ার্ডসের প্রবেশ; তাঁর সাজগোজ আগেকার চেয়েও পরিপাটি)

এব এবং জস্ : (সমস্বরে) হ্যালো, নিনিয়ান।

নিনিয়ান : হ্যালো। —বিলি হার্ণডনের সঙ্গে দেখা হ'ল—সে বললে, তুমি ফিরে এসেছ। (বাওলিংকে দেখে) আরে, আমার পুরোনো বন্ধু, মিস্টার গ্রীণ। কেমন আছেন? স্প্রীংফিল্ডে সুস্বাগত! (বাওলিংয়ের সঙ্গে করমর্দন করল)

বাওলিং : ধন্যবাদ, মিস্টার এডওয়ার্ডস্।

নিনিয়ান : এব, আমি তোমাকে বলতে এসেছিলুম, আজ তোমাকে আমাদের ওখানে সান্ধ্য ভোজন করতে হবে। আর মিস্টার গ্রীণ, আপনার অপরাপর কর্তব্য সেরে যদি সময় পান, মিসেস এডওয়ার্ডস্ আপনাকে অভ্যর্থনা করতে পেয়ে কৃতার্থ হবেন। এবং জস্, তোমাকেও।

জস্ : খুব খুশী হলুম।

নিনিয়ান : আমার শ্যালিকা, মিস্ মেরী টড কেন্টাকি থেকে আমাদের এখানে এসেছে। সে অত্যন্ত হাসিখুশী মেয়ে; এমন স্বচ্ছন্দে ফরাসী বলে, যেন তার মাতৃভাষা; আর চেঁচিয়ে পদ্য আওড়ায়। আমি স্টীভ ডগ্‌লাস এবং আরও কয়েকজন যুবককে তার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে ডেকেছি। কাজেই সেখানে একটু আগে আগেই পৌঁছোনো ভালো।

বাওলিং : মিসেস এডওয়ার্ডস্‌কে আমার নমস্কার জানাবেন—আমার স্ত্রী বেচারা আমার পথ চেয়ে আছেন।

নিনিয়ান : বুঝলুম। এব, তুমি যাবে তো ?

এব : গেলে আশ্চর্য্যের কিছু হবে না।

নিনিয়ান : ভালো। একজন মনোরমা সুন্দরীর সঙ্গে দেখা হবে। তবে আগেই তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি—মেয়েটি বর খুঁজছে। কাজেই খুব সাবধান, এব; অবশ্য যদি তুমি তোমার স্বাধীনতা হারাতে চাও, সে ভিন্ন কথা।

এব : সাবধান করে দেওয়ার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ, নিনিয়ান।

নিনিয়ান : (গ্রীণকে) নমস্কার স্যার। তোমার সঙ্গে পরে দেখা হবে, জস্। (সে বেরিয়ে গেল)

এব : দেখলে বাওলিং, কেমন ভাবে আমার কাটছে। প্রায় প্রত্যেকদিন কোনো না কোনো সুন্দরী শিক্ষিতা যুবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে আমার নিমন্ত্রণ হচ্ছে।

বাণ্ডলিং : এব, ফরাসী ভাষায় কি ক'রে প্রেম নিবেদন কর, তা শোনবার জন্তে উপস্থিত থাকতে পারছিনা ব'লে আমার আফসোসের শেষ নেই।

(এব কৌতূহলীভাবে তার দিকে তাকাল)

এব : আমি নিজেকে যেমন ঠকাতে পারি না, তেমনি জস্ বা তোমাকেও পারিনা; আর সে চেষ্টাও আমি করছি না। আমার সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি, তা আমি জানি এবং আমিও নিজের সম্বন্ধে তোমাদের ধারণাই পোষণ করি। কেবল আমি আমার দোষ-ত্রুটিকে তোমাদের মত ক্ষমা করতে পারি না। তোমরা গৃহযুদ্ধের কথা বল,—আমার ভেতরটায় সব সময়েই তা-ই চলেছে। দু'পক্ষই ঠিক এবং দু'পক্ষই বেঠিক—আর দু'দলেরই সমান জোর। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব কাটিয়ে ওঠবার আমার ভীষণ ইচ্ছা; কিন্তু বাইবেল বলছেন, যে-বাড়ীতে নিজেদের মধ্যেই বিচ্ছেদ, সে-বাড়ী টিঁকতে পারে না—কাজেই আমার মনে হয়, আমার কোনো আশা নেই। একদিন হঠাৎ আমি হয়ত' মাঝখানটাতেই ভেঙে পড়ব, আর নিজের কাছ থেকে বিদায় নেব—আমার দু'অংশই খুশী হবে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। —যাই হোক, এখন চলা যাক। (নিজের টুপিটা নিল) তোমায় এখন স্যালির কাছে ফিরে যেতে হবে; আর জস্ এবং আমাকে যেতে হবে কেণ্টাকির মিস্ মেরী টডের মনে ভালো ধারণা সৃষ্টির জন্তে।

(সকলকে দরজার দিকে এগোতে ইঙ্গিত ক'রে নিজে তাদের অনুসরণ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে পর্দাও নেমে এল)

[চতুর্থ দৃশ্য শেষ]

দ্বিতীয় অঙ্ক—পঞ্চম দৃশ্য

[ছ'মাস বাদে নভেম্বরের একটি সন্ধ্যা। স্প্রীংফিল্ডে এডওয়ার্ডস্‌দের বাড়ীর বসবার ঘর।
ডান দিকে একটি অগ্নিকুণ্ড; বামে একটি পর্দা দেওয়া জানালা; পিছনের দরজা দিয়ে সামনের হলঘরে যাওয়া যায়।
ঘরটি খুব ভালোভাবে আসবাব দিয়ে সাজানো—অগ্নিকুণ্ডের কাছে কয়েকটি আরামপ্রদ চেয়ার, একটি কোচ, একটি টেবিল এবং পিছন দিকেও খানকয়েক চেয়ার। দেওয়ালে পারিবারিক ছবি টাঙানো।
লিনিয়ান অগ্নিকুণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে তার স্ত্রী, এলিজাবেথের সঙ্গে কথা কইছে। এলিজাবেথ সুন্দরী মহিলা (একটু বেশী পরিপাটি বললেই ভালো হয়) বর্তমানে সে খুবই উত্তেজিত।]

এলিজাবেথ : একথা আমি বিশ্বাস করি না। আমার বোন অতখানি বোকা নয়।

লিনিয়ান : কিন্তু এটা যে একটা বোকামির কাজ, তাতো আমি মানতে পারছি না। মেরী এব-কে বেশ কয়েক মাস ধ'রে জানে, আর তাকে খুব ভালো ক'রে জানবার সুযোগও তার প্রচুর হয়েছে।

এলিজাবেথ : হাঁা, উনি বহুবার আমাদের অতিথি হয়েছেন। কিন্তু মেরী এডউইন ওয়েব, ষ্টীফেন ডগলাস এবং আরও কয়েকজনের সঙ্গে ঢের বেশী বন্ধুত্ব করেছে—তারা প্রত্যেকেই ওর উপযুক্ত।

লিনিয়ান : আমার মনে হয়, সে এব-এর মধ্যে অনেক কিছু দেখতে পায়, যা তুমি পাও না।

এলিজাবেথ : অসম্ভব! মিস্টার লিঙ্কনের প্রধান গুণই হচ্ছে, তিনি তাঁর সরল

অন্তঃকরণের কোনো অংশ কারুর কাছ থেকে লুকোন না। **একথা** সত্যি যে, তিনি খুব চমৎকার লোক; **কিন্তু তাই ব'লে একজন শিক্ষিতা, তেজস্বী, অল্পবয়সী মেয়ের স্বামী হিসেবে**······

নিনিয়ান : ঠিক বলেছ, এলিজাবেথ। মেরী **হচ্ছে তেজস্বী মেয়ে, আর সেই** জন্তেই সে ওকে বিয়ে করবার জন্তে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ।

এলিজাবেথ : (নিনিয়ানের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল, তারপর হেসে ফেলল) নিনিয়ান, তুমি ঠাট্টা করছ।

নিনিয়ান : না, এলিজাবেথ—আমি তোমাকে হঠাৎ একটা ধাক্কা খাওয়ার জন্তে প্রস্তুত করতে চেষ্টা করছি। তুমি ভাবছ, একটি ভদ্র-ইংরেজ পরিবারের এবং ব্যাঙ্ক অব কেণ্টাকির প্রেসিডেণ্টের সুন্দরী, বুদ্ধিমতী মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে লাভ ক'রে এব লিঙ্কন আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠবে—কিন্তু আদপেই তা নয়।

(মেরী টডের প্রবেশ। বয়েস বাইশ, খাটো গড়নের, সুন্দরী, ধারালো তীক্ষ্ণ চেহারা। দরজা গোড়ায় দাঁড়িয়ে প'ড়ে সে চট্ ক'রে এলিজাবেথ ও নিনিয়ানকে দেখে নিল)

মেরী : দু'জনে কথা হচ্ছিল কি নিয়ে ?

নিনিয়ান : ছেলেরা যে নতুন গানটা গাইছে, তারই কথা তোমার দিদিকে বলছিলুম। শুনবে গানখানা ?

মেরী : (একটি তিক্তহাসি হেসে) তুমি খুব চট ক'রে ভেবে নিতে পার, নিনিয়ান। কিন্তু তোমরা আমার সম্বন্ধে কথা কইছিলে। (এলিজাবেথের দিকে তাকাতেই সে চোখটা নামিয়ে নিল) তাই না ?

এলিজাবেথ : হ্যাঁ, তাই। মেরী, আমায় একটা সত্যি কথা বলতে হবে। তুমি কি—এব্রাহাম লিঙ্কনকে বিয়ে করার সম্ভাবনা সম্পর্কে এক মুহূর্তও গভীরভাবে চিন্তা করেছ ?

(মেরী দু'জনের দিকেই তাকাল, তার চোখ উঠল জ্বলে)

আমারত,' মেরী, এ-কথা বিশ্বাসই হয়না। আর—

মেরী : এই বিশ্রী আলোচনাটা নিশ্চয়ই নিনিয়ান সুরু করেছে? যাই হোক, এর জবাব এখুনি দিয়ে দেওয়া দরকার! হ্যাঁ এলিজাবেথ, যে সম্ভাবনার কথাটা তুমি বললে, সে-সম্পর্কে একের চেয়ে অনেক বেশী মুহূর্ত আমি চিন্তা করেছি—এবং আমি স্থির করেছি যে, ভবিষ্যৎ জীবনে আমি মিসেস লিঙ্কনই হব।

(এই বলে সে বসে পড়ল। নিনিয়ান যেন বলতে চাইল, "আমি তোমায় আগেই বলেছিলুম।" কিন্তু সে চুপ করেই রইল। একটা মুহূর্ত এলিজাবেথের মুখ দিয়ে কথাই বেরুল না)

এলিজাবেথ : তোমার এই চমকপ্রদ নির্বাচনের জন্যে তোমাকে বাহবা দেব, এই কি তুমি আশা কর?

মেরী : না! আমি প্রশংসাও চাইনা, নিন্দাও চাইনা।

এলিজাবেথ : (ওর দিক থেকে ফিরে) সেই ভালো—তাহ'লে আমি কিছুই করব না।

নিনিয়ান : আমার ঔৎসুক্যকে ক্ষমা কর, মেরী—ভদ্রলোকটি কি তোমার এই সঙ্কল্পের কথা জানেন?

মেরী : (নিনিয়ানের প্রতি মৃদু হেসে) এখনও পর্যন্ত জানেন না। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় তিনি এখানে আসছেন। তারপর যখন তিনি অত্যন্ত বিনয় সহকারে আমার পাণিপ্রার্থী হবেন, তখন প্রথমটায় আমি নিয়ম মাফিক চমকে যাবার ভাব দেখাব, তারপর খুব কোমল কণ্ঠে অস্ফুটস্বরে আমার সম্মতি জানাব।

এলিজাবেথ : (দুঃখিতভাবে) মেরী, তুমি এ নিয়ে বেশ পরিহাস করতে পারছ; কিন্তু আমি? —আমি এ ব্যাপারে প্রচণ্ডভাবে মর্মাহত হয়েছি। তোমায় যে কি বলব, তা আমি বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমি তোমার বড় দিদি—তোমার ভালোমন্দের জন্যে আমাদের বাবা এবং পরলোকগত মায়ের কাছে আমার একটা দায়িত্ব আছে, আমি—আমি তোমাকে মিনতি করছি, তোমার কাছে ভিক্ষে চাইছি—

মেরী : (অনেকটা কোমল ভাবে) এলিজাবেথ, আমি তোমাকে নিশ্চয় ক'রে বলছি,—ভিক্ষে চাওয়া কিংবা আদেশ করা, কিছুরই দরকার নেই—আমি আমার মন স্থির ক'রে ফেলেছি।

নিনিয়ান : তোমার সাহসকে আমি তারিফ করি মেরী, কিন্তু আমি—

এলিজাবেথ : নিনিয়ান, আমার মনে হয়, এ আলোচনাটা আমি এবং আমার বোনের মধ্যেই হওয়া উচিত।

মেরী : না। নিনিয়ানের কি বলবার আছে, আমি শুনতে চাই। (নিনিয়ানকে) কি বলছিলে ?

নিনিয়ান : দেখ, আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করছিনা। এব-এর প্রতি আমার স্নেহ কোনদিনই নিঃশেষিত হবে না—কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছা করছে, তার মধ্যে এমন কি তুমি দেখলে, যার জন্যে তাকে পতিত্বে বরণ করতে যাচ্ছ ?

মেরী : (অনিশ্চয়তার প্রথম নিদর্শন দেখিয়ে) নিনিয়ান, তোমার এ প্রশ্নের একটি পরিস্কার সোজা জবাব দিতে ইচ্ছে করছে ; কিন্তু তা আমি পারব না।

এলিজাবেথ : (মেরীর এই কথায় প্রায় লাফিয়ে উঠে) অবশ্যই পারবে না। তুমি যে অন্ধের মত ছুটে চলেছ। এ বিয়ে হ'লে তোমার ভবিষ্যৎ কি হবে, তা তুমি বুঝতেই পারছনা।

মেরী : এলিজাবেথ, তুমি ভুল করছ। এ জিনিষ নির্বোধ বন্য উদ্দাম উত্তেজনার ফলে হয়নি। নাটক-নভেল বা কোনো পঙ্গের নায়ক হিসেবে মিস্টার লিঙ্কন আমাকে আকৃষ্ট করেন নি। আমি খালি অনুভব করি যে, যত লোককে আমি আজ পর্যন্ত জেনেছি, তার মধ্যে উনিই হচ্ছেন একমাত্র লোক, যাঁর ভবিষ্যতের আমি অংশীদার হতে চাই।

এলিজাবেথ : তাকে নিয়ে তুমি যে জীবনে সুখী হবে না, এটুকু বোঝবার ক্ষমতাও তোমার নেই ? তার বংশ, তার আচার-ব্যবহার, তার সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গী ?

মেরী : আমি তথাকথিত "সুখী" বিবাহিত জীবনে কিছুতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারব না। নিরাপত্তা এবং আরাম আমার কাম্য নয়।

এলিজাবেথ : যে ধরণের জীবন যাপন করতে হবে, তাই কি তুমি চাও? একটি জীর্ণ ঘর, চাকর-বাকরের বালাই নেই—এমন জামাকাপড় পর্যন্ত পাবেনা, যা প'রে কোনো সভ্যসমাজে বের হ'তে পার।

মেরী : (তার গলা চড়িয়ে) দারিদ্র্য কি, তা আমি কোনো দিনই জানিনা। তাই গরিবানা কেমন লাগবে, তা আমি বলতে পারি না। কিন্তু এইটুকু জানি, যতদিন আমার সামনে ভবিষ্যতের রোমাঞ্চপূর্ণ অনিশ্চয়তার সম্ভাবনা আছে, যতদিন আমি জানব যে, আমার স্বামীর হাত ধরে এমন পথে এগিয়ে যাচ্ছি, যার শেষটা অজানা, ততদিন আগের জানা জীবন থেকে দুঃখ দারিদ্র্যের জীবনও আমার কাছে বরণীয়।

এলিজাবেথ : কিন্তু যে-লোক এমন কুঁড়ে যে, পথ চলতে চলতে ক্রমাগত দাঁড়িয়ে প'ড়ে রঙ-তামাশার গল্প বলে, তার সঙ্গে তুমি কতদূর এগুতে পারবে বলে মনে কর?

মেরী : আমি যদি তাকে চালাবার মত শক্ত হই, তাহ'লে সে থামবে না। এবং সেই শক্তি আমার আছে। তুমি আমার কাছ থেকে যা আশা কর, তা আমি জানি। তুমি চাও যে, নিনিয়ানের মত একটি লোককে আমি বিয়ে করি; আর ঠিক ওরই মত অনেক লোককেই আমি জানি। কিন্তু আমার আদরের নিনিয়ানকে আমার সমস্ত শ্রদ্ধা জানিয়েই বলছি, আমি ও-রকম লোক চাই না—আমি ও-ধরণের লোককে গ্রহণ করব না—কখনো না। চারদিকে বেড়া-দেওয়া বাড়ীতে তোমরা বাস কর। সাধারণ লোককে তোমাদের কাছে আসতে দিতে চাওনা, এজন্যে নয়; আসলে তোমরা নিজেরাই তোমাদের এই সঙ্কীর্ণ জীবন থেকে বেরিয়ে যেতে চাওনা বলেই এমনভাবে নিজেদের চার দিকে বেড়া তুলে দিয়েছ। কিন্তু এব্রাহাম লিঙ্কন?—সে অপরের বেড়া তৈরী করবার জন্যে কাঠ কেটেছে,

কিন্তু নিজের বাড়ীর চারদিকে সে কোনোদিনই বেড়া তৈরী করবেনা।

এলিজাবেথ : কি বলছ, মেরী ? তুমি পাগল !

মেরী : (রাগতঃভাবে) আমি বেশ বুঝতে পারছি, এসব কথা তোমার কাছে পাগলের প্রলাপ বলেই মনে হয়। তুমি এমন একজন লোককে বিয়ে করেছ, যে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, যার যথেষ্ট ধনসম্পত্তি আছে, যাকে জীবনের কোনো সমস্যার মুখোমুখী দাঁড়াতে হবে না। তুমি কোনো দিনই তোমার অবস্থার পরিবর্তন করতে কিংবা তার কোনো উন্নতি করতে একটুও চেষ্টা করনি। তোমার মনে হয়, এর আর উন্নতি হতে পারেনা ; তোমার কাছে এই হচ্ছে একেবারে চরম নিখুঁত অবস্থা। কিন্তু আমার তা মনে হয় না। আমি আমার জন্যে, আমার স্বামীর জন্যে নিত্য নতুন জীবন গ'ড়ে তোলবার সুযোগ চাই। একে তুমি পাগলামি বল ?

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা : মিস মেরী, মিস্টার লিঙ্কন এসেছেন।

এলিজাবেথ : এসে হাজির হয়েছে !

মেরী : আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

পরিচারিকা : মিস্টার লিঙ্কন, ভেতরে আসুন।

(এব ভেতরে এল। তার পরণে একটি নতুন স্যুট। চুল সযত্নে আঁচড়ানো)

এব : গুড ইভনিং, মিসেস এডওয়ার্ডস্। গুড ইভনিং, মিস টড। নিনিয়ান, গুড ইভনিং।

এলিজাবেথ : গুড ইভনিং।

মেরী : গুড ইভনিং, মিস্টার লিঙ্কন।
(অগ্নিকুণ্ডের কাছের কোচে বসল)

নিনিয়ান : *তোমাকে দেখে খুব আনন্দ হ'ল, এব।*

(এব লক্ষ্য করল যে, ঘরে উত্তেজনার আবহাওয়া ; তবু যাতে তার ওপর কোনো প্রতিক্রিয়া না হয়, সে-চেষ্টা সে করল)

এব : আসতে আমার একটু দেরী হয়ে গেল। পথে আমার এক পুরোনো বন্ধু, নিউ স্যালেমের সবচেয়ে বড় মস্তান জ্যাক্ আর্মষ্ট্রং-এর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা। তোমার তাকে মনে আছে বোধ হয়, নিনিয়ান ?

নিনিয়ান : (হেসে) নিশ্চয়ই মনে আছে। এখন সে কি করছে ?

এব : (অগ্নিকুণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে) জ্যাক ভালোই আছে। কিন্তু তার স্ত্রী, বেচারা হান্না, খুবই বিপদে পড়েছে। ওর ছেলে ডাফ খুনের আসামী—ও চায়, আমি ওর ছেলের পক্ষ সমর্থন করি। আমার মনে হয়, ছেলেটি অপরাধী ; কিন্তু পুরোনো দিনের কথা মনে ক'রে আমি মামলাটা নেব ব'লেই সাব্যস্ত করলুম—দেখি, ন্যায় বিচার এড়াবার জন্যে কতদূর কি করতে পারি !

নিনিয়ান : (হেসে) ছেলেটি বেঁচে যাবে। তোমায় বলি এব, তোমাদের মত আইন ব্যবসায়ীরা না থাকলে এই দেশটায় শান্তি থাকত।— কিন্তু এলিজাবেথ আর আমাকে মাপ কর—ছেলেরা শুতে যাবার আগে প্রার্থনা করবে, শুনতে যেতে হচ্ছে।

এব : তা—আমিও যাই তাদের প্রার্থনা শুনতে—আমার ত' ভালই লাগে।

নিনিয়ান : দোহাই ভাই, তুমি গিয়ে গল্প জুড়ে দিলে ওরা ঘুমুতে রাত করবে। এস, এলিজাবেথ।

(এলিজাবেথ অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেতে প্রস্তুত হ'ল)

এব : (এলিজবেথকে) ছেলেদের আমার হয়ে ঘুমপাড়ানী চুমো দেবেন।

নিনিয়ান : মাপ কর। তুমি এ-বাড়ীতে রয়েছ, এ তাদের না জানানোই ভালো ; নইলে তারা শুতেই যাবে না।

এলিজাবেথ : (শেষ চেষ্টা ক'রে) মেরী ! ছেলেরা ঘুমোবার আগে তাদের সঙ্গে একবার দেখা করতে যাবেনা ?

নিনিয়ান : না, না, তার দরকার নেই। মেরী এখানেই থাকুক—এব-এর কাছে।

(এলিজাবেথকে এগিয়ে নিয়ে নিনিয়ান বেরিয়ে গেল)

মেরী : (মৃদু হেসে) ছেলেদের কাছ থেকে আপনাকে তফাতে রাখার জন্যে আমি নিনিয়ানের দোষ দিই না। ওরা সকলেই আপনাকে খুব ভালবাসে।

এব : হ্যাঁ, ছেলেদের সঙ্গে বরাবরই আমি ভালোভাবে মিশতে পারি। তার কারণ, বোধহয় ওরাও আমায় লঘু ভাবেই নেয়।

মেরী : আপনি ওদের বুঝতে পারেন—এইটাই হচ্ছে বড়ো কথা। যাক, মিস্টার লিঙ্কন এখানে বসুন।

(সে নিজের পাশটিতে বসবার জন্যে ইঙ্গিত করল)

এব : ধন্যবাদ—বসছি।

(মেরীর পাশে বসবার জন্যে কোচটা পেরিয়ে যেতে পা বাড়াল। মেরী কোমল দৃষ্টিতে এব-এর দিকে তাকাল। পর্দা বন্ধ হ'ল)

[পঞ্চম দৃশ্য শেষ]

দ্বিতীয় অঙ্ক—ষষ্ঠ দৃশ্য

[ষ্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড লিঙ্কনের ল' আপিস। পঞ্চম দৃশ্যের কয়েক সপ্তাহ পরে নতুন বছরের বিকেল। এব তার চেয়ারে ব'সে ঝুঁকে প'ড়ে তার ডেস্কের দিকে তাকিয়ে আছে। তার মাথায় টুপী এবং পরণে ওভারকোট রয়েছে।

জস্ স্পীড টেবিলের ওপর আধ-বসা অবস্থায় রয়েছে। সে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে একখানি চিঠি পড়ছে। পড়া শেষ করে সে এটিকে খুব যত্নের সঙ্গে আগে যেমন ভাঁজ ছিল, সেই রকমভাবে মুড়ল এবং পরে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল]

এব : পড়া শেষ হয়েছে, জস্?

জস্ : হ্যাঁ।

এব : কি মনে হয়? ঠিক আছে?

জস্ : না, এব—আমার তা মনে হয় না।
(এব ধীরে ধীরে তার দিকে ফিরে তাকাল)
আমার মনে হয়, এ চিঠি পাঠানো ভুল হবে।

এব : আমি কি ব্যাপারটাকে যথেষ্ট নরম ক'রে লিখিনি?
(এবকে স্পষ্টই অসুখী দেখাচ্ছে, কিন্তু অত্যন্ত শান্ত নির্লিপ্তভাবে—কথা বলবার চেষ্টা করছে)

জস্ : তোমার শব্দ নির্বাচনের সঙ্গে আমার ঝগড়া নেই। আর যাই হোক, তোমার শব্দগুলি অত্যন্ত নির্ভুল। কিন্তু তোমার চিঠি লেখবার পদ্ধতিটা, এব, অত্যন্ত হৃদয়হীনতার পরিচায়ক। এটা

তোমার মত লোকের পক্ষে এমনই অশোভন যে, আমি—আমি ভেবেই পাইনা, এমনভাবে লেখবার কথাটা চিন্তা করলে কি ক'রে।

এব : এর আগেও আমি এক ভদ্রমহিলাকে ঠিক এই ভাবেই চিঠি লিখেছি —আমি তাঁর খুবই গুণগ্রাহী ছিলুম। তিনি কিন্তু আমার কাজটাকে সমর্থন করেছিলেন।

জস্ : কিন্তু ইনি অন্য ধরণের মহিলা। (সে জানলার ধারে গেল, তারপর আবার এব-এর দিকে ফিরে দাঁড়াল) মেয়েরাও যে মানুষ, আমাদেরই মত তাদেরও যে মতের পরিবর্তন হ'তে পারে, মনে হয়, এই সত্যটা তুমি মানতে চাও না। যে-মহিলাকে তুমি এই চিঠিটা লিখেছ, তিনি খালি তোমার কল্পনার মধ্যেই বিরাজ করছেন। আসলে এই চিঠিখানা মেরী টডকে লেখা হয়নি; এটা তুমি নিজেকেই লিখেছ। এর প্রতিটি পংক্তিতে তুমি নিজের দোষ স্খালনের চেষ্টা করেছ এবং নিজেরই কাছে।

এব : (উঠে অনাসক্তভাবে) তাহ'লে কি বুঝব, চিঠিটা তুমি আমার হয়ে পোঁছে দেবেনা?

জস্ : না, এব—আমি দেবনা।

এব : (রাগতভাবে) তাহ'লে অন্য কারুর হাত দিয়ে পাঠাব।

জস্ : (তীব্রভাবে) তাই পাঠিও। তুমি এখানা আচার্যের হাতেই দিতে পার। গীর্জাতে বিবাহের জন্যে যখন সকলে এসে পৌঁছুবে, তখন তিনি নিজে পাত্রীর হাতে দিয়ে দেবেন।—কিন্তু এব, আমি বলি কি, তোমার মনটা আর একটু শান্ত না হওয়া পর্যন্ত তুমি চিঠিখানা পাঠিও না।······

এব : (রাগতভাবে, জস্-এর দিকে ফিরে) যতক্ষণ পর্যন্ত না এই জিনিসটার মীমাংসা হচ্ছে, ততক্ষণ আমি শান্ত হই কি ক'রে বলতে পার? তোমার চোখজোড়া আছে কি, জস্? দেখতে পাচ্ছ না, আমি নিরাশায় ভেঙে পড়েছি?

জস্ : সে আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। তুমি যতটা ভাবছ, তোমার অবস্থা তার থেকে ঢের বেশী খারাপ ব'লে মনে হচ্ছে। আমার বিশ্বাস, তোমার একজন ভালো ডাক্তার দেখানো উচিত।

এব : (বিলির টেবিলে ব'সে) আমার রোগ ডাক্তারের চিকিৎসায় সারবে না।

জস্ : ডাক্তার ড্রেক বলে একজন ভালো লোককে জানি ; তিনি তোমার মত মনের অবস্থা যাদের হয়, তাদের চিকিৎসা করায় খুব পারদর্শী......

এব : (দুঃখিতভাবে) তাহ'লে জিনিষটা তুমি এই ভাবে নিয়েছ ? আমি যা হব ব'লে অনেকবার বলেছি, তাই হয়েছি। আমি পাগল হয়ে গিয়েছি। হাঁা—হয়ত' তুমিই ঠিক। আমার মনে হচ্ছে, আমি একটা দড়ি ধ'রে ঝুলছি এবং সেটা ছেড়ে আমাকে পড়তেই হবে—কোথায় পড়ব, তা জানিনা, প'ড়ে বাঁচব কিনা, তাও জানিনা—শুধু এইটুকু বেশ জানি যে, এই অবস্থা থেকে আমাকে বেরুতেই হবে—আমাকে মুক্তি পেতেই হবে।

(জস্ জানলার দিকে ফিরেছে ; হঠাৎ সে আবার এব-এর দিকে ঘুরে দাঁড়াল)

জস্ : নিনিয়ান এডওয়ার্ডস্ আসছে......ওকে চিঠিখানা দেখিয়ে ওর মত নাওনা······

এব : (বাধা দিয়ে) না, না ! এ সম্বন্ধে ওকে একটি কথাও বলবেনা। চিঠিটাকে সরিয়ে রাখ। এখন ওর সঙ্গে এ-বিষয়ে আলোচনা আমার সহ্য হবে না।

(জস্ চিঠিখানিকে তার পকেটে পুরল এবং কোচের দিকে এগিয়ে গেল)

জস্ : হ্যালো, নিনিয়ান।

নিনিয়ান : (নেপথ্য থেকে বলতে বলতে) হ্যালো, জস্ শুভ নববর্ষ !

(নিনিয়ান ভেতরে এল। তার পরণে একটি কাঁধের-কাছে-ফারওলা ওভারকোট—তার হাতে দুটো রূপোবাঁধানো বেতের লাঠি—একটি লাঠি একটা ব্যাগের মধ্যে—ব্যাগটিকে নিনিয়ান টেবিলের ওপর রাখল)

নিনিয়ান : শুভ নববর্ষ, এব—আসলে তোমার জীবনের শুভতম নববর্ষ !

এব : ধন্যবাদ, নিনিয়ান। আর, তোমারও শুভ নববর্ষ কামনা করি।

নিনিয়ান : (তার কোট খুলতে খুলতে) তুমি যে এটা সত্যি সত্যিই বলছ, তাতো তোমার কথা শুনে মনে হ'লনা। (সে হাত সেঁকবার জন্যে স্টোভের দিকে এগিয়ে গেল) যাই হোক, আজকের দিনে তোমায় মাপ করা যেতে পারে—মনে হচ্ছে, তুমি আজ একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছ। (হেসে, জস্-এর দিকে তাকাল) ওরে বাবা, এখানে যে রীতিমত ঠাণ্ডা ! এই স্টোভ বুঝি কোনো দিনই জ্বালান হয় না ?

এব : আগুনের সব ব্যবস্থাই আছে—দরকার হ'লে জেলে নিতে পার।

নিনিয়ান : (একটি দেশলাই জেলে) আজ নিশ্চয়ই তোমার মনটা তেমন ভালো নেই।
(সে স্টোভটি জেলে ফেলল)

জস্ : এব-এর শরীরটা ভালো নয়।

নিনিয়ান : তাই বোধ হয়। ওকে দেখে মনে হচ্ছে, ও যেন এইমাত্র কাউকে কবর দিয়ে এল।

এব : সত্যিই তাই এসেছি।

নিনিয়ান : (অবিশ্বাসের সুরে) কি ? তোমার বিয়ের দিনে সমাধি ?

জস্ : এব-এর সব থেকে পুরোনো বন্ধু, বাওলিং গ্রীণকে ওরা আজ সকালে সমাধিস্থ করেছে।

নিনিয়ান : (হতচকিত হয়ে) ওঃ ! শুনে আমি অত্যন্ত দুঃখিত, এব—ব্যাপারটা আগে থাকতে না জানার জন্যে আমার অপরাধ নিও না।

এব : নিশ্চয়ই নেব না, নিনিয়ান।
(এক মুহূর্ত নীরবতা)

নিনিয়ান : দেখ এব, আমার মনে হয়, বাওলিং যদি থাকতেন, তিনি তোমাকে তোমার নিজের এবং মেরীর আনন্দ বিধানের জন্যে তোমার এই দুঃখকে একপাশে সরিয়ে রাখতে বলতেন। আমার দুঃখু হচ্ছে, আমাদের পুরোনো বন্ধু তোমাদের মত দু'জন চমৎকার লোকের বিবাহটা চোখে দেখে যেতে পারলেন না। (বিবাহের প্রস্তুতি স্বরূপ নিনিয়ান আমোদ পরিবেশনের চেষ্টা করছেন) আমি আচার্যের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্কে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলেছি; আর ওদিকে এলিজাবেথ একটি সুন্দর ডিনারের জোগাড় করছে—কাজেই সমস্ত ব্যাপারটা যে বেশ আড়ম্বরপূর্ণভাবে নির্ঝঞ্ঝাটে হবে, সে-সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

(বিলি হার্ণডনের প্রবেশ। সে মত্ত এবং তার পকেটে একটি মদের বোতল)

ওঃ বিলি—শুভ নববর্ষ !

বিলি : মিস্টার এডয়ার্ডস্, আপনাকেও আমি ওই কথাই বলছি। (সে বোতলটিকে টেবিলের ওপর রাখল এবং কোটটি খুলে ফেলল)

নিনিয়ান : তোমার বিয়ের জন্যে আমি একটি উপহার এনেছি, এব। লুইভিলের যে জায়গা থেকে আমি নিজের জন্যে কিনেছিলুম, সেই জায়গা থেকেই এটি এসেছে।

(সে একটি ছড়ি তুলে নিয়ে বেশ গর্বিতভাবে এব-এর হাতে দিল —এবও ছড়িটি হাতে নিয়ে খুব মনোযোগ সহকারে দেখতে লাগল)

এব : খুব চমৎকার জিনিষ, নিনিয়ান এবং এর জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ দিই। (ছড়িটি নিয়ে সে নিজের ডেস্কে গেল এবং বসল)

নিনিয়ান : অবশ্য আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, তোমার জন্যে এটি আনার ব্যাপারে আমি মেরীর সম্বন্ধে চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলুম; তা ছাড়া সমস্ত ব্যাপারটা দেখতে শোভন হয়, তার

এই ইচ্ছাটাও কাজ করেছে।—এই দৃশ্যতঃ শোভনতার ব্যাপারে আমি যদি দু'একটা ব্যক্তিগত ধরণের কথা বলি, তাহ'লে জস্, আর বিলি—তোমরা নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করবে।

বিলি : (লড়বার জন্যে প্রস্তুত হয়ে) আমায় যদি চলে যেতে বলেন, তাহ'লে আমি সানন্দে......

নিনিয়ান : না, বিলি, তা নয়।—আমি এব-এর আর একজন বন্ধু হিসেবে দু'একটা কথা বলতে চাইছি—বিয়ের আগে এই আমার শেষ সুযোগ। অবশ্য এ-ক্ষেত্রে বধূটি আমাদের পরিবারেরই একজন ব'লে আমার ওপর কিছুটা দায়িত্বও বর্তেছে। (সে এব-এর কাছে গেল) তোমাদের এই মিলন সাফল্যমণ্ডিত হোক, এ আমি চাই। আর এব, যদি তুমি একটি জিনিষ মনে রাখ, তাহ'লে এ-বিবাহ সাফল্যমণ্ডিত হবেই। আমার স্ত্রীর কাছে শুনেছি, খুব ছোট-বেলাতেই মেরীর মাথায় খুব বড় বড় কল্পনা ঘুরত। ও নাকি এ-কথাও বলেছিল যে, ও যাকে বিয়ে করবে, সে একদিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হবে। (জস্-এর দিকে ফিরে) ব্যাপারটা কি জান—আমাদের দেশের প্রত্যেক ছেলেই মনে করে, সে একদিন প্রেসিডেন্ট হবে, আর প্রত্যেক মেয়েই চায়, সে প্রেসিডেন্টের বৌ হবে। কিন্তু ছেলেবেলার ঐ সব উদ্ভট কল্পনা মেরীর মাথা থেকে আজও যায়নি। সেইজন্যেই তোমাকে সাবধান ক'রে দেওয়া—ও যেন তোমার কাছে কোনোদিন কোনো বিরাট বা অসম্ভব কাজের কথা কইতে না পায়। ভগবান ওকে যে-ধরণের জীবন-যাত্রার মধ্যে এনে ফেলেছেন, তাতেই ওর সন্তুষ্ট থাকতে শেখা উচিত। এই বলেই আমি তোমাদের বিবাহ-পূর্ব পরামর্শ শেষ করলুম। (সে কোটের বোতাম আঁটল) পাঁচটার সময় তোমাদের সকলের সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে দেখা হবে—দেখো, এবকে যতখানি সুন্দর দেখানো সম্ভব, ততখানি সুন্দরই যেন ওকে দেখায়।

জস্ : গুডবাই, নিনিয়ান।

(নিনিয়ান চলে গেল। এব তার ডেস্কের দিকে ফিরে শূন্যদৃষ্টিতে

তাকিয়ে রইল। বিলি তার ডেস্ক থেকে বোতলটি এবং একটি কাপ নিয়ে নিজের জন্যে একপাত্র ঢালল। তারপর এব-এর দিকে কাপটি তুলে ধ'রে)

বিলি : মিস্টার লিঙ্কন, আমি আপনার এবং যে-ভদ্রমহিলা আপনার স্ত্রী হবেন, তাঁর স্বাস্থ্য পান করছি।

(এব কোনো জবাব দিল না। বিলি পান করার পর কাপটিকে টেবিলের ওপর রেখে দিল)

অবশ্য আমি স্বীকার করব, আপনি যে-পথ বেছে নিয়েছেন, তা আমি পছন্দ করিনি। আমার মনে হয়েছে, আপনি নিজেকে ছোট করেছেন—উঁচু, প্রতিপত্তিশালী বংশের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের জন্যে আপনি নিজের আত্মসম্মানকে পা দিয়ে মাড়িয়ে গেছেন। —এ রকম ভেবেছি ব'লে আমি দুঃখিত।

এব : তোমার দুঃখিত হবার কোনো দরকার নেই, বিলি।

বিলি : মিস টড এবং আমি যে কখনও বন্ধু হব, সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু এখন আমি দেখছি, আমাদের দু'জনেরই লক্ষ্য এক—বিশেষ ক'রে যখন থেকে আমি মিস্টার এডওয়ার্ডসের সতর্কবাণী শুনেছি। (তার কণ্ঠস্বর তীব্র হয়ে উঠল) সত্যিই যদি তিনি আপনাকে ক্রমেই বড় হতে দেখতে চান, সত্যিই যদি তিনি ক্রমাগত আপনাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে চান, তাহ'লে—তাহ'লে আমি বলব, ভগবান তাঁর মঙ্গল করুন এবং এই কাজে তিনি তাঁকে শক্তি দিন।

(যতক্ষণ সে কথাগুলো বলেছে, ততক্ষণ এব তার দিকে পেছু ফিরেছিল। বিলি বড় বোতলটিকে প্রায় খালি ক'রে আর এক পাত্র মদ ঢালল। এব ফিরে তার দিকে তাকাল)

এব : সমস্ত বোতলটা আজই শেষ করেছ?

বিলি : এই বোতলটা?—হ্যাঁ আজই শেষ করেছি।

জস্ : কেন করবে না ?—আজ নববর্ষ না !

বিলি : (জস্-এর দিকে তাকিয়ে) ধন্যবাদ, মিস্টার স্পীড, আমাকে সমর্থন করার জন্যে ধন্যবাদ। আমার আর একটা ইচ্ছা প্রকাশ ক'রতে দয়া ক'রে আমাকে অনুমতি দিন। (এব-এর দিকে এক পা এগিয়ে) যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এবং মিসেস্ লিঙ্কনের উদ্দেশে......(সে মদ্যপান করল)

এব : (তীক্ষ্ণভাবে) বিলি, যথেষ্ট হয়েছে—আর নয়।

বিলি : ভালো ! এই শেষবার খেলুম, যতক্ষণ না বিয়েটা হচ্ছে। তখন অবশ্য নিঃসন্দেহে এডয়ার্ডসেরা আমাদের এর থেকে ঢের ভালো, ঢের দামী জিনিষ সরবরাহ করবে। (সে বোতলটাতে টোকা মারল) ভয় নেই—সেই বিশিষ্ট সমাবেশে আমি একটুও বেচাল হবনা

এব : কিন্তু বিবাহটা হচ্ছেনা।

(বিলি এব-এর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল, পরে জস্-এর দিকে তাকাল এবং আবার ফিরে এব-এর দিকে তাকাল।)

মিস টডকে দেবার জন্যে একখানা চিঠি তোমার হাতে দিতে চাই।

বিলি : চিঠি ? কি চিঠি ?

এব : জস্, চিঠিখানা ওর হাতে দাও।

(জস্ তার পকেট থেকে চিঠিটি বার ক'রে স্টোভের মধ্যে ফেলে দিল। এব হাঁ-হাঁ ক'রে লাফিয়ে উঠল)

এ-রকম করবার তোমার কোনো অধিকার নেই।

জস্ : জানি, অধিকার নেই। কিন্তু কাজটা হয়ে গেছে।

(এব জস্-এর দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে রইল)

যে-ভাবে তাকিয়ে আছ, মনে হচ্ছে আমার ঘাড়টা মটকে দেবার মতলব আঁটছ। আর তা' করবার শক্তিও আছে তোমার, এব— অবশ্য তুমি তা' করবে না। (জস্ বিলির দিকে ফিরল)।

ঐ চিঠিটাতে মিস্টার লিঙ্কন ওঁকে মুক্তি দেবার জন্তে মিস টডকে লিখেছেন। উনি বলেছেন, ওঁর প্রতি প্রণয় নিবেদন ক'রে উনি ভুলই করেছেন এবং ওঁদের বিবাহ ওঁদের দু'জনেরই পক্ষে যন্ত্রনা ও দুর্ভোগের কারণ হবে।

এব : (অত্যন্ত দুঃখিতভাবে) এ যদি সত্যি না হয়, তাহ'লে আর কি সত্যি হ'তে পারে?

জস্ : আমি এর সত্যাসত্য নিয়ে তর্ক করছিনা। মাত্র বলছি যে, পুরুষ মানুষের মত তাঁর সামনে গিয়ে তাঁর মুখের ওপর কথাগুলো বল।

এব : সে যে আরও নিষ্ঠুরতা হবে। এতে সে আরও বেশী আঘাত পাবে। কেননা, তখন আমাকে সব কথাই বলতে হবে—যে-সব শক্ত কথা চিঠিতে লিখিনি, তাও। (ভাবাবেগে কথা কইতে লাগল) আমায় বলতে হবে—তার তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বভাবকে আমি ঘৃণা করি—সে যে আমার ওপর সওয়ার হয়ে আমাকে চাবুকের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত ক'রে আমাকে ক্রমাগত ওপর থেকে আরো ওপরে ছুটিয়ে নিয়ে যাবে, সে আমি বরদাস্ত করব না। যদি তার বুভুক্ষু আত্মা জীবনে মানসম্মানের জন্তে এতই লালায়িত, তাহ'লে সে স্টিফেন ডগলাসকে বিয়ে করুক না কেন। সেও ঐজন্তেই মাথা খুঁড়ে মরছে। আমাকে ধ'রে টানাটানি কেন?—আমি নির্ঝঞ্ঝাট থাকতে চাই।

(সে আবার বসল এবং টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ল)

জস্ : (তীব্রভাবে) ভালো কথা। —সেই কথাই তাকে বলো। তাকে পাবার জন্তে তোমার মধ্যে যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জলে উঠেছিল, তা আজ জল হয়ে গেছে, এই কথা একখানা চিঠির মারফত না ব'লে তাকে তুমি ভয় কর, এই কথা তার সামনে দাঁড়িয়ে স্বীকার করা ঢের বেশী পুরুষোচিত হবে।

(বিলি কথা বলবার জন্তে অপেক্ষা করছিল। এখন এক মুহূর্ত নীরবতার পর সে সুযোগ পেল)

বিলি : আমি কি কিছু বলতে পারি ?

এব : এই কথাবার্তার পর আর নতুন কিছু বলার মত তোমার অবস্থা আছে না কি ?

জস্ : কি কথা, বিলি ?

বিলি : (উত্তপ্ত ভাবে) মাত্র এই কথাটা। মিস্টার লিঙ্কন, আপনি মিস মেরী টডকে খালি পরিত্যাগই করছেন না, আপনি তাঁকে ভগবানের কাছে জীবন্ত উৎসর্গ রূপে ব্যবহার করছেন। আশা করছেন যে, আপনার নিজের মহৎ কর্তব্য করতে না পারার অপরাধের জন্যে আপনি এইভাবে ক্ষমা পাবেন।

লিঙ্কন : (জ্বলে উঠে) হাঁ—আমার নিজের মহৎ কর্তব্য ! আমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে, এ-কথা সকলেই ভাবে বটে, কিন্তু কেউই বলেনা —আমার কর্তব্যটা কি ?

বিলি : (প্রায় কেঁদে ফেলে) আমি বলতে পারি। যে নিজেকে আমেরিকান বলে দাবী করে, এমন প্রতিটি লোকের কর্তব্য কি, তা আমি বলে দিতে পারি। এক সময়ে যে-সব সত্যকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে হ'ত, সেই সব সত্যকে বাঁচিয়ে রাখা—সমস্ত মানুষ জন্মসূত্রে সমান, তাদের কতকগুলো অধিকার দেওয়া হয়েছে, যা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া যায় না—এই অধিকারের মধ্যে রয়েছে বাঁচবার অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, সুখানুসরণের অধিকার।

এব : (রাগতভাবে) এই সব অধিকার থেকে কি শুধু আমিই বঞ্চিত হব ?

বিলি : এই দেশে আপনারই বিশ লক্ষ ভাই ক্রীতদাস হয়ে রয়েছে জেনেও আপনি এই সব অধিকার ভোগ করতে পারেন ? আপনার ডেস্কের ওপর ঐ পতাকাটার দিকে তাকিয়ে আপনি কি আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারেন, যখন আপনি জানেন, ঐ পতাকার দশটি তারকা এমন দশটি রাজ্যের প্রতীক, যারা ঐ ক্রীতদাসদের রক্ত-মাংসের ওপর তাদের স্বত্ব-স্বামিত্ব ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে এই

যুক্তরাষ্ট্রকে ভেঙে দিতেও রাজী? আর ভবিষ্যতের সব রাজ্যের অবস্থাই বা কি? প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র পশ্চিমাঞ্চল? ওগুলো কি স্বাধীন লোকের বাসভূমি হবে? মিস্টার লিঙ্কন, এ প্রশ্নের যে-জবাব আপনি দেবেন, তাতে কি আপনি সন্তুষ্ট? এই হচ্ছে আপনার পতাকা,—মিস্টার লিঙ্কন, এর আপনি গর্ব করেন। কিন্তু এটাকে শতছিন্ন হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে আপনি কি করছেন?

(এব লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল; বিলির দিকে তাকিয়ে উচ্ছ্বসিত ভাবে বলল)

এব : আমি আমার নিজের ব্যবসা দেখি—এই হচ্ছে আমার কাজ! এবং প্রত্যেকেই যদি নিজের নিজের কাজ নিয়ে যেতে থাকে, তাহ'লে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো অনিষ্ট হ'তে পারে না। আর ঐ দাসপ্রথা—এর সম্বন্ধে ভালো ভালো পবিত্র কথা শুনে আমার বিরক্তি ধ'রে গেছে—আমি ক্লান্ত। আইন সম্বন্ধে যখন আর একটু জ্ঞান হবে, তখন জানতে পারবে, ঐ যে স্বত্ব-স্বামিত্বের কথা বললে না, সেটা সংবিধানে স্বীকৃত। আর সংবিধানের ওপরই যদি যুক্তরাষ্ট্র না দাঁড়াতে পারে, তাহ'লে তা ভেঙে যাক।

বিলি : উচ্ছন্নে যাক আপনার সংবিধান! স্বাধীনতার মানুষের যে জন্মগত অধিকার, এ হচ্ছে তার কথা; সংবিধান জন্মাবার অনেক আগে থাকতেই মানুষের এ অধিকার আছে। দেশের আইন যখন এই অধিকারকে স্বীকার করে না, তখন আইন হচ্ছে ভ্রান্ত এবং তা বদলানো দরকার—নৈতিক প্রতিবাদে যদি না হয়, জোর ক'রে তা বদলাতে হবে। স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্যে যে-কোনো পন্থাই ন্যায়সঙ্গত! আর, মিস্টার লিঙ্কন, আপনি আমাকে বলবার চেষ্টা করবেন না যে, এই কথাটা আপনার চেয়ে জগতে আর কেউ বেশী ভালো করে জানে। —আপনি ইলাইজা লাভজয় এবং আর যে-যে মহান্ প্রাণ এইসব আদর্শের জন্যে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁদের সকলের স্মৃতিকে সম্মান করেন।

এব : (তার দিক থেকে পেছু ফিরে) হাঁ—আমি তাঁদের সম্মান করি—কেননা তাঁরা বিশ্বাস করতেন, তাঁদের আদর্শের জন্যে প্রাণ দেওয়া যায়। (সে জস্-এর দিকে ফিরে বেদনাহত ভাবে বলল) আচ্ছা, জস্—আমি নিজেই গিয়ে মেরীকে সব কথা বলছি—এবং তারপরে আমি চলে যাচ্ছি।

জস্ : কোথায়, এব ?

এব : বিষণ্ণভাবে) জানিনা।
(সে বেরিয়ে গেল এবং বাইরে থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। বিলি অপেক্ষা করল—তারপর ছুটে দরজার কাছে গিয়ে দরজাটাকে খুলে ফেলল এবং এব-এর উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল)

বিলি : মিস্টার লিঙ্কন, আপনি পালিয়ে যাচ্ছেন ওপর থেকে ভগবান দেখছেন, আপনি তাঁর প্রতি, আপনার দেশের ভাইদের প্রতি এবং নিজের আত্মার প্রতি কর্তব্য করার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে পালিয়ে যাচ্ছেন।

জস্ : (বিলিকে দরজার কাছ থেকে টেনে নিয়ে) বিলি—বিলি—ওকে যেতে দাও—ও অসুস্থ।

বিলি : (টেবিলের ধারে বসে প'ড়ে) মিস্টার স্পীড, ওর জন্যে আমরা কি কিছুই করতে পারি না
(সে কাঁদতে লাগল)

জস্ : বলতে পারিনা, বিলি। (সে জানলার ধারে গিয়ে বাইরের দিকে তাকাল) ওর মনের এমন অবস্থা যে, ও এখন বহুক্ষণের জন্যে দূরে চলে যেতে চাইবে। অ্যান্ রাটলেজ মারা যাবার পর ওর এমনি ভাব হয়েছিল। ওর জন্যে আমাদের কিছুই করবার নেই, বিলি। যা কিছু করার ওকে নিজেকেই করতে হবে।

বিলি : (প্রার্থনার ভঙ্গীতে) ভগবান যেন ওকে দেখেন।

[ষষ্ঠ দৃশ্য শেষ]

দ্বিতীয় অঙ্ক—সপ্তম দৃশ্য

[নিউ সালেমের নিকটবর্তী অঞ্চল। ৬ষ্ঠ দৃশ্যের প্রায় দু'বছর বাদে—একটি শীতের সন্ধ্যা।

একটি ক্যাম্প-ফায়ারের চারদিকে কয়েকটা প্যাকিং বাক্স, গোল ক'রে গোটানো কয়েকটা কম্বল, আর একটা পুরোনো তোরঙ্গ। একপাশে একটি ঢাকা মালবাহী গাড়ী এমন ভাবে রাখা রয়েছে যে, পিছনের খোলা দিকটা দেখা যাচ্ছে।

আগুনের ধারে সেথ গেল তার সাত বছরের ছেলে জিমিকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটি একটি কম্বল দিয়ে মোড়া]

জিমি : বাবা, আগুনের কাছে আমি থাকতে চাইনা—আমি পুড়ে যাচ্ছি। আমার গা থেকে কম্বলটা খুলে নাও না, বাবা।

সেথ : না, বাবা। তোমাকে চাপা দিয়ে থাকতে হবে।

জিমি : জল খাব, বাবা। একটু জল পাবনা ?

সেথ : পাবে। চুপ ক'রে থাক, জিমি। গোবি তোমার জন্যে জল আনতে গেছে। (সে বাইরে ডান দিকে তাকাল এবং দেখল যে, জ্যাক আর্মস্ট্রং আসছে) হ্যালো, জ্যাক। ভয় হয়েছিল, তুমি বুঝি হারিয়েই গেছ।

জ্যাক : (ভেতরে এসে) নিউ সালেমের কাছাকাছি আমার হারাবার ভয় নেই। ছেলে কেমন ?

সেথ : ও জল খেতে চাইছে। এব-কে পেয়েছ ?

জ্যাক : পেয়েছি। অবশ্য খানিকটা সময় লেগেছে—এক জায়গায় তো ও থাকে না। নদী পেরিয়ে ও গিয়েছিল অ্যান রাটলেজকে যেখানে কবর দেওয়া হয়েছে, সেইখানে।

সেথ : এখানে আসছে তো ?

জ্যাক : ডাক্তার চ্যাণ্ডলারকে নিয়ে আসছে—শিগ্‌গিরই এসে পড়বে। (সে জিমির কাছে এগিয়ে এল) এখন কেমন আছ, জিমি ?

জিমি : পুড়ে যাচ্ছি......
(অ্যাগি এসেই জ্যাককে দেখতে পেল)

অ্যাগি : ওঃ, আমি বাঁচলুম—আপনি ফিরে এসেছেন, মিস্টার আর্মস্ট্রং !

জ্যাক : মিসেস গেল, শিগ্‌গিরই একজন ডাক্তার আসবেন।

অ্যাগি : তার জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ। সেথ, জিমিকে গাড়ীর মধ্যে নিয়ে এস। আমি ওর জন্যে একটি সুন্দর নরম বিছানা করে রেখেছি।

সেথ : শুনতে পাচ্ছ, জিমি ? মা তোমার শোবার জন্যে একটি বিছানা করেছেন—শুয়ে খুব আরাম পাবে।
(অ্যাগি ওয়াগনের মধ্যে চলে গেল। সেথ জিমিকে তার হাতে দিল)

জ্যাক : ওর অসুখটা বেড়েছে—নয় ?

সেথ : (হতাশভাবে) হ্যাঁ, ভাই। তুমি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্বরটা খুব বেড়ে উঠেছে। এব এসে পড়লে বাঁচি—সে সব সময়েই একটা না একটা কিছু করতে পারে, যাতে বিশ্বাস ফিরে পাওয়া যায়।

জ্যাক : তুমি ত' আট ন' বচ্ছর তাকে দেখনি।—এখন তাকে দেখলে অবাক হয়ে যাবে। স্প্রীংফিল্ডে যাওয়ার পর সে অনেক বদলে গেছে। সেখানে সে বেশ উঁচুতেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল, তবে সম্প্রতি খানিকটা পড়ে গেছে। সে এখন আর আগেকার মত রং-তামাশা করে না।

সেথ : দেখ, আমার মনে হয়, আমাদের সকলকেই বদলাতে হবে।
(গোবিকে ফিরতে দেখে সে উঠে দাঁড়াল)
অ্যাগি !
(গোবি, একটি নিগ্রো, এক বালতি জল নিয়ে এল। ওয়াগন থেকে অ্যাগি দেখা দিল)
গোবি, জল নিয়ে এসেছে।

গোবি : হ্যাঁ, মিস অ্যাগি—এই নিন।
(জলের বালতিটা তার হাতে দিল)

অ্যাগি : ধন্যবাদ, গোবি
(আবার ওয়াগনের ভিতরে চ'লে গেল)

গোবি : জিমি এখন কেমন আছে, মিস্টার সেথ ?

সেথ : একই রকম আছে।

গোবি : (মাথা নেড়ে) যাই, রান্নার জন্যে আর খানিকটা জল আনিগে।
(সে আর একটি বালতি তুলে নিয়ে চলে গেল)

সেথ : (জ্যাককে) এ-রকম ভাবে ভ্রমণ করার সময় ছেলেটা অসুস্থ হয়ে পড়া খুবই খারাপ। না আছে ডাক্তার, না আছে ওকে সেবা করবার কোনো উপায়।

জ্যাক : কতদিন ধ'রে পথ চলছ, সেথ ?

সেথ : তা তিনমাসের ওপর। পেনসিলভ্যানিয়া পর্বতমালাতে একটা খারাপ সময় গেছে—ভীষণ বৃষ্টি, আর প্রতিটা নদীতে বান। কতবার মনে হয়েছে, সমস্ত মতলব বিসর্জন দিয়ে ফিরে যাই। কিন্তু একবার যখন যাত্রা সুরু করেছি, তখন ফেরা ত' সহজ নয়···
(সে ডান দিকে নেপথ্যের পানে চাইল) দেখ, ঐ কি এব আসছে ?

জ্যাক : (উঠে) হ্যাঁ, ঐ তো এব।

সেথ : (উল্লসিত হয়ে) ভগবান, ভগবান! দেখ, দেখ—ষ্টোর স্যুট আর উঁচু টুপী প'রে ওকে কেমন দেখাচ্ছে !—হ্যালো, এব !

এব : হ্যালো, সেথ!
(সে ভেতরে এল এবং হৃদ্যতাপূর্ণভাবে করমর্দন করল)
তোমার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে খুব খুশী হয়েছি, সেথ!

সেথ : আমিও খুশী হয়েছি, এব।

এব : যখন শুনলুম, তুমি পশ্চিমাঞ্চলে যাচ্ছ, তখন আমার বড় আনন্দ হল। তোমার ছেলে কোথা?

সেথ : সে ঐখানে—ঐ ওয়াগনের ভেতর……
(অ্যাগি, ওয়াগন থেকে দেখা দিল)

অ্যাগি : ইনিই কি ডাক্তার?

সেথ : না, অ্যাগি—এঁরই কথা তোমাকে বলছিলুম। ইনি হচ্ছেন মিস্টার এব লিঙ্কন, আর ইনি—আমার স্ত্রী মিসেস গেল।

এব : আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশী হলুম, মিসেস গেল।

অ্যাগি : আমিও খুব খুশী হলুম, মিস্টার লিঙ্কন।

এব : ডাক্তার চ্যাণ্ডলার বাড়ীতে ছিলেন না। শুনলুম, মাঝ রাত্রি নাগাদ তিনি ফিরবেন। তখন গিয়ে আমি তাঁকে নিয়ে আসব।

সেথ : বন্ধুর কাজ করা হবে, এব।

এব : মিসেস গেল, আপনি এখন আমাকে যা করতে বলবেন, সাধ্যমত আমি তাই করব।

অ্যাগি : একটা কাজ করতে হবে—এখানে কোনো ধর্মযাজক পাওয়া যাবে কি?

সেথ : (উদ্বেগের সঙ্গে) ধর্মযাজক?

এব : তোমার জানা কেউ আছে, জ্যাক?

জ্যাক : না। এখন নিউ সালেমের কুড়ি মাইলের মধ্যে কোনো ধর্মযাজক নেই।

অ্যাগি : আমি ভেবেছিলুম, যদি একজনকে পাওয়া যেত, তাঁকে দিয়ে আমরা জিমির জন্যে একটা প্রার্থনা করাতে পারতুম।
(অ্যাগি ওয়াগনের ভেতরে ফিরে গেল। সেথ শঙ্কিতভাবে তার দিকে তাকাল)

সেথ : ও ধর্মযাজকের কথা বললে। তার মানে, ওর মনে হচ্ছে, আর বিশেষ আশা নেই।—তাই না ?

জ্যাক : ঐ দিয়ে হয়ত' একটু সান্ত্বনা খুঁজছে।

এব : সেথ, তোমার ছেলের কি খুব অসুখ ?

সেথ : হ্যাঁ, ভাই।

জ্যাক : এব, তুমি কেন প্রার্থনা কর না ! তুমি ত' সব সময়েই ভেবে কিছু না কিছু বলতে পার।

এব : দেখ, আমার মনে হয়, আমি খুব ভালো প্রার্থনা করতে পারি না। শুনে তোমরা সান্ত্বনা পাবে, আমার মত এমন কোনো কথাই আমার মনে আসছে না।

সেথ : ঠিক আছে। এটা অ্যাগির একটা খেয়াল মাত্র। তুমি বোসো, এব।

এব : (ওয়াগনের দিকে তাকিয়ে) তাহ'লে শেষ পর্যন্ত তোমার স্বপ্ন সফল হ'তে চলেছে, সেথ। তুমি আমি যে-কথা কইতুম, তুমি সেই কাজই করছ—তুমি চলছ।

সেথ : হ্যাঁ, এব। মেরীল্যাণ্ডে ভীড় বেড়েছে। আমাদের আবাদ অবধি শহর ঠেলে এসেছে। তাই—আমরা এমন জায়গায় চলেছি, যেখানে বেশী ফাঁকা জায়গা আছে। প্রায় মাস চারেক আগে আমাদের যাওয়ার খবর জানিয়ে তোমাকে চিঠি লিখেছিলুম—তাতে লিখেছিলুম, তুমি যেন এখানে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা কর। ভেবেছিলুম, তুমিও আমাদের সঙ্গী হওয়া সম্বন্ধে হয়ত' ভেবে দেখবে।

এব : তোমার চিঠি পৌঁছুতে অনেক দেরী হয়েছিল, সেথ। তখন আমি যেখানে থাকতুম, সেই ইণ্ডিয়ানা এবং কেন্টাকিতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। (*সে একটা বাক্সর ওপর বসল*) তুমি কি নেব্রাস্কাতেই বসবাস করবে?

সেথ : না, ঐ পর্যন্ত গিয়েই আমরা থামব না। আমরা এই মহাদেশের সবটা পেরিয়ে একেবারে অরেগন পর্যন্ত যাব।

এব : (*খবরটা ওর মনে যেন দাগ কাটল*) অরেগন?

জ্যাক : নিশ্চয়! ওইখানেই ত' আজকাল সকলে যাচ্ছে।

সেথ : অপর যারা অরেগনে যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে আমরা কানসাসে মিলব এইভাবে দল বেঁধে আমরা পাহাড়-পথ এবং প্রান্তর অতিক্রম করব।

এব : যে-দীর্ঘ পথ তোমরা অতিক্রম করছ, তা কল্পনারও অতীত।

সেথ : মনে হচ্ছে, হয়ত' বোকামির কাজই করা হচ্ছে—কিন্তু আমরা সেখানকার কালো মাটীর কথা এত শুনেছি, আর প্রচুর বৃষ্টি ও রোদের কথা……

জ্যাক : তুমিও কেন ওদের সঙ্গে যাও না, এব? পশ্চিমাঞ্চলের ঐ জায়গায় ক্রমেই বসতি বাড়ছে। একটা ওয়াগন জোগাড় করতে পারলে আমিও চলে যাব। সেখানে আমার মত শক্ত সমর্থ লোকের দরকার, আর কি ক'রে শান্তি রক্ষা করতে হয়, সেই কথা বলবার জন্যে দরকার তোমার মত মাথাওলা লোকের।

এব : (*নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে*) শুনতে বেশ ভালো, এ-কথা অস্বীকার করতে পারি না। আমি হয়ত' খুব বেশী দিন লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি। (*প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল*) তোমরা কি মাত্র তিনজনই, সেথ?

সেথ : হ্যাঁ—আমরা তিনজন, আর নিগ্রো গোবি।

এব : সে কি তোমার ক্রীতদাস?

সেথ : গোবি ? ক্রীতদাস ?—না, না—ও স্বাধীন। আমার বাবা ওর বাবাকে কুড়ি বছর আগে মুক্তি দিয়ে গেছেন। কিন্তু গোবি সম্বন্ধে আমাদের খুব সাবধান থাকতে হয়েছে। তুমি জান, আমরা যেখান থেকে আসছি, সেখানকার লোকেদের চিন্তা ক্রীতদাসের প্রশ্ন সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছোয়নি ; তা' ছাড়া মুক্তি পেয়েছে, এমন বহু নিগ্রোকে জোর ক'রে টেনে ভার্জিনিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং কেউ কিছু জানবার আগেই নদীপথে বিক্রী ক'রে দেওয়া হয়। আদালতে গিয়ে যদি প্রমাণ করতে যাও যে, ওরা মুক্তি-প্রাপ্ত নিগ্রো, পাজী উকীলগুলো তোমাকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে। সেইজন্যেই আমরা এ-যাত্রায় এই মুক্তাঞ্চলে রয়েছি।

এব : তোমার কি মনে হয়, অরেগন মুক্তাঞ্চল হবে ?

সেথ : নিশ্চয়ই হবে।—হতেই হবে—

এব : না' সেথ, তা নয়—তা হয়নি— (তীব্রভাবে) ওয়াশিংটনের রাজনীতিকেরা সমস্ত পশ্চিমাঞ্চলকে খণ্ডে খণ্ডে দাসব্যবসায়ীদের বেচবার পরে তা হতে পারে না।

সেথ : কিন্তু ও অঞ্চলকে মুক্ত করতেই হবে। আমাদের দেশ যদি তার নাগরিকদের দাসপ্রথার হাত থেকে রক্ষা করতে না পারে, তাহ'লে আমরা এই যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে গিয়ে কানাডার সঙ্গে যুক্ত হব ; কিংবা তার চেয়েও ভালো হবে—সেই সুদূর পশ্চিমে আমরা একটি নতুন দেশ গড়ব।

এব : (তীব্রভাবে) নতুন দেশ ?

সেথ : কেন নয় ?

এব : আমার মনে পড়ছে, বুড়ো মেন্টর গ্রেহাম একদিন আমাকে বলেছিল, যুক্তরাষ্ট্র একদিন ইওরোপের মতই কতকগুলো শত্রু-ভাবাপন্ন রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যেতে পারে।

সেথ : তা হয়ত' হোক। কিন্তু মনে রেখো, আমি এই দেশকে ভালোবাসি এবং এর জন্যে আমি যুদ্ধ করতে পারি। আমার মনে হয়, জর্জ ওয়াশিংটন এবং আর সবাই ইংলণ্ডকে ভালোবাসতেন এবং যৌবনে তার হয়ে যুদ্ধও করেছিলেন—কিন্তু যখন ওখানকার গভর্ণমেন্ট ওঁদের ওপর অন্যায় করল, তখন ওঁরা ওই দেশের সঙ্গে সম্বন্ধ চুকোতে এক মুহূর্তও দ্বিধা করেন নি।

জ্যাক : ভগবানের কৃপায় অ্যাণ্ডি জ্যাকসন যদি আবার হোয়াইট হাউসে ফিরতে পারে তাহ'লে ঐ রাজনীতিকগুলোকে ও ঘোড়ার চাবুক মেরে সোজা করবে।

এব : সেথ! তুমি, তোমার স্ত্রী এবং তোমার ছেলে—এই তিনজনকে যদি কোনো দিন হারাতে হয়, তাহ'লে সেদিনটা আমাদের মত আমেরিকাবাসীদের পক্ষে দুর্দিন।

সেথ : (ভেঙে পড়ে) আমার ছেলে!—ওহো, আমি অনেক বড় বড় কথা বলছি—কিন্তু সবই ফাঁকা কথা। ও যদি মারা যায়, তাহ'লে আর আমাদের মধ্যে এমন উৎসাহ থাকবে না যে, আমরা আরও এগিয়ে যাব। ভবিষ্যতের জন্যে পরিশ্রম ক'রে লাভ কি, যখন জানি যে, কেউ বড় হয়ে তা ভোগ করবে না? এব, তুমি আমায় ক্ষমা কর, আমার ভয় করছে।

এব : (উঠে দাঁড়ান) না, সেথ, তোমার ভয় পেলে চলবে না। আমি জানি যে, আমার মুখে ও-কথা সাজে না; কেননা সারা জীবনই আমি ভয় পেয়ে এসেছি। কিন্তু এখন তোমাকে দেখে—আর তুমি যে-সব বড় বড় কাজ করবে ব'লে পরিকল্পনা করছ, সে-সম্বন্ধে চিন্তা করে আমার নিজেকে বড় ছোট ব'লে মনে হচ্ছে। তোমার কথায় আমি অনুভব করছি যে, আমারও এমন কিছু করা উচিত, যাতে ক'রে তোমাকে এবং তোমার মত লোকেদের আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ধরে রেখে দেওয়া যায়। সেথ, তুমি তোমার যাত্রা থামিও না—কোনো কিছুর কাছেই হার স্বীকার কোরো না—কখনও পারবনা ব'লে ছেড়ে দিও না

(অ্যাগি ওয়াগন থেকে বেরিয়ে এল ; সে ভয় পেয়েছে)

অ্যাগি : সেথ !

সেথ : কি, অ্যাগি ?

অ্যাগি : ওর অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে, সেথ। ও নিশ্বাস নিতে পারছে না।

(সে কাঁদতে থাকে। সেথ ওকে জড়িয়ে ধরল)

সেথ : অত ভেবনা তুমি। ডাক্তার এসে ওকে সুস্থ ক'রে তুলবে। ঠিক আছে—ও ভালো হয়ে যাবে।

এব : মিসেস গেল, আপনি যদি চান, আমি একটু প্রার্থনা করবার চেষ্টা করতে পারি।

(ওরা ওর দিকে তাকাল)

জ্যাক : এইত' কথার মত কথা, এব।

সেথ : এব, তুমি যা-কিছু বলবে, তারই জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

(এব নিজের টুপি খুলে ফেলল। যখন সে বলতে সুরু করল, তখন গোবি এসে ঢুকল এবং শোনবার জন্যে দাঁড়াল)

এব : হে ঈশ্বর, সকল প্রাণীর পিতা, প্রার্থনা করি, এই ঢাকা ওয়াগনের মধ্যে পীড়িত অবস্থায় শায়িত এই ছোট্ট ছেলেটির প্রতি তুমি সদয় করুণানেত্রে তাকাও। ওর আপনজনেরা একটি নূতন বাসগৃহের খোঁজে দূর পথের যাত্রী—ঈশ্বর, তারা তোমারই কাজ করবে, এই পৃথিবীকে তোমার সন্তানদের বসবাসের জন্যে একটি সুন্দর স্থানে পরিণত করবে। তারা কোথায় যাচ্ছে, তা তারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এবং পথের সমস্ত বিপদের মুখোমুখী দাঁড়াতে তারা ভয় পাবে না। আমি বিনীতভাবে তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি, তাদের ছেলেটিকে তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিওনা। তাকে বেঁচে থাকবার স্বাধীনতা দাও। মৃত্যুর কারাগারে তাকে পাঠিও না। এই পৃথিবীর আনন্দ থেকে তাকে বঞ্চিত কোরোনা। তাকে

বিস্তৃত প্রান্তর, উচ্চ পর্বতমালা, সবুজ উপত্যকা এবং প্রশস্ত নদীর দৃশ্য দেখতে দাও। এই ছোট্ট ছেলেটি একজন আমেরিকাবাসী ব'লে এইসব জিনিষ তার এবং সেও এদের জিনিষ। ওর পিতৃ-পিতামহ যে-সব আদর্শের জন্যে এতকাল ধ'রে এত নিষ্ঠার সঙ্গে পরিশ্রম করেছেন, ওকেও সেই কাজ করবার জন্যে বাঁচিয়ে রাখ। ওকে বাঁচিয়ে রেখে ওকে ওর পিতৃপিতামহের শক্তি দাও। হে ঈশ্বর, আমাদের সামনে যে-কাজ রয়েছে, তা করবার জন্যে আমাদের সকলকে শক্তি দাও। যিনি সকল মানুষকে মুক্তি দেবার জন্যে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন, তোমার সেই সন্তানের নামে আমি তোমার কাছে এই করুণা ভিক্ষা করছি।—আমেন!

গোবি : (সমস্ত হৃদয় দিয়ে) আমেন!

সেথ এবং **অ্যাগি :** (মৃদুস্বরে) আমেন!

এব : (টুপিটা মাথায় পরে) প্রায় মাঝ রাত্রি হ'ল—আমি ডাক্তার ডেকে আনছি।

(সে বেরিয়ে গেল)

সেথ : ধন্যবাদ, এব।

অ্যাগি : ধন্যবাদ—ধন্যবাদ, মিস্টার লিঙ্কন।

গোবি : ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, মিস্টার লিঙ্কন!

(পর্দা ধীরে ধীরে বন্ধ হ'ল)

[সপ্তম দৃশ্য শেষ]

দ্বিতীয় অঙ্ক—অষ্টম দৃশ্য

[পুনরায় এডওয়ার্ডস্‌দের বাড়ীর বসবার ঘর। সপ্তম দৃশ্যের কিছুদিন পরে। মেরী ব'সে বই পড়ছে। কিছু পরে পরিচারিকা এল]

পরিচারিকা : মিস মেরী—মিস্টার লিঙ্কন এসেছেন।

মেরী : মিস্টার লিঙ্কন!
(নিজের ভাবাবেগকে দমন করবার জন্তে সে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে থাকল। পরে বই বন্ধ ক'রে উঠে দাঁড়াল)

পরিচারিকা : আপনি কি তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন, মিস্ মেরী ?

মেরী : হ্যাঁ, করব—এই, এখনই!
(পরিচারিকা বেরিয়ে গেল। মেরী ফিরে কোচের ওপরে বইখানাকে ফেলে দিয়ে নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করল। অগ্নিকুণ্ডের সামনে গিয়ে সে দাঁড়াল এবং এব ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে ফিরল)
আপনাকে আবার দেখতে পেয়ে খুশী হলুম, মিস্টার লিঙ্কন।

(যা বলতে এসেছে, তা যতদূর সম্ভব কম কথায় বলবার জন্তে এব বদ্ধপরিকর; আর মেরী ভদ্র হবার বা সৌজন্ত দেখাবার চেষ্টা করছে)

এব : ধন্তবাদ, মেরী। আমাকে আবার আসতে দেখে তুমি হয়ত অবাক হয়ে যাচ্ছ।

মেরী : (তাড়াতাড়ি) নিনিয়ানের বাড়ীতে আপনার জন্যে দরজা সব সময়েই খোলা, একথা আপনি নিশ্চয়ই জানেন।

এব : এখানে আমাদের শেষ দেখার সময় আমি যে-আচরণ করেছিলুম, তারপর আমি আমার নিজের কাছেই অপরাধী হয়ে পড়েছি।

মেরী : আপনি অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। জোসুয়া স্পীড আমাদের আপনার খবর দিয়ে থাকেন। আমরা আপনার জন্যে খুবই চিন্তিত।

এব : তোমাদের দয়া।

মেরী : কিন্তু এখন আপনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ; আপনি আবার আপনার কাজ সুরু করবেন এবং আবার নির্বাচনেও দাঁড়াবেন। আচ্ছা, আপনি কি করবেন, ঠিক করেছেন?

এব : আমি কিছুই ঠিক করিনি, মেরী। (সে তার সমস্ত ইচ্ছাশক্তিকে সংহত করেছে বলে মনে হচ্ছে) কিন্তু আমি তোমাকে বলতে চাই, যেদিন আমাদের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল, সেই দুঃখের দিনটিতে আমি তোমাকে যা-কিছু বলেছি, তার জন্যে আমি দুঃখিত।

মেরী : ও সম্বন্ধে আপানার কিছু বলবার দরকার নেই, মিস্টার লিঙ্কন। যা-কিছু ঘটেছে, তা আমারই দোষে ঘটেছে।

এব : (এই মন্তব্যে চমকে গিয়ে) আপনার দোষ! আমার ভয় ছিল···

মেরী : আমার আত্ম-বিশ্বাস আমাকে অন্ধ করেছিল। —আমি—আমি আপনাকে ভালোবেসেছিলুম। (তার গলার স্বর ভেঙে গেল, তবু সেংবলে চলল) এবং আমি বিশ্বাস করেছিলুম, আমি আপনাকেও ভালোবাসাতে পারব। আমি ভেবেছিলুম, আমাদের আত্মা এক হয়ে যাবে, যাতে আমার অন্তরের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার আগুন আপনার ভেতরেও জ্বলে উঠবে। আপনি একজন মানুষ হবেন এবং বহু মানুষের নেতৃত্ব করবেন। কিন্তু আপনি তা চাইলেন না।

(সে মুখ ফিরিয়ে নিল) আমি জানতুম, আপনার শক্তি আছে—কিন্তু এ আমি জানতুমনা যে, আপনার উপভোগের জন্যে যে বিচিত্র ভবিষ্যৎ আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিল, তার থেকে দূরে পালিয়ে যাবার জন্যেই আপনি সেই শক্তিকে ব্যবহার করবেন।

এব : সত্যিই মেরী, একদিন আমার সম্বন্ধে তোমার যে-বিশ্বাস ছিল, তার আমি যোগ্য ছিলুমনা। কিন্তু অবশেষে এখন সময় এসেছে, যখন আমি কাজ ক'রে সেই যোগ্যতা অর্জন করতে চাই। (মেরী তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল) যখন আমি তোমার প্রতি সেই লজ্জাজনক ব্যবহার করেছিলুম, তখন আমি এই ভেবেই তা করেছিলুম, যে, তোমার এবং আমার পথ ভিন্ন, আর কখনও তা এক হবে না। কিন্তু এখন আমি জেনেছি যে, ভুল করেছিলুম। আমি এখন বিশ্বাস করি যে, আমার পথ তোমারই পথ—সে ভালোই হোক আর মন্দই হোক—এবং আমি আবার তোমাকে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি, আমার সহধর্মিণী হবার জন্যে। আমি বেশ বুঝতে পারছি যে, এর পরেও আমাকে বরণ করবার জন্যে লোকে তোমাকে উপহাস করবে।

মেরী : (রাগতভাবে) তাতে আমি ভয় পাইনা, যদি জানি যে, শেষ পর্যন্ত আমরা জিতবই। কিন্তু যতক্ষণ না আপনি নিজে নিঃসন্দেহ হচ্ছেন, ততক্ষণ আমরা জিততে পারি না। আচ্ছা, ইতিমধ্যে এমন কি ঘটল, যাতে আপনার হৃদয়মনের এমন পরিবর্তন হ'ল ?

এব : আমার এক পুরণো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল—সে তার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে একটা ঢাকা ওয়াগনে ক'রে পশ্চিমাঞ্চলের পানে চলেছে। সে আমাকে তার সঙ্গী হতে বলল ; আমিও প্রায় তার সঙ্গে চ'লে গিয়েছিলুম। (সে থেমে মুখ ঘুরিয়ে নিল। তার গলার স্বরে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ পাচ্ছিল ; কিন্তু সে আবার তার দিকে ফিরল) কিন্তু তারপরেই জানলুম, ও পথ আমার নয়। তুমি বরাবর আমাকে যে-পথে চালাতে চেয়েছ, সেই পথেই আমাকে চলতে হবে।

মেরী : প্রতিজ্ঞা করছ যে, আর কখনও ফিরে পালিয়ে যেতে চাইবে না ?

এব : আমি প্রতিজ্ঞা করছি, মেরী—যদি তুমি আমাকে গ্রহণ কর, তাহ'লে আমি আমার বাকী জীবনটায় যা-কিছু ন্যায়,—ঈশ্বর আমাকে কোন্‌টা ন্যায়, তা দেখবার জন্যে যেমন ক্ষমতা দিয়েছেন, সেই হিসেবে যা-কিছু ন্যায়, তার জন্যে আমাকে উৎসর্গ করব।

(মেরী তার ভেতরটা দেখবার চেষ্টায় তার দিকে তাকাল। নিজে মন স্থির না ক'রে তাকে কিছুক্ষণের জন্যে একটু কষ্টও দিতে চাইল, কিন্তু পারলনা)

মেরী : আচ্ছা বেশ, তাহ'লে—আমি তোমার স্ত্রী হব। মৃত্যু যতদিন না আমাদের পৃথক করে, ততদিন তোমার পাশে থেকে যুদ্ধ করব। (সে ছুটে গিয়ে তার হাত ধরল) এব, আমি তোমায় ভালবাসি—ওঃ, আমি তোমায় ভালবাসি। আমাদের দু'জনের যা-কিছু হোক না কেন, আমি আমরণ তোমায় ভালবাসব !

(সে তার কাঁধে মুখ রেখে কাঁদছে। এব তার হাত দিয়ে তাকে আলতোভাবে জড়িয়ে ধরল। সে তার কাঁধের ওপর দিয়ে নীচের কার্পেটের দিকে তাকিয়ে রইল)

যবনিকা

[দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ]

তৃতীয় অঙ্ক—নবম দৃশ্য

[ইলিনয়ের একটি শহরের খোলা একটি মঞ্চ। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের একটি গ্রীষ্মের সন্ধ্যা।

মঞ্চের পিছন দিকে তিনখানি চেয়ার—ডানদিকের চেয়ারে বিচারপতি ষ্টিফেন, এ, ডগলাস বসে আছেন এবং বাঁ দিকের চেয়ারে রয়েছে, এব লিঙ্কন। এব একটা সিল্কের উঁচু টুপি পরে রয়েছে এবং মাঝে মাঝেই একখানা কাগজে নোট লিখছে। মধ্যের চেয়ারটি নিনিয়ানের জন্যে—সে এখন মঞ্চের সামনের দিকে রয়েছে।]

নিনিয়ান : ইলিনয় থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটের সদস্যরূপ উচ্চ পদপ্রার্থী দু'জন—বিচারপতি ষ্টীফেন, এ, ডগলাস এবং মিস্টার এব্রাহাম লিঙ্কনের নিজের নিজের পক্ষের প্রধান যুক্তিগুলি আমরা শুনেছি। সমগ্র জাতির দৃষ্টি এখন আমাদের এই রাজ্যের ওপর—। তার কারণ হচ্ছে, ইলিনয়ের এই দু'জন বিখ্যাত ব্যক্তি এমনসব প্রশ্নের ওপর ধারাবাহিকভাবে বাদানুবাদের অবতারণা করেছেন, যা সমস্ত আমেরিকাবাসীর জীবন এবং আমাদের দেশের সমগ্র ভবিষ্যতের ইতিহাসকে প্রভাবান্বিত করবে। এই ধরণের বিতর্কের প্রচলিত রীতি অনুসারে এঁদের প্রত্যেকেই এখন আবার বক্তৃতা করবেন।... বিচারপতি ডগলাস···

(নিনিয়ান আসন গ্রহণ করল ডগলাস সামনের দিকে এগিয়ে এল।—ডগলাস নিজের ক্ষমতার ওপর আস্থাবান)

ডগলাস : আমার বন্ধু নাগরিকগণ, আমার বন্ধু, মিস্টার লিঙ্কন তাঁর চিরা-চরিত মনোহর সরলতা এবং স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার সঙ্গে আপনাদের কাছে বক্তৃতা করেছেন। তিনি এমন কি তাঁর বক্তৃতার

খানিকটা অংশ রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে না হোক, মানুষ হিসেবে আমার সদ্‌গুণাবলীর ওপর তাঁর সহৃদয় মন্তব্য প্রকাশে ব্যয়িত করেছেন। এর জন্যে আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু এই সঙ্গে মনে রাখবেন যে, তিনি যে এত যত্নের সঙ্গে তাঁর অন্তরের শুভেচ্ছা প্রকাশ করলেন, সেইটেই ওঁর আসল মনোভাব নয়। সেক্সপীয়ারের ব্রুটাসের মতই মিস্টার লিঙ্কনও একজন মাননীয় ব্যক্তি। এবং ঐ ব্রুটাসেরই মত তিনি যখন একজন মানুষ আদৌ আশা করে না, ঠিক সেই সময় তাকে ছুরিকাহত করবার কায়দায় সুনিপুণ। ভদ্রমহোদয়গণ, আমার দিকে চেয়ে দেখুন—আমার দেহ ক্ষতবিক্ষত। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি আমার পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। বোধ হয়, "সত্য" নামে শক্ত খুঁটির ওপর ভর দিয়ে আছি বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। মিস্টার লিঙ্কন তাঁর রসিকতা দ্বারা আপনাদের হাসান। আবার পরক্ষণেই দক্ষিণাঞ্চলের নিগ্রো ক্রীতদাস শ্রমিকদের দুর্ভাগ্যের ছবি এঁকে আপনাদের কাঁদান। তিনি সব সময়েই খুব নিপুণতার সঙ্গে আপনাদের সত্যের দরজা পর্যন্ত পথ দেখিয়ে নিয়ে যান, কিন্তু যেই আপনারা তার ভিতরে প্রবেশ করতে উদ্যত হন, অমনি তিনি আপনাদের মনোযোগকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নেন। একটা দৃষ্টান্ত—উত্তরাঞ্চলের শ্রমিকদের অবস্থার কথা তিনি একবারও উল্লেখ করেননি। তা করবেন কেন? হয়ত' তিনি জানেনই না যে, নিউ ইংলণ্ডের কাপড়ের কলে আজ হাজার হাজার পুরুষ এবং মেয়ে শ্রমিক ধর্মঘটের সম্মুখীন কেন তারা এই ধর্মঘট করছে? কেননা, ঐ "স্বাধীন" নাগরিকেরা কারখানাতে জানোয়ারের মত সেই ভোর থেকে রাত্রি পর্যন্ত—দিনে চৌদ্দ ঘন্টা ক'রে খাটতে বাধ্য! তারা সূর্যের মুখ পর্যন্ত দেখতে পায় না। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর এইসব অর্ধনগ্ন, অর্ধভুক্ত শ্রমিক কোথায় গিয়ে ঢোকে?—জন্তু জানোয়ারেও যে-রকম গর্তে থাকতে পারে না, সেই রকম গর্তে। এ কি ধরণের স্বাধীনতা! ম্যাসাচুসেটস্-এর অবস্থার কথা মিস্টার লিঙ্কন যদি নাও শুনে থাকেন, আমাদের

এই ইলিনয় রাজ্যে সেন্ট্রাল রেলরোডে যে একটি চাকাও ঘুরছেনা, সে-ঘটনা তাঁর নজর এড়াল কি ক'রে? সেখানেও শ্রমিকেরা ধর্মঘট করছে। কারণ? তারাও বাঁচবার মত মজুরী দাবি করছে। সারা উত্তরাঞ্চল জুড়ে এই একই ব্যাপার চলছে। ক্ষুধার্ত নরনারী অশান্তির সৃষ্টি ক'রে রাস্তার ওপর দিয়ে মিছিল ক'রে চলেছে। কেননা, তারা এমন মাইনে পায়না, যাতে ক'রে তাদের বাচ্ছাদের হাড়ের ওপর চামড়া ঢাকা থাকতে পারে। এ কি ধরণের স্বাধীনতা, কি ধরণের সাম্য? মিস্টার লিঙ্কন বার বার লাভজয় ও অপরাপর দাসপ্রথাবিরোধীর যুক্তির পুনরাবৃত্তি করেন: বলেন যে, "স্বাধীনতার ঘোষণা" সকল মানুষকে সমান ও স্বাধীন বলেছে ব'লে নিগ্রোদেরও সমান অধিকার দান করেছে। কিন্তু আমাদের সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, এ-কথা সত্য নয়। "ড্রেডস্কট মামলা"র রায়ে নিগ্রোরা উচ্চতর জাতির ক্রীতদাস হিসেবে নিম্নতর জাতি ব'লে সাব্যস্ত হয়েছে এবং সেই কারণে তারা অপর সকল সম্পত্তির মতো আমাদের সম্পত্তি ব'লেই পরিগণিত। কিন্তু মিস্টার লিঙ্কন সুপ্রীম কোর্টের সংবিধানগত ক্ষমতা নিয়ে তর্ক করেন। যদিও তিনি মুখে কিছু বলেন নি, তবু উনি বিশ্বাস করেন, "ড্রেডস্কট মামলা"র রায় অন্যায় এবং জনমতের দ্বারা এই রায়কে বাতিল করতে হবে। মিস্টার লিঙ্কন একজন আইন ব্যবসায়ী এবং আমার মনে হয়, সেইজন্যেই উনি বেশ ভালোভাবেই জানেন, সুপ্রীম কোর্টের রায়ের ওপর জনসাধারণের অনাস্থা আনবার চেষ্টা ক'রে তিনি বিদ্রোহকে জাগিয়ে তুলছেন। তিনি লোকজনকে এমনভাবে উত্তেজিত করছেন, যাতে তারা আইন-শৃঙ্খলা অমান্য ক'রে পশুশক্তির আশ্রয় নেয়। উনি ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া বাধাতে চাইছেন! এর পরিণাম একটি মাত্রই হতে পারে—রাজ্যে রাজ্যে যুদ্ধ! "ড্রেডস্কট মামলা'র রায় সম্বন্ধে তিনি আমার মতামত ব্যক্ত করতে বলেছেন এবং আমি কোনো রকম দ্বিধা না ক'রে জবাবে বলছি, "আমি সুপ্রীম কোর্টের রায়কে দেশের আইন ব'লে মনে করি এবং আমি তা মেনে চলতে চাই।" যাঁরা "বিভিন্ন জাতির মধ্যে

সাম্য" ব'লে চীৎকার করেন, যাঁরা নিগ্রোদের ভোট দিতে, তাদের সঙ্গে খেতে-শুতে, তাদের বিয়ে করতে আমাদের পরামর্শ দেন, তাঁদের উন্মত্ত প্রলাপের দ্বারা আমি আমার মত থেকে একটুও টলব না। আমি আরও বলব,—প্রতিবেশী রাজ্য সম্বন্ধে চিন্তা না ক'রে প্রত্যেক রাজ্য নিজের চরকায় তেল দিক ; আমরা যদি এই রীতি মেনে চলি, তাহ'লে মিস্টার লিঙ্কন দেখতে পাবেন, আমাদের এই মহান দেশ মুক্ত অঞ্চল এবং ক্রীতদাস অঞ্চল—এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়েও চিরকাল টিঁকে থাকবে। আমরা যেমনভাবে চলছি, তেমনি ভাবেই আমরা আমাদের সম্পদ, জনসংখ্যা ও শক্তিকে বাড়িয়ে তুলে একদিন পৃথিবীর বিস্ময় ও ভীতির কারণ হয়ে উঠব! (তিনি শ্রোতাদের দিকে রাগতভাবে তাকাবার পরে ফিরলেন এবং কপালটা মুছে নিয়ে ব'সে পড়লেন)

'নিনিয়ান: (উঠে) মিস্টার লিঙ্কন!

(এব তার সংক্ষিপ্ত লেখাগুলির ওপর চোখ বুলিয়ে নিল এবং টুপীটা খুলে ফেলে তার মধ্যে লেখা কাগজগুলো রাখল। পরে ধীরে ধীরে উঠে সামনে এগিয়ে এল এবং শান্তকণ্ঠে আবেগপূর্ণ ভাবে বলতে লাগল)

এব: বিচারপতি ডগলাস ছুরি সম্পর্কে আমার নিপুনতার প্রশংসা করেছেন। এর জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমাকে স্বীকার করতেই হবে, ঐ অস্ত্রটি দিয়ে আমি যা করতে পারি, উনি তার থেকে অনেক বেশী করতে পারেন। উনি একসঙ্গে দশটা ছুরিকে শূন্যে ছুঁড়ে খেলা দেখাতে পারেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি এত ওস্তাদ খেলোয়াড় যে, তাঁর কোনো ছুরিই পড়ে গিয়ে কাউকে আঘাত করবে না। জজ সাহেব দক্ষিণাঞ্চলের দাসপ্রথাকে ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু উত্তরাঞ্চলে সেই দাসপ্রথারই প্রসারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য এবং অঙ্গ-রাজ্য সমূহের স্বাধীন অধিকারকে একই নিঃশ্বাসে সমর্থন করেন। ওঁর ব্যাপার দেখে কেন্টাকির এক ভদ্র মহিলার কথা আমার মনে পড়ে গেল। তিনি একদিন তাঁর কুটির থেকে বেরিয়ে দেখেন, তাঁর স্বামী এক

ভীষণ ভাল্লুকের সঙ্গে লড়াই করছেন। ভাল্লুকটিই জিতছিল। স্বামী স্ত্রীকে ডেকে বললেন, "ভগবানের দোহাই আমাকে একটু সাহায্য কর।" স্ত্রী বললেন, আমি কি করতে পারি! স্বামী বললেন, "তুমি অন্ততঃ আমাকে উৎসাহ দেবার মত কিছু বল।" কিন্তু মনে হ'ল, স্ত্রী ঐ দ্বন্দ্বযুদ্ধে কারুরই পক্ষ সমর্থন করতে নারাজ। তাই তিনি চীৎকার সুরু করে দিলেন, "লড়ে যাও, স্বামী—লড়ে যাও ভাল্লুক।" যারা নিগ্রোদের ভোট দিতে বা তাদের সঙ্গে খেতে শুতে বা তাদের বিয়ে ক'রতে পরামর্শ দেয়, আপনারা তাদের কথা জজসাহেবকে বলতে শুনলেন। উনি আমাকে উদ্দেশ করে এ-কথা বলেছেন কিনা, তা আমি জানিনা। যদি তা তিনি করে থাকেন, তাহ'লে আমি বলতে পারি, একজন কৃষ্ণাঙ্গ স্ত্রীলোককে ক্রীতদাসী হিসেবে না চাওয়ার মানে এই নয় যে, আমি তাকে আমার স্ত্রীরূপে চাই। আমি ও দুইয়ের কোনো হিসেবেই তাকে চাইনা—সে যেমন আছে, তেমনি থাক। কয়েকটা বিষয়ে সে নিশ্চয়ই আমার সমান নয়, যেমন আমিও কয়েকটা বিষয়ে জজসাহেবের সমান নই। কিন্তু তাঁর স্বোপার্জিত রুটি খাবার যে জন্মগত অধিকার, সে-বিষয়ে সে আমার এবং আর সকলেরই সমান। সে তা' খাবে কিনা, এ-কথা অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করবার অপেক্ষায় থাকবে কেন? নিগ্রোদের সঙ্গে শোওয়ার কথা যখন তুলেইছেন, তখন জজসাহেব জেনে রাখুন, যেসব রাজ্যে ক্রীতদাসপ্রথা চালু রয়েছে, সেইসব রাজ্যে চার লাখেরও বেশী মিশ্রিত রক্তের ছেলের জন্ম হয়েছে—এবং দাসপ্রথার বিরোধী লোকেদের ঔরসজাত ছেলে তার মধ্যে আছে ব'লে আমার মনে হয় না। "দাসপ্রথার বিরোধী" কথাটায় আমার নিউ ইংল্যাণ্ডের কথা মনে পড়ল—এই নিউ ইংল্যাণ্ডের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। আমি বিচারপতি ডগলাসের অবগতির জন্যে বলছি, আমি সেখানে গেছি এবং কারখানা নামক সেই আনন্দহীন বন্দীশালাগুলিকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি—শ্রমিকদের রাত্রির অন্ধকারে নীরবে বাড়ী ফিরতেও দেখেছি। ঐ কারখানাগুলিতে কালো ক্রীতদাসেরা যে তুলো

বাছাই করে, তাই থেকেই সাদা চামড়ার শ্রমিকেরা কাপড় তৈরী করে। এবং এই ক্রীতদাস থেকে সাদা চামড়ার শ্রমিকদের তফাৎ মাত্র দিন পঞ্চাশ সেন্টের। এই রকম অবস্থা থাকতে আমেরিকান হিসেবে আমি নিশ্চয়ই গর্ব অনুভব করতে পারি না। কিন্তু আমেরিকান হিসেবেই আমি জিজ্ঞেস করি, উত্তরাঞ্চলের ধর্মঘটী কোনো শ্রমিক কি দক্ষিণাঞ্চলের কোন ক্রীতদাসের সঙ্গে অবস্থা পরিবর্তনে রাজী আছেন? এবং আমেরিকান হিসেবে আমি বলতে পারি, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আমরা এমন একটা শাসনব্যবস্থার মধ্যে বাস করছি, যেখানে মানুষের ধর্মঘট করবার অধিকার আছে। আমি লোকেদের বিদ্রোহ করবার জন্যে উত্তেজিত করছিনা। আমার তা' করার দরকারও নেই। যারা এদেশে বাস করে, তারাই এ-দেশের মালিক। বর্তমান শাসন-ব্যবস্থাকে যদি তাদের ভালো না লাগে, তারা তার পরিবর্তন দাবি করতে পারে কিংবা তার পতন ঘটানোর অধিকারও তাদের আছে। আমাদের দেশ যাঁরা গড়েছেন, তাঁরা আমাদের যদি কিছু দিয়ে থাকেন, তাহ'লে তা এই অধিকার। আমি সুপ্রীম কোর্টের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করবার পরামর্শ দিচ্ছি না। আমি মাত্র বলতে চাই যে, মানুষের মীমাংসাতে প্রায়ই ভুল হয়—এবং সুপ্রীম কোর্ট ত' জন কয়েক মানুষকে নিয়েই তৈরী এবং তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই এসেছেন দক্ষিণাঞ্চলের বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী থেকে। যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত রাজ্যে নিগ্রোদের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা—কেবল সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করাই "ড্রেড স্কট মামলা"র রায়ের একমাত্র উদ্দেশ্য। এ হচ্ছে সম্পত্তির অধিকারের সঙ্গে মানবিক অধিকারের পুরণো ঝগড়া।—দুটি মৌলিক তত্ত্বের মধ্যে আবহমান কালের দ্বন্দ্ব। একটি হচ্ছে সমগ্র মানবসমাজের সাধারণ অধিকার, আর অপরটি হচ্ছে "ভগবানদত্ত" রাজকীয় ক্ষমতার অধিকার। শেষেরটি হচ্ছে সেই মনোবৃত্তি, যা বলে, "তুমি পরিশ্রম ক'রে রুটি উপার্জন কর এবং আমি তা খাব"। এই কথাগুলি কোন রাজার মুখ থেকেই বার হ'ক, যিনি তাঁর প্রজার শ্রমের ফল ভোগ ক'রে থাকেন, বা কোনো

জাতির মুখ থেকেই বার হ'ক, যারা অপর কোনো জাতিকে ক্রীতদাস রাখতে চায়—এটা আসলে হচ্ছে চণ্ডনীতি। জাতি হিসাবে আমরা গোড়াতেই বলেছি, "সকল মানুষই জন্মসূত্রে সমান।" স্বাধীনতার ঘোষণা-পত্রে এই নিয়মের কোনো ব্যতিক্রমের উল্লেখ নেই। কিন্তু বর্তমানে আমরা এই নিয়মটির এই পাঠ গ্রহণ করেছি: "নিগ্রো ছাড়া সকল মানুষই জন্মসূত্রে সমান।" যদি আমরা এই পাঠ গ্রহণ করি, তাহ'লে ভবিষ্যতে,— "নিগ্রো, বিদেশী, আমাদের ধর্ম ছাড়া অপর ধর্মাবলম্বী লোক, এবং—গরীব লোক ছাড়া সকল মানুষই জন্মসূত্রে সমান," এমন ঘোষণা যে আমরা করবনা, সে-কথার নিশ্চয়তা কি? যাঁরা দাসপ্রথাকে জীইয়ে রাখতে চান, তাঁরা আমাদের এই সিদ্ধান্তের দিকেই নিয়ে যাচ্ছেন। উত্তর এবং দক্ষিণাঞ্চলের বহু ভদ্র নাগরিকই জজসাহেবের সঙ্গে একমত হয়ে বলবেন যে, গোলমালকে খুঁচিয়ে তুলোনা, "প্রত্যেক অঙ্গ রাজ্য নিজের চরকায় তেল দিক্"—এই সিদ্ধান্তই আমাদের গ্রহণ করা উচিত। এখন এইটেই নিরাপদ পন্থা। কিন্তু আমি পরামর্শ দেব—সাবধান হ'তে। যখন তুমি তোমারই ভাইয়ের মধ্যে কাউকে ক্রীতদাস করেছ, তাকে মানুষের থেকে ছোট করেছ, তার মানবিক মর্যাদার দাবিকে স্বীকার করনি, তাকে জীবজন্তুর সামিল ক'রে তুলেছ, তখন যে-দানব তোমারই সৃষ্টি, সেই যে একদিন তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তোমাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলবেনা, এমন কথা কে বললে? স্বাধীনতার অর্থের পরিবর্তন সুরু করবার আগে তোমার নিজের ওপর তার প্রতিক্রিয়া কি হবে, সে সম্বন্ধে সাবধান থাকা উচিত। আমি যুদ্ধ বাধাবার পরামর্শ দিচ্ছি না। এখন এবং যতদিন আমি বাঁচব, ততদিন, আমি যা করবার চেষ্টা করব, তা হচ্ছে—আমাদের গণতন্ত্রের মূলে যে গুণাবলী আছে, যা আমাদের বড়ো করেছে এবং আরো বড়ো করতে পারে, সেই-গুলিকেই আপনাদের কাছে বলা এবং ক্রমাগত বলা। আমার আশঙ্কা, এই গুণাবলী এখন বিপদের সম্মুখীন হয়েছে—যাঁরা সরল

ভাবে দাসপ্রথাকে বিশ্বাস করেন, মাত্র তাঁরাই নয়, যাঁরা বিচারপতি ডগলাসের মত "যা আছে, তা থাকতে দাও" ব'লে ক্রমাগত চীৎকার করছেন, তাঁরাই বেশী ক'রে এই বিপদ বাড়িয়ে তুলেছেন। এ হচ্ছে অন্যায়ের প্রতি পিছু ফিরে থাকার নীতি এবং এই নীতিকে আমি ঘৃণা করি। দাসপ্রথা অনুচিত ব'লেই আমি একে ঘৃণা করি; জগতের ওপর আমাদের দেশের ন্যায়সঙ্গত প্রভাবকে দুর্বল ক'রে দেয় ব'লে আমি একে ঘৃণা করি। এর ফলে, সর্বত্র স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সমিতিগুলির শত্রুরা আমাদের দিকে চেয়ে হাসবে, স্বাধীনতার যথার্থ বন্ধুরা আমাদের সততা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করবে। এই অন্যায় পন্থা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের সত্য অঙ্গীকারকে অস্বীকার ক'রে এবং স্বার্থান্বেষণ ছাড়া কোনো যথার্থ কর্মপন্থা নেই, এই কথা বারংবার বিঘোষিত ক'রে আমাদের মধ্যে বহু ভালো লোককে নাগরিক স্বাধীনতার ভিত্তি-প্রস্তর স্বরূপ সত্যের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধে প্ররোচিত করছে ব'লেই বিশেষ ক'রে আমি একে ঘৃণা করি। জজ সাহেব তাঁর বক্তৃতার উপসংহারে বলেছেন, আমরা "পৃথিবীর ভীতি স্বরূপ" হতে পারি। আমার মনে হয়না যে, আমরা তা হ'তে চাই। আমার মনে হয়, আমরা বরং পৃথিবীর আলো হাওয়া পছন্দ করব। কিন্তু আমরা যতক্ষণ না পৃথিবীকে দেখাতে পারছি যে, আমরা একটি জাতিরূপে বাস ক'রে উন্নত হ'তে পারি, ততক্ষণ আমরা পৃথিবীর আলো হ'তে পারি না। এবং যদি এই অঙ্গ রাজ্যগুলি সঙ্ঘবদ্ধ থাকতে না পারে, তাহ'লে আমরা নিশ্চয়ই একটি জাতিরূপে বাস ক'রে উন্নতি সাধন করতে পারিনা। এক সম্প্রদায় থেকে আর এক সম্প্রদায়, এক জাতি থেকে আর এক জাতি, এক শ্রেণী থেকে আর এক শ্রেণীর মধ্যে স্বাধীনতার অর্থের পার্থক্য হ'তে পারে না। "আত্মকলহে সংসার টেঁকে না"। অর্ধেক ক্রীতদাস, আর অর্ধেক স্বাধীন নাগরিক নিয়ে এই রাষ্ট্র স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনা।

(এব ফিরে নিজের আসনের দিকে গেল)

(পর্দা বন্ধ হ'ল) [নবম দৃশ্য শেষ]

তৃতীয় অঙ্ক—দশম দৃশ্য

[এডওয়ার্ডস্‌দের বাড়ীর বসবার ঘর—এখন লিঙ্কনেরা এই ঘর ব্যবহার করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালের গোড়ার দিকে একদিন বিকেল বেলা।

ডান দিকের কোচে এব বসে আছে—কোলে তার সাত বছরের ছেলে ট্যাড। তার পাশে বসে আছে তার ন' বছর বয়সের ছেলে উইলি। হার্ভার্ডের ছাত্র সতেরো বছর বয়স্ক বড় ছেলে রবার্ট জানলার কাছে বসে বেশ বিজ্ঞের মত পাইপ টানছে, আর এব ছেলেদের যে-গল্প বলছে, তাই শুনছে। জোস্থয়া স্পীড বাঁদিকে বসে আছে]

এব : রাস্তাগুলো তখন খুব ভালো ছিলনা, সে কথা মনে রেখো, ট্যাড। আসলে সেগুলো ছিল মানুষ চ'লে চ'লে যে-পথ তৈরী হয়ে যায়, তাই। অন্ধকারের মধ্যে পথ খুঁজে পাওয়াই ছিল দুষ্কর!

উইলি : খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে?

এব : হ্যাঁ, খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। আমার ভয় হচ্ছিল, আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি, আর ছেলেটা মরে যাবে—আমারই দোষে ছেলেটা মরে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি ডাক্তারকে খুঁজে পেয়েছিলুম, আর তখনই তাকে আমার সঙ্গে টেনে নিয়ে গিয়েছিলুম।

উইলি : ছেলেটি মারা গিয়েছিল?

এব : না, উইলি; সে মারা যায়নি। তবে অসুখ তখন তার খুবই বাড়াবাড়ি। ডাক্তার তাকে অনেক ওষুধ খেতে দিলে।

ট্যাড : খেতে খুব খারাপ, বাবা?

এব : মনে ত' হয়, খারাপই খেতে ছিল। তবে এই ওষুধ খেয়েই সে ভাল হ'ল। আমার আর ঐ চমৎকার লোকগুলোর সঙ্গে দেখা হয়নি, তবে তাদের কাছ থেকে খবর আমি পেয়েছি। ঐ ছোট ছেলেটি তখন তোমারই বয়সী ছিল, ট্যাড; কিন্তু এখন সে একজন জোয়ান লোক—তার ছেলেই এখন তোমার মত বড়। এখন সে একটা প্রকাণ্ড বড় আবাদে থাকে—আবাদটা একটা উপত্যকায়,—বরফমোড়া পাহাড়ের চূড়ো থেকে সোজা নেমে এসেছে একটা নদী সেই উপত্যকায়।

(মেরীর প্রবেশ)

মেরী : রবার্ট, তুমি আমার বসবার ঘরে পাইপ খাচ্ছ ?

রবার্ট : (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) হ্যাঁ, মা।

(সে উঠল)

মেরী : আমার বসবার ঘরে, এমন কি আমার বাড়ীর কোথাও আমি কাউকে ধূমপান করতে দেব না, এ-কথা আমি তোমায় বলেছি এবং আমি চাই যে,……

এব : দেখ মেরী, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে-পড়া ছেলের মান রেখে কথা কইতে হয়, —বব, পাইপ নিয়ে বাইরে যাও।

রবার্ট : যাচ্ছি, বাবা।

মেরী : দ্বিতীয় বার আর এ-জিনিষ হবেনা !

রবার্ট : না, মা।

(সে বেরিয়ে গেল)

এব : এককালের জানাশোনা লোকদের গল্প বলছিলুম ছেলেদের।

মেরী : ছেলেরা, রাতের খাবারের জন্যে তৈরী হও।

(ছেলেরা যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল)

উইলি : তারপর কি হ'ল, বাবা ?

এব : কিছু না। তার পর সকলেই সুখে বাস করতে লাগল। এখন দৌড় দাও।
(উইলি ও ট্যাড ছুটে বেরিয়ে গেল)

জস্ : এখন ক'টা বেজেছে, মেরী ?

মেরী : প্রায় সাড়ে চারটে।
(পাইপের ধোঁয়া বার ক'রে দেবার জন্যে সে পর্দাগুলো নাড়ছে)

জস্ : এব, এখন সাড়ে চারটে বেজেছে। সেই লোকগুলো যে-কোনো সময় এসে পড়তে পারে।

এব : (উঠে) হ্যাঁ, তাইতো !

মেরী : (এবের দিকে তড়িৎ গতিতে ফিরে) কোন্ লোকগুলো ?

এব : পূর্বাঞ্চল থেকে কতকগুলো লোক। তাদের একজন হচ্ছে রাজনৈতিক নেতা—নাম ব্রিমিন—একজনের নাম মিস্টার স্টার্ভেসন—তিনি একজন শিল্পপতি আর একজন......

মেরী : (চমৎকৃতভাবে) হেন্‌রী, ডি, স্টার্ভেসন ?

এব : হ্যাঁ, উনিই—আর বস্টনের ধর্মযাজক ডঃ ব্যারিক

মেরী : (তীব্রভাবে) এখানে তাঁরা আসছেন কেন ?

এব : ঠিক বলতে পারছিনা। তবে মনে হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদের জন্যে আমি যোগ্য লোক কিনা, সেইটেই সম্ভবতঃ বাজিয়ে দেখতে,
(কিছুক্ষণের জন্যে মেরী কথাই কইতে পারল না)
বোধ হয়, ওরা দেখতে চায়, আমরা এখনও কাঠের গুঁড়ির তৈরী বাড়ীতে বাস করি কি না, তক্তাপোষের তলায় শূয়ার রাখা থাকে কি না···

মেরী : (রাগতভাবে) আর এই কথা তুমি আমাকে বলোনি !

এব : আমি ভুলে গিয়েছিলুম—আমি দুঃখিত, মেরী !

মেরী : আমার বাড়ীর দরজা দিয়ে আজ পর্যন্ত যত অতিথি ঢুকেছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অতিথিরা আজ আসছেন—আর সেই কথাই তুমি আমাকে বলতে ভুলে গেলে!

এব : অতিথি নয়—তারা এখানে আসছে কাজের জন্যে।

মেরী : (তিক্তসুরে) হাঁ, তবে আমার মতে, খুব দরকারী কাজের জন্যে। আমরা যেমন আছি, তেমনি তারা আমাদের দেখতে চায়—অসভ্য, অশিক্ষিত, পশ্চিমা—এমন বাড়ীতে থাকে, যেখানে চব্বিশ ঘণ্টা তামাকের গন্ধ বেরোয়।

এব : আমরা ওদের বুঝিয়ে দিতে পারি যে, আমাদের এক ছেলে হার্ভার্ডে পড়ে।

মেরী : ওঃ, যদি আমি আগে থাকতে জানতে পারতুম! যদি একটুখানি সময় দিতে তৈরী হয়ে নেবার জন্যে! তোমায় সবচেয়ে ভালো স্যুটটা পরনি কে?—আর ঐ বীভৎস পুরণো জুতো জোড়া!......

এব : মেরী, আমি—আমি একদম ভুলে গিয়েছিলুম······

মেরী : এব্রাহাম লিঙ্কন, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমি তোমার স্ত্রী না হয়ে যদি তোমার ক্রীতদাসী হতুম, তাহ'লে তুমি আমার প্রতি বেশী বিচার-বিবেচনার সঙ্গে ব্যবহার করতে। একটা মুহূর্তের জন্যেও কখনো তুমি চিন্তা করনি যে, আমরা দু'জনে যে জীবন যাপন করি, তার সম্বন্ধে আমারও কিছু স্বার্থ বা উদ্বেগ থাকতে পারে।

এব : জুতো জোড়া একটু পরিস্কার করে নিইগে, মেরী।

(এই বেদনাকর আলোচনা থেকে সরে যেতে পেয়ে সে খুশী হ'ল। মেরী তার যাওয়ার দিকে তাকাল। অশ্রুসংবরণের চেষ্টায় সে বসল)

মেরী : (তিক্তভাবে) আগাগোড়া তুমি সমস্তই দেখেছ, জোসুয়া স্পীড। যখন ও আমাকে বিয়ে করতে চাইল, ওর হৃদয়ের পরিবর্তন, আবার পুনঃ পরিবর্তন এবং তার পর থেকে আমাদের মিলিত জীবন—

আঠারো বছরের প্রত্যেকটি ঘটনাই তুমি জান। আর সকলের মত তুমিও হয়ত' ভাব, আমি একটি খাণ্ডার মেয়ে—ওর আত্মাকে আমি মেরে ফেলবার চেষ্টা করেছি, আর ওকে টেনে নামিয়েছি আমার নিজের স্তরে......

জস্‌ : (উঠে ওর কাছে গেল) না, মেরী, আমি তা ভাবি না। মনে রেখো, আমিও এব-কে চিনি।

মেরী : এব-এর মত আর একটা লোক হ'তে পারে না। যারা পৃথিবীতে বড়ো হয়েছে, তাদের সম্বন্ধে আমি পড়েছি। তাদের সবাইকে এক একটি ধাপ—এক এক ইঞ্চি উঠতে হয়েছে লড়াই ক'রে—শত্রুদের সঙ্গে লড়াই, এমন কি তাদের নিজেদের বন্ধুদের সঙ্গে বোঝাপড়ার অভাব নিয়ে লড়াই। কিন্তু ওকে তা' কখনই করতে হয়নি। ওর কখনো কোনো শত্রু হয়নি; আর ওর প্রতিটি বন্ধুর ওর ওপর পুরো আস্থা আছে। ওকে দেখবার আগেই আমার কানে এসেছিল, ওর ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল, আর ওকে একদিন দেখবার পরই সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ হয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু ও নিজে এটা বিশ্বাস করত না, কিংবা যদিও হয়ত' ভেতরে ভেতরে করত, এই ভবিষ্যতের চিন্তা করতে ও এত ভয় পেত যে, এই চিন্তাকে দূরে রাখবার জন্যে ও আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। ওর মনের মধ্যে একটা কবিতা বাসা বেঁধেছিল—একটি বন্ধুর পার্বত্যপথ, যা দিয়ে গেলে অশেষ দুঃখে পেঁছোনো যায়—আর এই কবিতাই ওর জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এতকাল ধ'রে আমি ওকে এই দুঃস্বপ্ন থেকে জাগাবার বহু চেষ্টা করেছি, কিন্তু প্রস্তরময় উপকূলের গায়ে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে যেমন ভেঙে পড়ে, আমার সব চেষ্টাই তেমনি ব্যর্থ হয়েছে। এখন ওর কাছে, ওর নিজের বাড়ীতে সুযোগ আসছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমি কি করতে পারি? ওকে এটা গ্রহণ করতেই হবে! ওর বোঝা উচিত, এই উদ্দেশ্যেই ওর জন্ম। কিন্তু ও ত' আমার কথা শুনবে না। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—এত ক্লান্ত যে, হয়ত' মরে যাব। (ওর চোখে জল এসে পড়ল) ভেবেছিলুম, ওর

যা হওয়া উচিত, তেমনি ভাবে ওকে আমি গ'ড়ে তুলতে পারব, কিন্তু কিছুই আমি করতে পারিনি—নিজেকে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলা ছাড়া—

(ও প্রবল ক্ষোভে কাঁদতে লাগল। জস্ ওর পাশে ব'সে ওর হাতটা টেনে নিল)

জস্ : (নরম সুরে) আমি সবই জানি, মেরী। তুমি শুধু শুধু নিজেকে দোষ দিচ্ছ। যিনি সকলের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন, এমন কি বিকৃত-বুদ্ধি ও পবিত্রমনা লোকেদেরও—সেই ঈশ্বরের হাতেই এব লিঙ্কনের জীবন।

(এব ফিরে এল)

এব : (তার জুতোর দিকে তাকিয়ে) মেরী, এখন বোধহয় বেশ ভালোই দেখাচ্ছে, নয়?

(সে মেরীর দিকে তাকাল। মেরী নিজের উচ্ছাস দমন করবার চেষ্টা করছে)

মেরী : তুমি ভদ্রলোকদের এখানেই অভ্যর্থনা করতে পার। আমি খাবার ঘরে তাঁদের জন্যে কিছু তৈরী করিগে।

(সে বেরিয়ে গেল। এব তার যাওয়ার দিকে তাকাল—মনে তার অস্বস্তি। কিছুক্ষণের জন্যে সব চুপচাপ। শেষে এব বললে)

এব : এ লোকগুলোকে খুব সম্ভ্রান্ত ব'লে মনে হচ্ছে।

জস্ : যে-তিনটি রাজ্য সিউয়ার্ড-এর বিপক্ষে ভোট দিতে পারে, তাদের প্রতিনিধিদের সভায় এদের মতামতই চূড়ান্ত ব'লে গৃহীত হবে।

এব : ধর, ঈশ্বরেচ্ছায় বা ভুল ক'রে ওরা আমাকেই মনোনীত করল; সে-অবস্থায় নির্বাচনে আমার জেতবার কোনো সম্ভাবনা আছে ব'লে মনে কর?

জস্ : আমার মতে তোমার অপূর্ব সুযোগ আছে। নির্বাচনে চার জন প্রার্থী পরস্পরের মধ্যে খেওখেয়ি করবে, আর সেই সুযোগে অজানা ঘোড়া আচমকা বাজী জিতে যাবে।

এব : অজানা ঘোড়া বেপথেও ত' চলে যেতে পারে।

জস্ : তোমার সে গুণের ঘাট নেই, এব—তা তুমি পার। আমিত' তোমার হয়ে কানাকড়িও বাজী ধরবনা।

এব : (হেসে) আমার মত একটা বুড়ো পরিশ্রান্ত ঘোড়াকে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা করা নিতান্ত পরিহাসের কথা। তবে আমি অনেকগুলো তেজী সওয়ার পেয়েছি—মেন্টর গ্রেহাম, বাওলিং গ্রীন, বিল হার্ণডন, তুমি আর মেরী—অবশ্য এর মধ্যে সবচেয়ে জবরদস্ত হচ্ছে মেরী।

জস্ : (এবের দিকে তাকিয়ে) আর তারা তোমার ওপর সওয়ার হয়ে নেই, এব—তাদের কাজ ফুরিয়েছে। যখন তুমি শেষ পর্যন্ত দেখলে যে, তুমি বেচারা ক্ষুদে ডগলাস-এর সঙ্গে বাজীতে দৌড়চ্ছ, তখন তুমি সকলকেই এক ঝট্‌কায় ফেলে দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে বেরিয়ে গেলে। তুমি যদি স্থির কর যে, তুমি আবার দৌড়বে, তাহ'লে ঐ জিনিষের পুনরাবৃত্তি আবার হ'তে পারে। —অবশ্য তুমি হয়ত' আর দৌড়তেই চাইবেনা।—

(দরজার ঘন্টা বেজে উঠল। জস্ উঠে দাঁড়াল)

এব : মনে হচ্ছে, ওঁরাই এলেন।

জস্ : আমি যাই, দেখিগে, যদি মেরীকে কিছু সাহায্য করতে পারি। (দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরল এবং এব-এর দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে বলল) একটা কথা তোমাকে মনে করিয়ে দি', এব—আমাদের এই দেশে অন্ততঃ তিন কোটী লোকের বাস—তাদের মধ্যে অধিকাংশই তোমার মত সাধারণ মানুষ। তারা আজ ভীষণ বিপদের মধ্যে বাস করছে—তাদের এমন লোকের দরকার, যে তোমার মত তাদের বুঝতে পারে। সেইজন্তে এই ভদ্রলোকেরা এলে তাঁদের সঙ্গে যতটা সম্ভব ভালো ব্যবহার কোরো।

(এব হাসল)

অবশ্য তোমাকে সুপরামর্শ দেওয়া বৃথা।

(জন্‌ বেরিয়ে গেল। একটি পরিচারিকা এসে দরজা খুলে দিতে স্টার্ভেসন, ব্যারিক ও ক্রিমিন ঢুকল। স্টার্ভেসন বয়স্ক এবং ধনী। ব্যারিক একজন ধর্মযাজক ; সে আস্তে আস্তে অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে কথা বলে। ক্রিমিন হচ্ছে একজন ধূর্ত রাজনীতিজ্ঞ—রসিকতার জন্যে বিখ্যাত)

এব : সোজা চলে আসুন আপনারা। আপনাকে আবার দেখে খুশী হলুম, মিস্টার ক্রিমিন।
(তারা করমর্দন করল)

ক্রিমিন : কেমন আছেন, মিস্টার লিঙ্কন। ইনি হচ্ছেন বস্টনের ডক্টার ব্যারিক, আর ইনি ফিলাডেলফিয়ার মিস্টার স্টার্ভেসন।

ডঃ ব্যারিক : মিস্টার লিঙ্কন।

স্টার্ভেসন : আমি নিজেকে সম্মানিত মনে করছি, মিস্টার লিঙ্কন।

লিঙ্কন : ধন্যবাদ। আপনারা বসুন।

স্টার্ভেসন : ধন্যবাদ।
(তাঁরা বসলেন)

ক্রিমিন : আমি ধূমপান করলে মিসেস লিঙ্কন কি খুব বেশী আপত্তি করবেন ?

লিঙ্কন : আপনি ধূমপান করুন। মিসেস লিঙ্কন আপনাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে উপস্থিত নেই ব'লে আমি দুঃখিত। তবে তিনি শিগ্‌গিরই আসছেন।
(সে বসল)

ব্যারিক : (গাম্ভীর্যসহকারে) আমি মিসেস লিঙ্কনের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব। আমি মনে করি, আপনার মত পদস্থ ব্যক্তির জীবনে স্ত্রীর দাম অনেকখানি।

এব : (হেসে নত হ'য়ে) বুঝলুম যে আপনারা এই বুনো পশ্চিমা রাজনীতিককে সস্ত্রীক তার ঘরোয়া জীবনের মধ্যে যাচাই করে দেখতে চান।

স্টার্ভেসন : একথা গোপন নেই যে, আমরা একজন প্রার্থী চাই—এমন প্রার্থী, যিনি শক্ত, রক্ষণশীল, নিরাপদ এবং এমন চতুর যে, আসছে নির্বাচন-যুদ্ধে যে-সব বড় বড় প্রশ্ন উঠবে, সেগুলোকে আল্‌তো ক'রে ছুঁয়ে চলে যেতে পারবেন। আপনার বন্ধুরা—এবং সারা দেশে এমন বন্ধু আপনার বহু আছে, যাঁরা—বিশ্বাস করেন যে, আপনিই হচ্ছেন, সেই লোক।

এব : দেখুন, মিস্টার স্টার্ভেসন, আমি আপনাকে এইটুকু বলতে পারি যে, পঁচিশ বছর আগে নিউ সালেমে আমি যখন প্রথম রাজনীতিকের ভূমিকা গ্রহণ করতে মনস্থ করি, তখনই আমি আমার বন্ধুদের বেশ ভালো করেই জানিয়ে দিয়েছিলুম যে, আমি একজন রক্ষণশীল। আজ পর্য্যন্ত কোনো দিকে একটুও না এগিয়ে আমি সে-কথা প্রমাণ করেছি।

ব্যারিক : (হেসে) তাহ'লে আপনি স্বীকার করেন যে, যাঁকে আমরা চাই, আপনি সেই লোক ?

এব : ডক্টর ব্যারিক, অতদূর পর্যন্ত আত্ম-প্রশংসায় এগিয়ে যেতে আমি পারব না। বিশেষ মিস্টার সিউয়ার্ডের মত একজন রাজনীতিক এবং ভদ্রলোককে মনোনীত করাটাও যখন আপনার হাতে। আমার মনে হয়, তিনি শুধু সম্মতই হবেন না, প্রস্তুতও রয়েছেন।

স্টার্ভেসন : হ'তে পারে। কিন্তু আপনি জানবেন, আপনার গুণাগুণ বিচারের জন্যে এ পরীক্ষা নয়। আমরা শুধু আপনাকে একটু ভালো করে জানতে চাইছি, সাধারণ ভাবে অর্থনীতি, ধর্ম এবং জাতীয় বিষয়ে আপনার বিশ্বাস সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে আরও একটু পরিষ্কার করতে চাই। প্রথমেই, একটা আলোচনা-সভায় সেনেটর ডগলাস যখন উত্তরাঞ্চলের শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেছিলেন, আপনি তখন তার উত্তরে, অত্যন্ত চতুরভাবে দক্ষিণাঞ্চলের দাসপ্রথা নিয়ে……

এব : হাঁ, হাঁ, ঘটনাটা আমার মনে আছে। জবাবে আমি বলেছিলুম,

মুক্তাঞ্চলে শ্রমিকদের যে ধর্মঘট করবার অধিকার আছে, তার জন্তে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এর মধ্যেও কোনো চালাকি ছিল না, মিস্টার স্টার্ভেসন। এত' নিছক সত্য কথা।

স্টার্ভেসন : কিন্তু এরই জন্তে আপনি শ্রমিক শ্রেণীর কাছ থেকে প্রচুর সমর্থন লাভ করেছেন এবং এটা ভালই। কিন্তু অপর দিকে আপনার বক্তৃতা আমার মত ব্যবসায়ীদের কাছে চিন্তার কারণ হয়ে পড়েছে।

এব : আমি যা বলেছি, তার সঙ্গে আর বিন্দুমাত্র যোগ দিতে পারিনা আমি তো পরিষ্কার বুঝি যে, কর্তৃপক্ষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে, দরকার হ'লে, বলপ্রয়োগ ক'রেও প্রতিবাদ করবার ক্ষমতা শ্রমিকদের আছে ; এই স্বীকৃতির ওপর আমাদের জাতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। (ব্যারিকের দিকে ফিরল) "বস্টন পার্টি"-ও এক ধরণের ধর্মঘট। আমাদের যে বিপ্লব, তাওতো ধর্মঘট

স্টার্ভেসন : এ সবই খাঁটি সত্য। কিন্তু বিপ্লবের দিন তো গত হয়েছে। এখন আমরা শিল্পপ্রসারের যুগে এসে পড়েছি—যন্ত্রের সাহায্যে সব রকম দ্রব্য সামগ্রীর বহুল উৎপাদন—রেলের লাইন, মহাদেশ জুড়ে টেলিগ্রাফ লাইন—সমস্তই বে-সরকারী প্রচেষ্টার ফল। এই সুবৃহৎ কাজে আমাদের অবাধ এবং অটল হাত থাকা দরকার। আমরা খোলাখুলি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, নির্বাচিত হ'লে আপনি কি মূলধনের স্বার্থের ওপরে শ্রমের স্বার্থের স্থান দেবেন ?

এব : সোজাসুজি বা অন্য যে-কোন ভাবেই আমি এখনি এর জবাব দিতে পারিনা। কেননা, নির্বাচিত হ'লে আমি কি করব, তা আমি এখন থেকে বলতে পারছি না।

স্টার্ভেসন : কিন্তু আপনাকে একদিক না একদিকে ঝুঁকতেই হবে।

এব : মিস্টার স্টার্ভেসন, আমার মনে হয়, আমি যে দাসপ্রথার বিরোধী, তা আপনি জানেন।

ব্যারিক : নিউ ইংলণ্ডের আমরা আপনার এই বিরোধিতার জন্তে গর্ব অনুভব

করি। আমরা আমাদের দক্ষিণাঞ্চলের বন্ধুদের ঐ ব্যাপারে অমানুষিকতার জন্যে আন্তরিকভাবে বেদনা অনুভব করি।

এব : (ব্যারিককে) কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের নিগ্রোরা যে-দাসত্ব ভোগ করেন, সে ছাড়াও অন্য ধরণের দাসত্বও আছে। আমি সব রকম দাসত্বেরই বিরোধী। (সে আবার স্টার্ভেসনের দিকে ফিরল) আমাদের শাসন-প্রণালীর ওপর আমার আস্থা আছে—যে ন্যায় এবং উদার শাসনপদ্ধতি সকলের জন্যেই পথ খুলে দেয়—সকলকেই আশা দেয় এবং সেই কারণে শ্রমিক মালিক নির্বিশেষে সকলকেই উৎসাহ দিয়ে তাদের অগ্রগতি এবং উন্নতির সহায়ক হয়।

ব্যারিক : মিস্টার লিঙ্কন, কর্তৃপক্ষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের যুদ্ধ করবার যে অধিকারকে আপনি প্রচার করেন, তাকে আমরা সমর্থন করি। কিন্তু আমি একটা কথা জানতে অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব—আপনি কি এমন একটি কর্তৃত্বকে মানেন, যার কাছে বিনা প্রশ্নে আনুগত্য স্বীকার করতে হয়?

এব : আপনি কি ঈশ্বরের কথা বলছেন?

ব্যারিক : আজ্ঞে হাঁ।

এব : আমার তো মনে হয়, তাঁর ইচ্ছার কাছে আমার নতি স্বীকার সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোন সন্দেহের কারণ ঘটেনি।

ব্যারিক : কিন্তু তাঁর যাজক-সম্প্রদায়ের প্রতি আপনার আনুগত্য সম্পর্কে যথেষ্টই সংশয় আছে ব'লে মনে হয়।

এব : এটা আমি বুঝি, ডক্টর। আমি বরাবরই কোন বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়ের সভ্য হতে অস্বীকার করেছি বলে সকলের ধারণা, আমি নাস্তিক।

ডাঃ ব্যারিক : আপনি অস্বীকারই বা করেন কেন?

এব : আমার নিজের উপাসনাধারার উপযোগী কোনো ধর্মসম্প্রদায়

আমি দেখতে পাইনি। ঐ যে বিশ্বাস সংক্রান্ত লম্বা ফিরিস্তি, যার ওপর এক একটি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ভিত্তি, তাকে আমি সত্যি সত্যিই মেনে নিতে পারিনি। কিন্তু আমি আপনার কাছে অঙ্গীকার ক'রতে পারি, ডঃ ব্যারিক, যে আমি যে-কোনো দিন অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে যে-কোনো ধর্ম সম্প্রদায়ে যোগ দিতে পারি, শুধুমাত্র ঈশ্বরের আইন মেনে চলব এই কথা স্বীকার করলেই যদি তার সভ্য হওয়া যায়। ঈশ্বরের সে আইনটি হচ্ছে—"তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত আত্মা, তেমোর সমস্ত মন দিয়ে তোমার ঈশ্বর, প্রভুকে ভালবাস। এবং নিজ জ্ঞানে তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাস।" কিন্তু—আমায় এক মিনিটের জন্যে ক্ষমা করবেন আপনারা। আমার মনে হচ্ছে, মিসেস লিঙ্কন আমাদের জন্যে কিছু তৈরী করছেন—আমি দেখিগে, যদি তাঁকে কিছু সাহায্য করতে পারি।

ক্রিমিন : নিশ্চয়ই দেখবেন, মিঃ লিঙ্কন।
(এব অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। ক্রিমিন দরজার দিকে তাকাল এবং পরে অন্যান্যদের দিকে ফিরল)
তারপর? কি বুঝছেন?

ব্যারিক : অদ্ভুত শিশুসুলভ, লোকটির নীতিনিষ্ঠা খুব উঁচুদরের। কিন্তু লোকটি নিঃসন্দেহে নাস্তিক।

স্টার্জেসন : আইন এবং শাসনপদ্ধতিতে বড় রকম পরিবর্তনের পক্ষপাতী।

ক্রিমিন : মাপ করবেন, আপনার কথায় আমার হাসি পাচ্ছে।

স্টার্জেসন : হাসতে হয়, হাসো, ক্রিমিন; কিন্তু ভদ্রলোক যে-ভাবে আমার সোজাসুজি প্রশ্নকে উড়িয়ে দিলেন, তা আমার ভালো লাগেনি। আমি তোমাদের বলছি, ডগলাসের থেকে বেশী কিছু নীতিনিষ্ঠা ওঁর নেই। উনি লোকেদের উত্তেজিত করেন।

ক্রিমিন। হ্যাঁ, তা করেন।

স্টার্জেসন : লোকটি খুব নিরাপদ নয়।

ক্রিমিন : নিরাপদ নয় ? মানে ?

স্টার্জেসন : যা বললুম, তাই। যে-লোক তার সমস্ত সময় এবং মনোযোগ জনসাধারণের অনুগ্রহ লাভের জন্যে ব্যয় করে, তার মনোবৃত্তিও ঐ জনসাধারণের মতোই হয়ে পড়ে। সে অশান্তিই প্রচার ক'রে বেড়ায়।

ক্রিমিন : আর সিউয়ার্ড ? আমরা তাকে যদি প্রার্থী দাঁড় করাই, সে সঙ্গে সঙ্গে ক্রীতদাসদের মুক্তি দাবী করবে—আর তাহ'লেই সুরু হয়ে যাবে অশান্তি। আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করুন, অর্থনীতি, ধর্ম বা অন্য যা-কিছুই বলুন, সব দিক দিয়েই এই লিঙ্কন লোকটি নিরাপদ। সব কথা বাদ দিয়ে, আমরা যে-লোকটিকে মনোনীত করব, তার সবচেয়ে বড় কি গুণ থাকা দরকার ব'লে আমরা মনে করি ?—অবধারিতভাবে সেটি হচ্ছে সোজাসুজি এই যে, সে যেন বেশী ভোট পেয়ে নির্বাচিত হতে পারে!—আর এই হচ্ছে সেই লোক, যে তা পারে। (সে নেপথ্যের দিকে দেখাল)

স্টার্জেসন : (হেসে) তোমার কথাই যেন ফলে!

ব্যায়িক : আমরা সকলেই তাই চাই।

ক্রিমিন : তাহ'লে ভোটদাতাদের চিরকেলে ভোঁতা বুদ্ধির ওপর বিশ্বাস রাখ—যার ওপর ওর প্রচুর প্রতিপত্তি। ঐ অসভ্য শ্রমিকটির মধ্যেই দেখতে পাবে এমন একটি নির্বিরোধী রাজনীতিক যে, সমস্ত চাষী সম্প্রদায়কে বোকা বানিয়ে রেখে দিতে পারে। আপনি বলছেন, ভদ্রলোক আপনার প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে গেছেন। গেছেন তো বটেই এবং নিপুণভাবে গেছেন। ভদ্রলোককে শ্রমিক সমস্যার কথা জিজ্ঞেস করলে উনি জবাব দেবেন, "আমি আমাদের শাসনতন্ত্রের ওপর আস্থা রাখি।" ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মতামত কি জিজ্ঞেস করুন, উনি বলবেন, "নিজ জ্ঞানে তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাস"। এখন, আপনাদের দু'জনের কেউই এ-

ধরণের কথা নিয়ে তর্ক করতে পারবেন না। আমি আপনাদের বলতে পারি, ঢালোয়া ভোট পাবার সম্ভাবনা আছে, এমন আর কাউকে আমি দেখিনি। ওঁর নামই যথেষ্ট—এব্রাহাম লিঙ্কন! আমাদের খাঁটি বুড়ো এব! আমরা ওঁকে এখন যা করতে বলব, তাই উনি করবেন এবং হোয়াইট হাউসে ওঁকে ঢোকাবার পরেও আমরা যা বলব, তাই উনি নির্বিচারে ক'রে যাবেন।

ব্যারিক : সাবধান ক্রিমিন!

(এব ফিরে এল)

এব : আপনারা যদি দয়া করে খাবার ঘরে আসেন, তাহ'লে মিসেস লিঙ্কন আপনাদের এক কাপ ক'রে চা খাওয়াবেন।

ব্যারিক : ধন্যবাদ।

স্টার্ভেসন : মিসেস লিঙ্কনের অনুগ্রহ।

(স্টার্ভেসন এবং ব্যারিক দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন)

এব : আর যাঁরা চাইবেন, তাঁদের জন্যে চায়ের চেয়ে জোরালোও কড়া কিছু হতে পারে।

(স্টার্ভেসন এবং বারিক চলে গেলেন। ক্রিমিন তাঁর পাইপটা রাখবার জায়গা খুঁজছেন)

এব : আপনার পাইপটা নিয়েই চলুন, মিস্টার ক্রিমিন!

ক্রিমিন : অশেষ ধন্যবাদ!

(এব-এর দিকে চেয়ে হেসে তার হাত ধরলেন এবং দুজনে বেরিয়ে গেলেন)

(পর্দা বন্ধ হল)

[দশম দৃশ্য শেষ]

তৃতীয় অঙ্ক—একাদশ দৃশ্য

[ইলিনয় স্টেট হাউসে লিঙ্কনের নির্বাচনী-প্রচার কক্ষ। ১৮৬০-এর ৬ই নভেম্বর, নির্বাচন দিবসের সন্ধ্যা।

ঘরখানি বড়—একটা লম্বা জানলা রয়েছে গাড়ী-বারান্দার দিকে—ওখান থেকে রাস্তা দেখা যায়। একটা টেবিল খবরের কাগজে, আর খবরের কাগজের প্রবন্ধে ভর্তি। অনেক চেয়ার রয়েছে।

পেছনের দেওয়ালে তেত্রিশটি রাজ্যের তালিকা টাঙানো রয়েছে। প্রত্যেক রাজ্যে নির্বাচনী-ভোট কত, তাও লেখা রয়েছে; আর তার পাশে খালি জায়গা রাখা আছে কোন্ কেন্দ্রে কত ভোট কার অনুকূলে পড়ল ইত্যাদি খবর লেখবার জন্তে। তালিকাটির পাশে কতকগুলো আলগা ধাপ রাখা আছে, যার ওপর চেপে কেউ তালিকার একেবারে ওপর দিকের "অ্যালাবামা" আর "আরক্যানসো" রাজ্য দু'টির লেখায় হাত পায়।

দেওয়ালে একটি আমেরিকান পতাকা ঝুলছে, আর রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের একটা মানচিত্র—মানচিত্রের প্রতিটি রাজ্য লাল, সাদা বা নীল পতাকা দিয়ে চিহ্নিত।

এব টেবিলের ধারে ব'সে খবরের কাগজের প্রবন্ধ পড়ছে। তার মাথায় রয়েছে টুপি এবং চোখে চশমা। মিসেস লিঙ্কন এব-এর পাশে বসে রয়েছে; তার শঙ্কিত দৃষ্টি একবার এব-এর ওপর, আবার তালিকার ওপর এবং পরক্ষণেই মানচিত্রের ওপর ঘোরাফেরা করছে। তার পরণে কোট আর টুপী।

রবার্ট লিঙ্কন তার কাছে দাঁড়িয়ে মানচিত্রটি পর্যবেক্ষণ করছে। নিনিয়ান এডওয়ার্ডস্ টেবিলের ধারেই বসে আছে, আর ক্রস্ স্পীড রাজ্য-তালিকার কাছে দাঁড়িয়ে। ওরা দু'জনেই ধূমপান করছে। বাঁ দিকের দরজাটি খোলা এবং টেলিগ্রাফ যন্ত্রের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। জানলাটি খোলা রয়েছে এবং তারই ভিতর দিয়ে নীচের পার্ক থেকে ব্যাণ্ড-বাদ্য শোনা যাচ্ছে। তা ছাড়া স্টেট হাউসের বাইরের দেওয়ালে বিভিন্ন জায়গার ভোটের খবর যাবার সঙ্গে সঙ্গে জনতার উল্লাসধ্বনিও শোনা যাচ্ছে।

মাঝে মাঝে জেড্ নামে একটি টেলিগ্রাফ অপারেটর ঘরের মধ্যে এসে প্রতিটি রাজ্যের পাশে প্রদত্ত ভোটের তালিকা বদলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। গাড়ী বারান্দার ওপর ফিল্ নামে আর একটি লোক জেড-এর কাছ থেকে সংখ্যাগুলো নিচ্ছে]

রবার্ট : মানচিত্রের ওপর ঐ ছোট ছোট পতাকাগুলো দেওয়ার মানে কি?

জস্ : লাল পতাকা দেওয়া মানে রাজ্যটি আমাদের পক্ষে। সাদা পতাকার অর্থ পক্ষে কি বিপক্ষে ঠিক জানা নেই; আর নীল পতাকা হচ্ছে ওখানে আমাদের কোনোই আশা নেই।

(জেড ভেতরে এসে ইলিনয়, মেরীল্যাণ্ড এবং নিউ ইয়র্কের সংখ্যাগুলি বদলে দিল)

নিনিয়ান : (দেখবার জন্যে উঠে) লিঙ্কন এবং ডগলাস ইলিনয়ে সমান সমান চলেছে।

(জস্ এবং রবার্টও দেখবার জন্যে এগিয়ে গেল)

জস্ : মেরীল্যাণ্ড ব্রেকেনরীজ আর বেলকেই সব ভোট দিচ্ছে।

মেরী : (উদ্বিগ্নভাবে) নিউ ইয়র্কের খবর কি?

জেড : (জানলার কাছে গিয়ে) দেখ, ফিল, তুমি যখন খবর পাচ্ছনা, তখন জানলাটা বন্ধ রাখ। আমরা এখানে একটা কথাও শুনতে পাচ্ছি না।

ফিল : বেশ কথা। কিন্তু প্রায় প্রত্যেক মিনিটেই আমাকে এটা খুলতে হবে। (সে জানলাটা বন্ধ করে দিল)

মেরী : নিউ ইয়র্ক সম্বন্ধে কি বলছে?

(জেড চ'লে গেল)

নিনিয়ান : ডগলাস—১১৭,০০০—লিঙ্কন—১০৬,০০০

মেরী : (উৎকণ্ঠিতভাবে এবকে) এব, নিউ ইয়র্কে ও জিতে যাচ্ছে।

জস্ : এখুনি নয়, মেরী। আর নিউ ইয়র্ক শহরে ডগলাসের জেতাই স্বাভাবিক।

এব : (একটি সংবাদপত্রের প্রবন্ধে মনোযোগ দিয়ে) দেখছি যে নিউ

ইয়র্ক হেরাল্ড লিখেছে, একটি কদর্য শরীরের মধ্যে আমার একটি কপট আত্মা রয়েছে।

(সে আর একটি প্রবন্ধ পড়তে সুরু করল)

নিনিয়ান : (আবার বসতে বসতে) বব, রোড আইল্যাণ্ডের পতাকাটাকে লাল থেকে সাদা করে দাও। আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে।

(রবার্ট পতাকা বদলে দিল)

মেরী : পেনসিলভ্যানিয়াকে কেমন মনে হচ্ছে, নিনিয়ান্?

নিনিয়ান : ওখানে মাথা ঘামাবার কিছু নেই, মেরী। এব-এর পক্ষে ও-রাজ্য নিরাপদ। আসলে, তোমার ভাববার কিছু নেই।

মেরী : (ঠোঁট চেপে) হুঁ। সারা সন্ধ্যে ধ'রে তুমি ঐ কথাটা বার বার আওড়াচ্ছ। কিন্তু প্রত্যেকটি নতুন খবর এলেই যখন দেখছি ডগলাস জিতছে তখন না ভেবে উপায় কি?

জস্ : কিন্তু প্রত্যেকটাতেই দেখছি এব ক্রমেই এগচ্ছে।

নিনিয়ান : নিউ ইয়র্কের সব ভোট গোনবার সময় দাও; তাহ'লেই দেখবে, হোয়াইট হাউসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছ।

মেরী : ওঃ, ওরা একটু তাড়াতাড়ি করছেনা কেন?

এব : (মেরীর কথায় কান না দিয়ে) আসবে—শিগ্‌গিরই।

(বিলি হার্ণডন ভেতরে এল। সে মদ্যপান করছিল, কিন্তু নিজেকে সংযত রেখেছে)

বিলি : নীচের লোকগুলি জ্বালিয়ে মারলে। খবরটা ভালোই হোক, আর মন্দই হোক, খবর দেওয়ালে লটকালেই হোলো—অমনি চেঁচাবে। আর প্রত্যেকটি প্রার্থীর ছবি—এমন কি, জর্জ ওয়াশিংটনের ছবি পর্যন্ত দেখে ওরা উল্লাস প্রকাশ করে।

জস্ : খুবই স্বাভাবিক। ওরা ত কাউকেই চেনেনা।

বিলি : (এব-কে) খবরের কাগজের অনেক লোক নীচে এসে জড়ো

হয়েছে। তারা জানতে চায়, আপনি নির্বাচিত হ'লে আপনার প্রথম কাজ কি?

এব : (তখনও পড়তে পড়তে) ওদের বলে দাও, আমি ভাবছি যে, আমি দাড়ি রাখব।

জস্ : দাড়ি?

নিনিয়ান : (হেসে) মাথায় ও মতলব কে ঢোকালে?

এব : (আর একটি প্রবন্ধ দেখতে দেখতে) একটি ছোট মেয়ে সেদিন আমাকে চিঠি লিখেছে। সে লিখেছে, আমাকে ভারিক্কি দেখাবার জন্যে আমার দাড়ি রাখা উচিত। যদি নির্বাচিত হই, আমাকে দাড়ি রাখতে হবে।

(জেড নতুন খবর নিয়ে এল। বিলি, নিনিয়ান, জস্ এবং রবার্ট— সবাই জেড্কে ঘিরে ধরল—দেখতে লাগল সে রিপোর্টগুলি টাঙাচ্ছে)

মেরী : এখনকার অবস্থা কি?

(জেড জানলার কাছে গিয়ে ফিল্কে কিছু খবর জানাল)

মেরী : নিউ ইয়র্ক থেকে নতুন কোন খবর এসেছে?

নিনিয়ান : কনেটিকাট—এব জিতছে। মিশুরী—ডগলাস—৩৫,০০০—বেল—৩৩,০০০ ব্রেকিন্‌রীজ—১৬,০০০,লিঙ্কন—৮...

(নীচের জনতা চীৎকার ক'রে উঠতে ফিল্ জানলা বন্ধ ক'রে দিল। জেড্ বাঁ দিকের আপিসে চ'লে গেল)

মেরী : ওদের উল্লাস কিসের?

বিলি : ওরা জানেনা!

এব : (আর একটি প্রবন্ধ হাতে নিয়ে) শিকাগো টাইম্‌স্ লিখছে, "লিঙ্কনের হৃদয় তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তার জিবও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার পাও। সব

বিষয়েই সে অকৃতকার্য! জনসাধারণ তাকে সমর্থন করতে নারাজ! তারা তাকে দেখে হাসে! জনসাধারণ ডগলাসকে চায়!"
(সে প্রবন্ধটি ফেলে দিল)

মেরী: (উঠে দাঁড়ান—তার গলা কাঁপছে) নাঃ, আমার আর সহ্য হয় না।

এব: হ্যাঁ, আমার মতে তোমার বাড়ী যাওয়াই ভালো। আমি শিগ্‌গিরই ফিরব।

মেরী: (কাঁদতে কাঁদতে) না, আমি বাড়ী যাব না। তুমি কেবলি আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিতে চাও। বিয়ের দিন থেকে তুমি বরাবর তাই করেছ, এমন কি বিয়ের আগেও। (জস্, নিনিয়ান এবং বিলির দিকে ফিরে) তোমরা সকলেই তাই করেছ—ওর যত বন্ধু আছে, সবাই। তোমরা আমাকে ঘৃণা কর। তোমরা ভাব, ওর জীবনে আমি না এলেই ভালো হ'ত।

জস্: না, মেরী।
(এব তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। তার মন দ্বিধাগ্রস্ত এবং এমন অবস্থায় নয় যে, সে মেরীর প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। সে তীক্ষ্ণভাবে পর পর সকলের মুখের দিকে তাকাল)

এব: তোমরা সকলে একটু বাইরে যাও।

নিনিয়ান: যাচ্ছি, এব।
(সে আর সবাইকে নিয়ে টেলিগ্রাফ আপিসে গেল। রবার্ট রাগতভাবে তার মার দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে গেল। এব তখন বন্য পশুর মত মেরীর দিকে ফিরল)

এব: গোল্লায় যাও তুমি! ছিঃ, ছিঃ—সকলের সামনে আমাকে এবং নিজেকেও যখন তখন এমনভাবে বোকা সাজাতে পার তুমি। ভগবান জানেন, আমাদের বাড়ীর মধ্যে, লোকের চোখের আড়ালেও আমাকে বোকা উজবুক বানানো যথেষ্টই খারাপ। কিন্তু তাই বলে এখানে—জন-সাধারণের সামনে! আর কখনো এমন

কাজ কোরোনা—শুনছ—আর কখনো এমন কাজ কোরোনা।
(মেরী হঠাৎ এব-এর মুখ থেকে এই কথা শুনে রাগ করার বদলে ভয় পেয়ে গেল)

মেরী : (ক্ষীণকণ্ঠে) এব ! তুমি আমাকে শাপমন্যি করলে ! তুমি বুঝতে পারছ, কি করেছ তুমি ? আমাকে শাপমন্যি করেছ।
(এব আবার দিব্যি দিতে যাচ্ছিল ; কিন্তু অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করল)

এব : (চাপাস্বরে) আমি হঠাৎ চটে গিয়েছিলুম, মেরী। আমি মাপ চাইছি। কিন্তু এখনো আমার মনে হয়, এই ছটফটানির চেয়ে তোমার বাড়ী যাওয়াই ভালো।
(মেরী অবিশ্বাসের সঙ্গে তার দিকে তাকাল ; পরে ফিরে দরজার দিকে গেল)

মেরী : (দরজার কাছে দাঁড়িয়ে) এই রাত্রির কথা স্বপ্ন দেখতুম, আমার বাল্যে, আমার উচ্ছল যৌবনে,—যখন স্প্রীংফিল্ডের প্রফুল্লচিত্ত তরুণেরা আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল ; কিন্তু আমি তাকেই ভালোবাসলুম, তাদের মধ্যে সব থেকে কম সম্ভাবনাপূর্ণ যার ভবিষ্যৎ। এই হচ্ছে সেই রাত্রি, যখন আমি আমার স্বামী যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, এই কথা শোনবার জন্যে কান পেতে আছি। কিন্তু যদি তিনি হনও, তবু আমার আনন্দ মাটি হয়ে গেছে—বড় দেরী হয়ে গেছে—
(দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। এব দুঃখিতভাবে তার যাওয়ার দিকে তাকাল ; পরে তাড়াতাড়ি ফিরে টেলিগ্রাফ আপিসের দরজার কাছে গিয়ে দরজাটিকে খুলে ফেলল)

এব : (ডাকল) বব !
(রবার্ট ভেতরে এল)
তোমার মার সঙ্গে যাও

রবার্ট : মার সঙ্গে যেতে হবে ?

এব : হ্যাঁ, শিগ্‌গির ! আমি বাড়ী না যাওয়া পর্যন্ত যার কাছে থাকগে। (রবার্ট চলে গেল। এব জানলার দিকে ফিরল। ফিল জানালাটা খুলল)

ফিল : মিস্টার লিঙ্কন, আপনার কি মনে হয়, আপনিই নির্বাচিত হবেন ?

এব : ওঃ, এ নিয়ে উদ্বেগের কোনো দরকার নেই।
বাইরের জনতা (গান গাইছে)

বুড়ো এব লিঙ্কন এল সমভূমি হ'তে
এল সমভূমি হ'তে
এল সমভূমি হ'তে
বুড়ো এব লিঙ্কন এল সমভূমি হ'তে
ইলিনয়ে নেমে !

(বাকী সবাই ভেতরে এল। আরও খবর নটকে দেওয়া হ'ল। জেড্‌ বেরিয়ে গেল)

মিনিয়াম : ভোট এইবার তোমার অনুকূলে আসছে, এব। নিউ ইয়র্কের ভোটেই তুমি নির্বাচিত হবে।
(এব ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। সকলেই ওকে দেখছে)

জস্ : এব, এক কাপ কফি এনে দেব ?

এব : না, জস্—ধন্যবাদ ।

মিনিয়াম : তুমি কি ধৈর্য হারিয়ে ফেলছ, এব ?

এব : না, আমি খালি ভাবছি, যদি আমি হেরে যাই, তাহ'লে মিসেস লিঙ্কন মনে বড় আঘাত পাবেন ।

মিনিয়াম : আর আমার অবস্থা ? আমি তোমার ওপর ১০,০০০ ডলার বাজী ধরেছি।

বিলি : (রাগতভাবে) কিন্তু আমার মতে, এতে ঢের গুরুতর ক্ষতি হবে আমাদের জাতির।

জন্ : তোমার কি মনোভাব হবে, এব ?

এব : (জানলার কাছের চেয়ারে বসে) আমার মনে হয়, আমার জীবনের সব চেয়ে বড় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলব।

(জেড একটি খবর নিয়ে ভেতরে এল)

জেড : এই হচ্ছে টাটকা খবর।

(নিনিয়ানের হাতে দিয়ে চ'লে গেল)

নিনিয়ান : (পড়ল) "আজ সন্ধ্যা ন'টার কিছু পরে মিস্টার অগাস্ট বেলমণ্ট ঘোষণা করেছেন যে, নিউ ইয়র্ক শহরে এবং সেই হেতু এই রাজ্যে স্টিফেন, এ, ডগলাস জয়লাভ করেছেন।"

ঝিলি : উচ্ছন্নে যাক মিস্টার বেলমণ্ট!

ক্রিমিন ধূমপান করতে করতে ভেতরে এল ; তাকে দেখে মনে হয়, সে সন্তুষ্ট

ক্রিমিন : গুড ইভনিং, মিস্টার লিঙ্কন—গুড ইভনিং, আপনাদের সবাইকে —আপনাদের সব লাগছে কেমন ?

নিনিয়ান : এইটে দেখ, ক্রিমিন।

(সে ক্রিমিনের হাতে শেষ সংবাদটি দিল)

ক্রিমিন : (হেসে) দেখছি, বেলমণ্ট শেষ অবধি লড়াই চালাবে। আমি শিকাগোতে গিয়েছিলুম। সেখানে তো আকাশে একটুও মেঘ দেখলুম না। আমি যে এই রাত্রিবেলা এসে হাজির হয়েছি, মিস্টার লিঙ্কন, সে কেবল আপনাকে চাকরী প্রার্থীদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে। তারা এরই মধ্যে নীচে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে। আসতে আসতে গুণে দেখলুম, অন্ততঃ চারজন গ্রেট ব্রিটেনের রাষ্ট্রদূত হতে চায়, আর এগারো জন রাষ্ট্র-সচিব হবে ব'লে আশা করছে।

(জেড আরও খবর টাঙাবার জন্যে এল এবং পরে ফিলকে দেবার জন্যে জানালার কাছে গেল)

বিলি: (তালিকাটা দেখতে দেখতে) নিউইয়র্ক থেকে আবার খবর এসেছে—ডগলাস ১৮৩,০০০—লিঙ্কন—১৮১,০০০!
(জেড বেরিয়ে গেল)

জস্: দেখছ, এব—প্রায় সমান সমান এসে গেছ!

ক্রিমিন: নিউ ইয়র্ক থেকে এব পরের খবরে দেখা যাবে, আপনি জিতছেন। মিস্টার লিঙ্কন, এ নির্বাচনে জয় আপনার। আমরা খুব লড়েছি এবং জিতেছি।

এব: (ঘরে পায়চারী করতে করতে) হ্যাঁ—আমরা খুব লড়েছি—নোংরা রাজনীতির ইতিহাসে জঘন্যতম নির্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যদি জিতিও, তাহ'লে হাসতে হাসতে আমার রাজনৈতিক ঋণ শোধ করতে হবে। যাঁরাই আমাকে জয়ী হ'তে সাহায্য করছেন, তাঁদের সকলকেই দাম দিতে হবে। আমার নামে যা-কিছু অঙ্গীকার করা হয়েছে—তা সে ভালোই হোক, আর মন্দই হোক—আমাকে তা পূরণ করতেই হবে।

মিনিয়াম: সবই বুঝছি, এব,—কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, তুমি জিতছ।

এব: একটুখানি বাইরে যাই।
(সে বেরিয়ে গেল)

মিনিয়াম: (আনন্দের সঙ্গে) বেচারা এব।

ক্রিমিন: আপনারা সকলেই ওঁর অনেক কালের বন্ধু; তাই যে-প্রশ্নটা আমাকে বিভ্রান্ত করছে, তার জবাব হয়ত' আপনারা দিতে পারবেন। আমার মনে হচ্ছে, উনি জিততে চান না—আমার এ-ধারণা কি ঠিক?

জস্: এর উত্তর হচ্ছে—হ্যাঁ।

ক্রিমিন: ভালো!—আমি খালি এইটুকু বলতে পারি যে, আমার কাছে এ একটা নতুন অভিজ্ঞতা।

বিলি: (যুদ্ধের ভাব নিয়ে) এই সময়ে আপনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে চান? আজকালকার খবরের কাগজ আপনি পড়েন না বুঝি?

ক্রিম্মিন: কেন?—হ্যাঁ, আমি দৈনন্দিন ঘটনা অনুসরণ করবার চেষ্টা করি।

বিলি: (অত্যন্ত রাগতভাবে) দক্ষিণ ক্যারোলাইনাতে ১০,০০০ লোককে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা হচ্ছে কেন, বোঝেন? সেখানকার শাসনকর্তা ঘোষণা করেছেন যে, মিস্টার লিঙ্কন যদি জয়লাভ করেন, তাহ'লে রাজ্যটি কালই যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হবে এবং সমস্ত দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্য ওই পথেই যাবে। এর মানে কি, বোঝেন? যুদ্ধ! গৃহযুদ্ধ! এবং এর জন্যে সমস্ত দায়িত্ব পড়বে ওঁর ওপর—একটি লোক, যে জীবনে কোনো দিন একা শান্তিতে থাকা ছাড়া আর কিছু চায়নি!

নিনিয়ান: শান্ত হও, বিলি। যাও, আর এক পাত্র খেয়ে এস।
(জেড দ্রুতবেগে ছুটে ভেতরে ঢুকল)

জেড: মিস্টার এডওয়ার্ডস্, এই নিন।
(সে নিনিয়ানের হাতে একটি সংবাদ দিল; তারপর ফিল্‌কে সেই প্রকাণ্ড সংবাদটি দেবার জন্যে জানলার দিকে ছুটে গেল)

নিনিয়ান: (পড়ল) "রাত্রি ১০-৩০ মিনিটে 'নিউইয়র্ক হেরাল্ড' স্বীকার করেছে যে, মিস্টার লিঙ্কন নিউইয়র্ক রাজ্যে অন্ততঃ ২৫,০০০ হাজার ভোট বেশী পেয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন।
(সে সংবাদটিকে ওপর দিকে ছুঁড়ে দিল)
এব জিতেছে—এব জিতেছে!
(মঞ্চের ওপর সকলেই আনন্দে চীৎকার করতে লাগল, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল এবং চড়-চাপড় মারল—পিঠ চাপড়াল)

বিলি: ধন্য ভগবান—ধন্য তুমি!

ক্রিম্মিন: আমি জানতুম—আমার কোনো সময়ে একটুও সন্দেহ হয়নি।
(জেড গাড়ী-বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটা কাগজকে লম্বা ক'রে চোঙ-এর মত পাকিয়ে তাতে মুখ রেখে চেঁচাচ্ছে)

জেড : লিঙ্কন নির্বাচিত হয়েছেন! সাধু প্রকৃতির বুড়ো এব আমাদের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট!

(নীচের জনতা থেকে প্রচণ্ড চীৎকার উঠল : এব ফিরে এল। ওরা সকলে তার দিকে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল। বিলি আনন্দে অভিভূত হয়ে কোনো কথা বলতে না পেরে খালি করমর্দন করল)

নিনিয়ান : তুমি জিতেছ, এব! তোমায় অভিনন্দন জানাচ্ছি!

ক্রিমিন : মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আমরা সকলে একটা প্রকাণ্ড কাজ করেছি।

(জেড ভেতরে এসে এব-এর কাছে গেল)

জেড : আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন, মিস্টার লিঙ্কন!

এব : (গম্ভীরভাবে) ধন্যবাদ—আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ!

(সব শেষে জস্ এব-এর করমর্দন করল)

জস্ : আমি তোমায় অভিনন্দন জানাচ্ছি, এব।

এব : ধন্যবাদ, জস্।

নিনিয়ান : ওরা কি বলছে শোনো, এব। নীচে থেকে উন্মত্ত জনতা চেঁচিয়ে কি বলছে, শোনো।

ক্রিমিন : সবই আপনার উদ্দেশ্যে, মিস্টার লিঙ্কন।

নিনিয়ান : এব, একবার বাইরে গিয়ে ওদের দেখা দাও।

এব : না, আমি ওখানে যেতে চাই না—আমার—আমার মনে হয়, আমি বাড়ী গিয়ে মেরীকে খবরটা দেব।

(সে দরজার দিকে গেল। ক্যাভানাগ নামে একটি বেঁটে, মোটা রাজ-কর্মচারী এল; তার পিছনে দু'জন সৈন্য)

ক্রিমিন : মিস্টার প্রেসিডেন্ট, ইনি হচ্ছেন ক্যাপ্টেন ক্যাভানাগ।

ক্যাভানাগ : (মাথার টুপী স্পর্শ ক'রে) মিস্টার লিঙ্কন, আপনি জয়লাভ করলে আপনার সঙ্গে থাকবার জন্যে আমার ওপর আদেশ আছে।

এব : কাপ্টেন, আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আপনাকে আমার প্রয়োজন নেই।

ক্যাভানাগ : মিস্টার লিঙ্কন, আমার বিশ্বাস, আমাদের আপনার কাছে থাকতেই হবে। আমি ভয় পাওয়াতে চাই না, কিন্তু আমার মনে হয়, আর আপনি ও জানেন, ইতিমধ্যেই আপনাকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

এব : (ক্লান্তভাবে) তা বটে—আচ্ছা—তাহ'লে গুড নাইট, জস্— নিনিয়ান—মিস্টার ক্রিমিন, বিলি ; তোমাদের শুভেচ্ছার জন্যে তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ।

(সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। সকলে খুব আস্তে গুড নাইট বললে)

ক্যাভানাগ : এক মিনিট, স্যর। দয়া ক'রে আমায় আগে যেতে অনুমতি দিন।

(সে প্রথমে বেরুল ; পরে এব ; তার পরে সৈন্য দু'জনে)

(পর্দা বন্ধ হ'ল)

[**একাদশ দৃশ্য শেষ**]

তৃতীয় অঙ্ক—দ্বাদশ দৃশ্য

[স্প্রীংফিল্ডে রেল ষ্টেশনের চত্বর। তারিখ,১৮৬১র ১১ই ফেব্রুয়ারী। ডানদিকে একটা রেল গাড়ীর পিছন দিকটা দেখা যাচ্ছে। গাড়ী থেকে বহু পতাকা ঝুলছে। বন্দুকধারী সৈন্যেরা পাহারার জন্যে মোতায়েন রয়েছে ; অবশ্য ওরা এখন 'আরামের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অপেক্ষমান জনতার উত্তেজনাপূর্ণ মৃদু গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

একজন কর্মী গাড়ীর চাকা পরীক্ষা করছে—আর একজন রেললাইন পরিষ্কার করছে। ক্যাভানাগ ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং বিচলিত ভাবে ধূমপান করছে। সে নিজের ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। একজন সৈন্যবাহিনীর অফিসার প্রবেশ করলেন]

অফিসার : তোমরা এখানে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবার জন্যে প্রস্তুত হও।
(সে গাড়ীর পিছন দিকটা দেখিয়ে দিল। একটু অহঙ্কারের সঙ্গে ক্যাভানাগকে বলল)
মিস্টার ক্যাভানাগ, আপনাকে যেন একটু বিচলিত ব'লে মনে হচ্ছে।

ক্যাভানাগ : সত্যিই তাই। তিন মাস ধ'রে আমি এমন একজন লোকের জীবনরক্ষা করছি, যে নিজের সম্বন্ধে থোড়াই কেয়ার করে। আজ শুনলুম, রিচমণ্ডের লোকেরা বাজী ধরেছে, ৪ঠা মার্চ প্রেসিডেন্ট রূপে কাজ আরম্ভ করা পর্য্যন্ত উনি বেঁচেই থাকবেন না।

অফিসার : আমি বাজী গ্রহণ করতে রাজী আছি। আমার লোকেদের প্রেসিডেন্টের জীবন রক্ষা করবার যোগ্যতা আছে।

ক্যাভানাগ : আমিও তাই আশা করি। তবে দক্ষিণাঞ্চলের লোকেরা বন্দুক

ছুঁড়তে ওস্তাদ। তাই আমি আপনার কাছে প্রস্তাব করছি, আপনি আপনার লোকদের আদেশ দিন, প্রতিটা গাড়ীর প্রত্যেক জানলার ভেতর দিয়ে নজর রাখতে—ট্রেন যেখানে থামবে—সে শহরই হোক বা অপর কোনো জায়গা হোক। এবং পথের মধ্যে যদি কোথাও সতর্কধ্বনি বাজানো হয়……

অফিসার : (সে এই উপদেশ পছন্দ করছেনা) যাই হোক না কেন, আমার লোকেদের সাহস দেখাবার জন্যে আদেশ দেবার দরকার নেই।

ক্যাভানাগ : না, তা অবশ্য নেই! তবে সব কিছুর জন্যেই আগে থাকতে প্রস্তুত থাকা ভালো।

(বাদ্যযন্ত্রে "ওল্ড এব লিঙ্কন কেম ক্রম দি প্লেন্‌স্"—"বুড়ো এব লিঙ্কন, এল সমভূমি হ'তে"—এই নির্বাচন-প্রচার সঙ্গীত বাজাতে সুরু হল। জনতাও সঙ্গে সঙ্গে এই গান গেয়ে উঠল। একটি ট্রেন-কণ্ডাক্টার গাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে তার ঘড়ি দেখল। বাঁ দিকে অনেক নড়া-চড়া সুরু হ'ল। নিনিয়ান ও এলিজাবেথ এডওয়ার্ডস্ এবং জস্, বিলি ও ক্রিমিন আসতে সৈন্যরা তাদের থামিয়ে দিল। অফিসার তাদের দিকে বেশ ভারিক্কি চালে এগিয়ে গেল)

অফিসার : পিছিয়ে দাঁড়ান। সৈন্যরা, ভীড় হটাও।

নিনিয়ান : আমি মিস্টার লিঙ্কনের ভায়রা ভাই।

অফিসার : কি নাম আপনার ?

ক্যাভানাগ : অফিসার, আমি ওঁকে জানি। এঁরা হচ্ছেন মিস্টার ও মিসেস এডওয়ার্ডস্, আর ঐ মিস্টার স্পীড ও মিস্টার হার্ণডন এঁদের সঙ্গে এসেছেন। আমি এঁদের সকলকেই জানি। আপনি এঁদের যেতে দিতে পারেন।

অফিসার : ভালো। তাহ'লে আপনারা এগোতে পারেন।

(ওরা ভেতরে এল। অফিসার বেরিয়ে গেল)

ক্রিমিন : আজকে প্রেসিডেন্টের মন কেমন ?

নিনিয়ান : বরাবরের মতোই ওঁর মনে সুখ নেই।

বিলি : (আবেগের সঙ্গে) উনি আজ আপিসে এসেছিলেন। যখন আমি ওঁকে জিজ্ঞেস করলুম, "লিঙ্কন ও হার্ণডন" সাইনবোর্ডটাকে কি করব, তখন তিনি বললেন, "ঐখানেই টাঙানো থাক। সকলেই জানুক যে, এই নির্বাচনে আমাদের মধ্যে কোনো তফাৎ হয়নি। যদি বেঁচে থাকি, আমি কোনো না কোনো দিন ফিরে আসব এবং তারপর যেন কিছুই হয়নি, এই ভাবেই আবার ওকালতি সুরু ক'রে দেব।"

এলিজাবেথ : উনি সব সময়েই বলছেন—"যদি আমি বেঁচে থাকি"······

(বাঁদিকে নেপথ্যে প্রচণ্ড হর্ষধ্বনি সুরু হ'ল এবং বাড়তে লাগল। অফিসার দ্রুতপদে প্রবেশ করল)

অফিসার : (ক্যাভানাগকে) প্রেসিডেন্ট এসে গেছেন! (তার লোকেদের প্রতি) প্রস্তুত!

(সে গাড়ীর পাশে নিজের জায়গায় দাঁড়াল এবং বাঁ দিকে তাকিয়ে রইল)

ক্যাভানাগ : (নিনিয়ান এবং অপরদের) আপনারা দয়া ক'রে একটু পেছিয়ে যাবেন কি? আমরা এই জায়গাটা প্রেসিডেন্টের দলের জন্যে খালি রাখতে চাই।

(তারা ডান দিকে এগিয়ে গেল। হর্ষধ্বনি এখন খুব বেড়ে উঠেছে)

অফিসার : প্রেজেন্ট—আর্মস্!

(সৈন্যরা আজ্ঞাপালন করল। এব বাঁ দিক থেকে ভেতরে এল। কাল তার বয়েস হবে বাহান্ন। এখন তার দাড়ি রয়েছে। তার ডান হাতে রয়েছে তার কার্পেট-ব্যাগ, আর বাঁ হাতে সে ট্যাডকে ধরে নিয়ে আসছে। মেরী, রবার্ট, উইলি এবং পরিচারিকা পিছনে পিছনে এল। মেরী ছাড়া সকলেই ব্যাগ বইছে। মেরী ফুল নিয়ে চলেছে। যখন তারা গাড়ীর কাছে এল, তখন এব তার ব্যাগটি কণ্ডাক্টরের হাতে দিয়ে ট্যাডকে তুলে ধরল। বাকী সকলে

ট্রেনে উঠল; এব নিনিয়ান এবং তার দলের সঙ্গে কথা কইতে এগিয়ে এল। ভীড়টা ঠেলে এগিয়ে আসতে চায়)

অফিসার: (দ্রুতপথে এগিয়ে এসে) ওদের পিছিয়ে রাখ—এগুতে দিওনা ওদের!

(সৈন্যরা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে জনতার দিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে। ক্যাভানাগ এবং তার লোকেরা এব-এর কাছাকাছি—কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকেরই হাত বন্দুকের ওপর রাখা—তাদের কড়া নজর রয়েছে লোকেদের ওপর)

ক্যাভানাগ: মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আপনি ট্রেনে উঠলে ভাল হয়।

(এব ট্রেনে উঠলেন এবং গাড়ীর পেছনে লোকেদের দিকে মুখ ক'রে দাঁড়ালেন—লোকেরা তাকে দেখে আরও জোরে উল্লাস প্রকাশ করতে লাগল। তারা চীৎকার করছে: "বক্তৃতা! বক্তৃতা! এব একটা বক্তৃতা শুনব। মিস্টার প্রেসিডেন্ট, বক্তৃতা। বুড়ো এব, থ্রী চিয়ার্স!" এব নিজের টুপী খুলে নাড়তে লাগল। উল্লাস ধ্বনি থামল)

নিনিয়ান: এব, ওরা চাইছে—তুমি কিছু বল।

(কিছুক্ষণের জন্যে এব চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল বাঁদিকে তাকিয়ে)

এব: বন্ধুগণ, আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে। আমি এখন আমার নতুন দাড়ি নিয়ে ওয়াশিংটন চললুম। আপনারা দাড়িটা নিশ্চয়ই পছন্দ করেন।

(জনতা হেসে উঠল। "আমাদের সুন্দর বুড়ো এব" বলে সবাই চীৎকার করতে লাগল। লোকেরা ঠেলে এগিয়ে আসছে এবং সৈন্যরাও চেঁচাচ্ছে—"পেছিয়ে যাও! হঠ যাও সব, হঠ যাও"!)

এব: (অফিসারকে) দেখুন—ওদের আমার কাছে আসতে দিন। ওরা সবাই আমার পুরোনো বন্ধু।

(অফিসার তাঁর লোকেদের পেছিয়ে এসে গাড়ীর পেছনটার চার-দিকে গোল ক'রে দাঁড়াতে বললে। ক্যাভানাগ ও তার লোকেরা

গাড়ীর পাদানির ওপর দাঁড়িয়ে লোকেদের ওপর দৃষ্টি রাখছে। জনতা মঞ্চ ভরিয়ে ফেলল)

এব : আমার অবস্থায় না পড়লে এই বিদায়ের সময়ে আমার মনের দুঃখকে কেউ বুঝতে পারবে না। আমার যা-কিছু, তার জন্যে আমি এই জায়গা এবং এখানকার আপনাদের সকলের দয়ার কাছে ঋণী। আমি এখানে পঁচিশ বছর বাস করেছি এবং যৌবন থেকে বার্দ্ধক্যে এসে পৌঁছেছি। আমার ছেলেরা এইখানেই জন্মেছে—তার মধ্যে একজন এখানেই কবরস্থ হয়েছে। আমি এখন বিদায় নিচ্ছি; জানিনা, কবে এখানে আবার ফিরতে পারব বা আদৌ কখনো ফিরতে পারব কিনা! যে-সময় আমাদের এগারোটি রাজ্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অভিপ্রায় ঘোষণা করেছে, যে-সময়ে দিন দিন যুদ্ধের বিপদ ঘনিয়ে আসছে, ঠিক সেই সময়েই আমাকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হ'তে হচ্ছে। আমাকে এখন দুঃখময় কর্তব্যের সম্মুখীন হ'তে হচ্ছে। এরই প্রস্তুতি হিসেবে আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করেছি, কোন্ মূলসূত্র আমাদের এই যুক্তরাষ্ট্রকে এতদিন ধরে রেখেছে। আমার মনে হয়, মাতৃভূমি ইংলণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কলোনীগুলি যে গ'ড়ে উঠেছে, মাত্র তাই নয়, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের মধ্যে যে চিন্তাধারা এই দেশের লোককে স্বাধীনতা দিয়েছে এবং সমস্ত পৃথিবীতে আশা জাগিয়েছে, তাই আমাদের এক করে ধ'রে রাখতে পেরেছে। এই চিন্তাধারাই মানুষের একটি চিরকালের পুরাতন স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছে, —যে স্বপ্ন তাদের আশা দিয়েছে যে, তারা একদিন শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলে এই জীবনেই স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃপ্রীতির আস্বাদ গ্রহণ করতে পারবে। আমরা গণতন্ত্র লাভ করেছি—এখন প্রশ্ন এই যে, এই গণতন্ত্রের কি টিঁকে থাকবার মত শক্তি আছে? সম্ভবতঃ আমরা এমনি ভয়ানক দিনের সম্মুখীন হয়েছি যে, আমাদের এই স্বপ্নের পরিসমাপ্তি ঘটবে। তাই যদি হয়, আমার ভয় হচ্ছে, এই সমাপ্তি চিরদিনের জন্যে। আমরা যে-সুযোগ পেয়েছিলুম, সে-সুযোগ মানুষ আর কোনোদিন পাবে ব'লে আমি বিশ্বাস করি না। হয়ত'

আমাদের স্বীকার করতে হবে, স্বাধীনতা ও সাম্য সম্পর্কে আমাদের লক্ষ্য অত্যন্ত উচ্চে স্থাপিত হয়েছিল এবং কালের দাবির কাছে আমাদের নতি স্বীকার করতে হবে। আমি শুনেছি, প্রাচ্যের একজন রাজা এক সময়ে তাঁর দেশের জ্ঞানী লোকেদের এমন একটি বাক্য উদ্ভাবন করতে বলেছিলেন, যা সর্বকালে এবং সর্বাবস্থায় সত্য এবং উপযুক্ত হবে। তাঁরা তাঁকে এই কথাগুলি উপহার দিয়েছিলেন—"এবং এও একদিন থাকবেনা।" দুঃখের দিনে বড় সান্ত্বনাদায়ক এই কথা—"এবং এও একদিন থাকবে না।" তবুও—

(হঠাৎ সে খুব ধীরভাবে, অথচ দৃঢ় কর্তৃত্বব্যঞ্জকভাবে বলতে লাগল)

—আমরা বিশ্বাস করব, এটা সত্যি নয়! আমাদের বেঁচে থেকে প্রমাণ করতে হবে যে, আমরা আমাদের চারদিকের প্রাকৃতিক জগৎকে এবং আমাদের ভিতরের চিন্তাশীল ও নৈতিক জগৎকে মাত্র রক্ষা নয়, এমনভাবে উন্নতও করতে পারি, যাতে আমরা পৃথিবী যতদিন থাকবে, ততদিনের জন্যে ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং রাজনৈতিক উন্নতিকে অব্যাহত রাখতে পারি। আমি আপনাদের সকলকে ঈশ্বরের তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করলুম এবং আশা করি যে, আপনারা আপনাদের প্রার্থনার মধ্যে আমাকে স্মরণ করবেন……বন্ধু এবং প্রতিবেশীগণ, বিদায়……

(তিনি গাড়ীর রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে তাঁর বিশিষ্ট বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন এবং তাদের সঙ্গে করমর্দন করলেন। বাজনা সুরু হ'ল। হর্ষধ্বনি বেড়ে উঠল। কণ্ডাক্টর তার ঘড়ি দেখে অফিসারকে বলল। তিনি ট্রেনে উঠে পড়লেন। মঞ্চের জনতা চীৎকার ক'রে বলতে লাগল, "বিদায়, এব," "বিদায়, মিস্টার লিঙ্কন," "আপনার সৌভাগ্য কামনা করি, এব," "আপনার ওপর আমাদের আস্থা আছে, মিস্টার লিঙ্কন।" তারপর জনতা গাইতে সুরু করল—"জন ব্রাউনের দেহ",—

"জন ব্রাউনের দেহ আছে মাটির গভীরে কবরে ঢাকা,
আত্মা তার চলে কিন্তু, চলে আর চলে—"

(ক্যাভানাগ এব-কে কিছু বলবার চেষ্টা করল, কিন্তু এব তা শুনতে পেল না। তখন সে এব-এর বাহু স্পর্শ করল এবং এব দ্রুত তার দিকে ফিরল)

ক্যাভানাগ : মিস্টার প্রেসিডেন্ট, যাবার সময় উপস্থিত; আপনি গাড়ীর ভিতরে যান।
(সৈন্যরা ট্রেনে উঠতে সুরু করল। এব শেষবারের মত অনেকক্ষণ ধরে জনতার ওপর দৃষ্টি রাখল, তার টুপিটা নাড়ল; পরে ফিরে কামরার ভিতরে ঢুকল। পিছনে ঢুকল ক্যাভানাগ, অফিসার এবং সৈন্যরা। বাজনা চলছে)

সকলে : (গান গাইছে) "আত্মা তার চলে কিন্তু, চলে আর চলে—"
(একটি ট্রেণের কর্মী তার হাতের আলো নাড়ছে। কণ্ডাক্টার ট্রেণে চাপল। জনতা উল্লাসধ্বনি করছে, টুপি ও রুমাল নাড়ছে। এঞ্জিনের বাঁশী বেজে উঠল। পর্দা প'ড়ে গেল।)

[দ্বাদশ দৃশ্য শেষ]

সমাপ্ত